www.BanglaBook.org

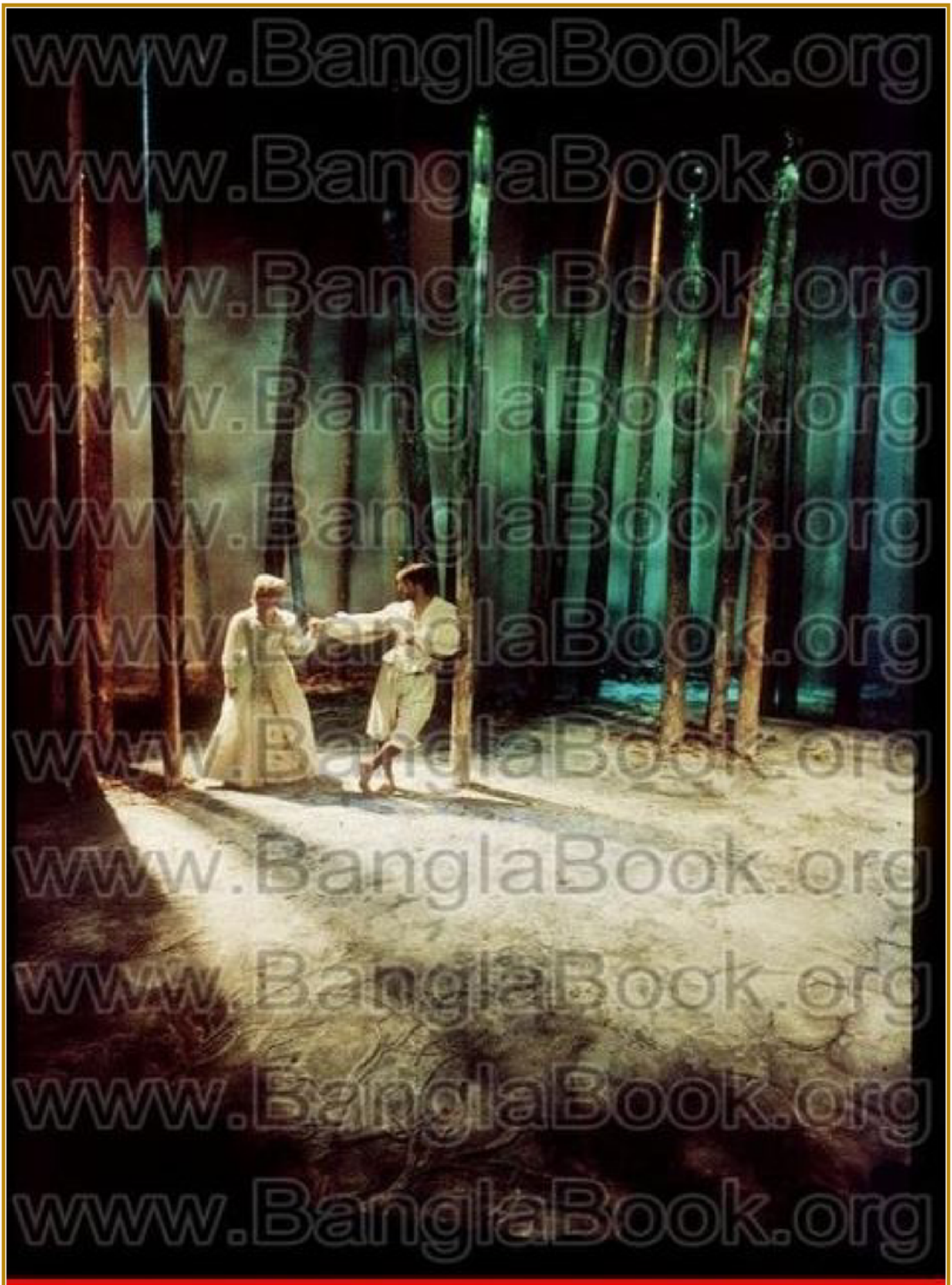

অ্যাজ ইউ লাইক ইট

উইলিয়াম শেক্সপিয়ার

www.BanglaBook.org

এ্যাজ ইউ লাইক ইট

নাটকের চরিত্র

নির্বাসিত ডিউক সিনিয়র
ফ্রেডারিক। নির্বাসিত ডিউকের ভ্রাতা
এ্যামিয়েন্স্ } নির্বাসিত ডিউকের
জ্যাক } সহচর
লা বো। ডিউক ফ্রেডারিকের সভাসদ
চার্লস। কুস্তিগীর

টাচস্টোন। বিদূষক
স্যার অলিভার মার্টেক্সট। পাদরি
করিণ } মেষপালক
সিলভিয়াস }
উইলিয়ম। পল্লীযুবক
রোজালিন্দ } নির্বাসিত ডিউকের
কন্যা

অলিভার } স্যার রোলাণ্ড দ্য বয়ের
জ্যাক } পুত্রত্রয়
অর্ল্যাণ্ডো }
আদম } অলিভারের ভৃত্য
ডেনিস }

সিলিয়া। ফ্রেডারিকের কন্যা
ফীবি। মেষপালিকা
অডারী। গ্রাম্যবালিকা
সভাসদ ও অনুচরবর্গ

ঘটনাস্থল: অলিভারের বাসভবন: ফ্রেডারিকের রাজসভা ও আর্ডেনের বনভূমি।

☐ প্রথম অঙ্ক ☐

প্রথম দৃশ্য। অলিভারের বাগানবাড়ি।

অর্ল্যাণ্ডো ও আদমের প্রবেশ

অর্ল্যাণ্ডো। আমার যতদূর মনে পড়ছে, আমার বাবা উইলটা করে যান এইভাবে, আমাকে সেই উইলের মাধ্যমে এক হাজার ক্রাউন দিয়ে যান এবং তুমি জানো, দাদাকে আশীর্বাদ জানিয়ে আমাকে ভালভাবে মানুষ করার ভার দিয়ে যান তার উপর। কিন্তু সেই থেকেই শুরু হয়েছে আমার দুঃখ। আমার ভাই জ্যাককে স্কুলে রেখে পড়াচ্ছে, শোনা গেছে তার পড়াশুনা ভালও হচ্ছে। কিন্তু আমার দিকটা দেখ, সে আমায় গেঁয়ো ভূতের মত বাড়িতে রেখে দিয়েছে, অথবা সত্যি কথা বলতে কি আমার দিকে নজরই দেয় না। আমার মত ভদ্রবংশীয় এক ছেলের পক্ষে একে কি তুমি বেঁচে থাকা বলবে? একটা বলদের জীবনযাত্রার সঙ্গে আমার জীবনযাত্রার তফাৎ কি আছে? আমার থেকে তার ঘোড়াগুলোও ভালভাবে থাকে। ভাল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খাওয়া ও সুখ সুবিধার ব্যবস্থা ছাড়াও তাদের চালচলন শিক্ষা দেবার জন্য মোটা টাকা দিয়ে সহিস রেখে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি তার আপন ভাই হয়ে একমাত্র খাওয়া পরা ছাড়া আর কিছুই পেলাম না। আর এরজন্যে আমি তার আস্তাবলের জন্তুগুলোর থেকে বেশী কৃতজ্ঞতা তাকে জানাতে পারি না। তার উপর প্রকৃতি আমার যা দিয়েছে দাদা যত্ন না নেওয়ার জন্য তাও নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। সে পশুদের সঙ্গে আমায় খেতে দেয়, ভাই বলে স্বীকার করতে চায় না এবং উপযুক্ত শিক্ষা না দিয়ে আমাকে ভদ্র সমাজের অযোগ্য করে তুলেছে। এইটাই আমাকে সবচেয়ে দুঃখ দেয় আদম। আমার বাবার মত যে মানসিক তেজ আমার মধ্যে রয়েছে তা এই দাসত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে শুরু করে দিয়েছে। আমি আর এ সহ্য করব না, যদিও জানি না এর থেকে রেহাই পাবার সঠিক পথ কি।

অলিভারের প্রবেশ

আদম। ঐ আমাদের মালিক আর আপনার ভাই আসছে।

অর্ল্যাণ্ডো। একটু সরে যাও আদম, একটু আড়াল থেকে শুনবে কিভাবে সে আমায় উত্তেজিত করে তোলে।

অলিভার। এখানে কি হচ্ছে?

অর্ল্যাণ্ডো। কিছুই না, কিছু করতে ত আমায় শেখাওনি।

অলিভার। তাতে তোমার কী এমন ক্ষতি হয়েছে?

অর্ল্যাণ্ডো। আমি আমার কুঁড়েমির দ্বারা আমার সহজাত ঈশ্বরদত্ত গুণগুলোকে নষ্ট করতে তোমায় সাহায্য করছি।

অলিভার। খুব হয়েছে। শুধু শুধু ঘুরে না বেড়িয়ে একটা কাজে লেগে গেলে ভাল হয়।

অর্ল্যাণ্ডো। আমি কি তোমার শুয়োর চড়াব আর তাদের সঙ্গে ভূষি খাব? অমিতব্যয়ীর মত কী এমন অর্থ বা সম্পত্তির অপচয় করেছি যার জন্য আমাকে এই দারিদ্র্য সহ্য করতে হবে?

অলিভার। জান তুমি কোথায় আছো?

অর্ল্যাণ্ডো। ভালই জানি। এটা তোমার বাগানবাড়ি।

অলিভার। কার সামনে কথা বলছ তা জান?

অর্ল্যাণ্ডো। আমি যার সামনে আছি সে আমায় যতখানি না জানে আমি তাকে তার চেয়ে ভাল জানি। আমি জানি তুমি আমার বড় ভাই এবং ঠাণ্ডা মাথায় তোমারও এটা জানা উচিত। অবশ্য দেশের প্রচলিত প্রথা অনুসারে তুমি বড় বলে পৈত্রিক সম্পত্তির মোটা অংশটা তুমি পাবে, কিন্তু তোমার আমার মধ্যে কুড়িটা ভাই থাকলেও সে প্রথা কখনো আমার পৈত্রিক রক্তকে অস্বীকার করবে না। পিতার রক্ত তোমার দেহে যতটা আছে, আমার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেহেও ঠিক ততটাই আছে। তবে আমি স্বীকার করি যে তুমি আগে জন্মেছ বলে তাঁর ভালবাসা বেশী পেয়েছ আর সেই কারণে আমার কাছে শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র।

অলিভার। কী ছোকরা! (আঘাত করল)

অর্ল্যাণ্ডো। যাও যাও দাদা, এবিষয়ে তুমি আমার থেকে অনেক অনভিজ্ঞ।

অলিভার। তুই কি আমায় মারবি নাকি, শয়তান!

অর্ল্যাণ্ডো। আমি শয়তান নই! আমি হচ্ছি স্যার রোলাণ্ড ডু বয়ের কনিষ্ঠ সন্তান। তিনি ছিলেন আমার পিতা এবং যে বলে যে তিনি শয়তানের জন্ম দিয়েছেন সে নিজেই একশোবার শয়তান। যদি তুমি আমার বড় ভাই না হতে তাহলে আমি আমার এই হাতখানা তোমার ঘাড়ের উপর থেকে সরাতাম না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার অন্য হাতটা তোমার জিবটা টেনে বার করে আনত। তুমি নিজেকেই নিজে ধিক্কৃত করেছ।

আদম। (এগিয়ে এসে) শান্ত হোন আপনারা। অন্ততঃ আপনাদের বাবার কথা মনে করে ধৈর্য ধরুন।

অলিভার। আচ্ছা আমাকে যেতে দাও।

অর্ল্যাণ্ডো। না, আমার কথার সন্তোষজনক উত্তর না দিলে তোমায় যেতে দেব না। আমার কথা শোন। আমার বাবা তাঁর উইলে আমাকে লেখা-পড়া শেখাবার ভার দিয়ে গিয়েছিলেন তোমার উপর। কিন্তু তুমি আমার ভদ্রজনোচিত গুণগুলোর বিকাশ ঘটতে না দিয়ে একটা গেঁয়ো চাষী করে তুলেছ। বাবার মানসিক তেজ আমার মধ্যেই বেশী আছে। আমি আর তা সহ্য করব না। সুতরাং এমনকিছু ব্যবস্থা করো যাতে আমি ভদ্র হয়ে উঠতে পারি অথবা পৈত্রিক সম্পত্তির যে অংশ উইলে আমায় দান করা হয়েছে তা আমায় বুঝিয়ে দাও, তাই দিয়ে আমি আমার ভাগ্যান্বেষণে বার হব।

অলিভার। কি করবে? সেই সম্পত্তি ফুরিয়ে গেলে ভিক্ষে করবে? ঠিক আছে তাই হবে। আমি তোমায় নিয়ে আর কোন ঝামেলা পোয়াতে চাই না। উইল অনুসারে তুমি তোমার অংশ পাবে। এখন আমাকে যেতে দাও।

অর্ল্যাণ্ডো। আমার নিজের প্রয়োজন মিটে গেলে তোমাকে আর আমি বিরক্ত করব না।

অলিভার। ওর সঙ্গে তুমিও যাও বুড়ো কুকুরটা কোথাকার।

আদম। 'বুড়ো কুকুর'—এইটাই কি আমার পুরস্কার। আমি তোমাদের এখানে কাজ করে বুড়ো হলাম, আমার সব দাঁত পড়ে গেল। আমার পুরনো মালিক স্বর্গলাভ করলেন। তিনি কখনো এ কথা বলতেন না।

(অর্ল্যাণ্ডো ও আদমের প্রস্থান)

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অলিভার। তাই নাকি? আমার উপর বাড়তে চাও? দেখাচ্ছি তোমায় মজা। তোমার সব বদমায়েসিকে ঠাণ্ডা করে দেব, আর এক হাজার ক্রাউনও তোমায় দেব না। ডেনিস!

ডেনিসের প্রবেশ

ডেনিস। আমায় ডাকছেন হুজুর!

অলিভার। আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য ডিউকের কুস্তিগীর চার্লস আসেনি এখানে?

ডেনিস। হ্যাঁ হুজুর। উনি ত এখানে এসে এই দরজার কাছেই বসে আছেন উনি ত আপনার কাছে আসার জন্যই অনুমতি চাইছেন।

অলিভার। তাকে ডেকে নিয়ে এস। (ডেনিসের প্রস্থান) এটা খুব ভালই হবে; কুস্তিটা হবে কালই।

চার্লস-এর প্রবেশ

চার্লস। নমস্কার হুজুর।

অলিভার। নমস্কার স্যার চার্লস। তারপর, ওখানকার নতুন রাজসভার খবর কি?

চার্লস। নতুন খবর কিছু নেই স্যার, খবর সব পুরনো। বৃদ্ধ ডিউক তাঁর ছোট ভাই বর্তমান ডিউকের দ্বারা নির্বাসিত। আর তিন চার জন লর্ড তাঁর অনুগামী হয়ে স্বেচ্ছায় নির্বাসন দণ্ড ভোগ করছে। তাঁদের সব বিষয়সম্পত্তি নতুন ডিউক আত্মসাৎ করে নিয়েছে; সুতরাং তাঁরা এবার নিঃস্ব অবস্থায় ঘুরে বেড়াক না যত খুশি।

অলিভার। আচ্ছা বলতে পার ডিউককন্যা রোজালিন্দ কি তার বাবার সঙ্গে নির্বাসনে গেছে?

চার্লস। আজ্ঞে না। কারণ তার খুড়তুতো বোন অর্থাৎ নতুন ডিউকের মেয়ে তাকে এত ভালবাসে যে সে নির্বাসনে গেলে সেও যাবে, অথবা একা এখানে থাকলে আত্মহত্যা করবে। দুজনে একসঙ্গে ছোট থেকে মানুষ হয়েছে কি না। ফলে তার কাকাও তাকে তার মেয়ের মতই ভালবাসে। দুজন মেয়ের মধ্যে এমন ভালবাসা দেখাই যায় না।

অলিভার। পুরনো ডিউক কোথায় বাস করছেন এখন?

চার্লস। লোকে বলে তিনি নাকি এখন আর্ডেনের বনভূমিতে আছেন। অনেক লোক তাঁর সঙ্গে আছেন। ইংলণ্ডের রবিন হুডের মত তাঁরা সেখানে বাস করছেন। লোকে বলছে, বহু ভদ্রবংশীয় যুবক স্রোত সেখানে দলে দলে যাচ্ছে এবং অতীতের স্বর্ণযুগের মত সেখানে নিশ্চিন্তভাবে দিনগুলো ঘুরে বেড়িয়ে কাটিয়ে দিচ্ছে।

অলিভার। কী, তুমি কি আগামীকাল নতুন ডিউকের সামনে কুস্তি লড়বে?

চার্লস। আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। আর একটা বিষয় জানাতে এসেছি আপনাকে;

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি গোপনে জানতে পারলাম আপনার ছোট ভাই অর্ল্যাণ্ডো ছদ্মবেশে অর্থাৎ নিজের পরিচয় না দিয়ে আমার সঙ্গে কুস্তি লড়ার মতলব করছে। আগামীকাল আমি আমার সম্মানের জন্য লড়ছি। কাল যে আমার সঙ্গে লড়াই করবে সে যদি হাত পা অভগ্ন অবস্থায় আমার কাছ থেকে চলে যেতে পারে তাহলে বুঝব সে মানুষ। আপনার ভাই বয়সে ছোট, ছেলেমানুষ এবং শুধু আপনার ভালবাসার খাতিরে আমি তাকে ফেলতে পারি না। অথচ আমার নিজের সম্মানের জন্য আমাকে তা করতেই হবে, যদি সে যোগদান করে। তাই আপনার প্রতি আমার ভালবাসার খাতিরে আমি আপনাকে ব্যাপারটা জানাতে এলাম। হয় তাকে তার এই আত্মঘাতী অভিলাষ থেকে নিবৃত্ত করুন, না হয় তাকে জানিয়ে দিন এরজন্যে এমন অপমান তাকে ভোগ করতে হবে যে সে তা কখনো ভুলতে পারবে না। আর এটা ঘটবে সম্পূর্ণ তার নিজের দায়িত্বে আর আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

অলিভার। আমার প্রতি তোমার ভালবাসার জন্য তোমায় ধন্যবাদ। আর তুমি দেখবে এই ভালবাসার প্রতিদান তুমি ঠিকই পাবে! আমিও আমার ভাইএর মধ্যে এই ধরনের ইচ্ছার পরিচয় পেয়েছি এবং ভিতরে ভিতরে পরোক্ষভাবে তাকে এ ব্যাপারে প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টাও করেছি। কিন্তু সে দৃঢ়সংকল্প। আমি তোমায় বলে দিচ্ছি চার্লস ও হচ্ছে সারা ফরাসী দেশের মধ্যে সবচেয়ে একগুঁয়ে জেদী ছোকরা। সে হচ্ছে দারুণ উচ্চাভিলাষী ও পরশ্রীকাতর। পরের কোন ভাল গুণ দেখলেই তার অনুকরণ করে এবং এমন কি তার আপন ভাই আমার বিরুদ্ধেও সে গোপনে চক্রান্ত করে। সুতরাং তুমি যা খুশি তাই করো। আমি বলছিলাম কি তার আঙুল টাঙুলের পরিবর্তে তার ঘাড়টা একেবারে ভেঙ্গে দাও আর তুমিই একমাত্র তা পারবে। কারণ যদি অল্প কিছু অপমান করে তাকে ছেড়ে দাও আর যদি সে তার শক্তি দিয়ে তোমাকে কায়দা করতে না পারে তাহলে সে তোমার উপর বিষপ্রয়োগ করবে অথবা অন্য কোন ভয়ঙ্কর বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা তোমাকে ফাঁদে ফেলবে এবং কোন না কোন উপায়ে সে তোমার জীবন না নেওয়া পর্যন্ত কিছুতেই ছাড়বে না। একথা বলতে দুঃখে চোখে জল আসছে আমার, তবু তোমায় বলতে বাধ্য হচ্ছি, ওর মত শয়তান ওর বয়সী আর একটি ছোকরাও কোথাও জীবিত নেই। সে আমার ভাই আর ভাই হিসেবেই আমি একথা বলছি। যদি আমি নিজমত তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করি, তাহলে লজ্জা আর দুঃখে আমার কান্না পাবে আর তুমিও বিস্ময়ে বিমূঢ় ও মলিন হয়ে যাবে।

চার্লস। আমি আপনার কাছে আসতে পারার জন্য অন্তরের সঙ্গে আনন্দিত। যদি সে কাল আসে তাহলে আমি তাকে উচিত শিক্ষা দেব। যদি সে অক্ষত অবস্থায় ফিরে যেতে পারে তাহলে আমি আর কখনো কোন পুরস্কারের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জন্য কুস্তি লড়ব না। যাই, ভগবান আপনার মনস্কামনা পূর্ণ করুন। (প্রস্থান)

অলিভার। বিদায় চার্লস। এইবার আমি এই খেলোয়াড়কে উত্তেজিত করে তুলব। আমার মনে হয় এইবার তার জীবনের অবসান হবেই। কেন জানি না আমার সমস্ত অন্তরাত্মা তার মত এত ঘৃণা আর কাউকে করে না। অবশ্য সে শান্ত, কোন দিন স্কুলে না গিয়েও সে বেশ জ্ঞানবিদ্যা অর্জন করেছে। সে সুবুদ্ধিসম্পন্ন ও নীতিবান। মানুষের মধ্যে মানুষ যেসব গুণগুলোকে খুব ভালবাসে সেই গুণগুলোর সবই আছে তার মধ্যে। সুতরাং সবাই তাকে ভালবাসে, বিশেষ করে আমাদের এই অঞ্চলের লোকেরা তাকে এত ভালবাসে যে আমার কোন গুণের কথা স্বীকারই করে না। কিন্তু আর এরকম চলতে দিলে হবে না; এই কুস্তিগীর সবকিছুর শেষ করে দেবে। এখন আমার শুধু একমাত্র কাজ হলো ছোকরাকে উত্তেজিত করে তোলা এই কুস্তিতে যোগদান করার জন্য। আর আমিও তা দেখতে যাব।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। ডিউকের প্রাসাদ সম্মুখস্থ প্রান্তর।

রোজালিন্দ ও সিলিয়ার প্রবেশ

সিলিয়া। রোজালিন্দ, লক্ষ্মী বোন আমার, দয়া করে তুই আমার কথা শোন।

রোজালিন্দ। আমি আমার সাধ্যের অতিরিক্ত হাসিখুশি নিয়ে থাকি। তুমি কি আরো চাও? কিন্তু দেখ, আমি যদি আমার নির্বাসিত বাবার কথা ভুলতে না পারি তাহলে কেমন করে অসাধারণ ও অস্বাভাবিক আনন্দ উৎসব নিয়ে মেতে থাকি।

সিলিয়া। আমি দেখছি আমি যতখানি ও যতটা গুরুত্বের সঙ্গে তোমায় ভালবাসি, তুমি আমায় তা বাস না। তোমার বাবা নির্বাসিত ডিউক যদি আমার বাবাকে নির্বাসনে পাঠাতেন তাহলেও তুমি ঠিক আমার কাছেই থাকতে। আমি কিন্তু আমার ভালবাসার খাতিরে তোমার বাবাকে আমার বাবার মতই দেখতে পারতাম। তুমিও তা নিশ্চয়ই পার যদি অবশ্য আমার প্রতি তোমার সেই ভালবাসাটা আমার মত ঠিক পথে চালিত হয়।

রোজালিন্দ। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আমার আসল অবস্থার কথা ভুলে ভাগ্যের কথা ভুলে তোমার সুখে সুখী হব।

সিলিয়া। তুমি জান আমি ছাড়া বাবার আর কোন সন্তান নেই; আর হবার কোন আশাও নেই। বাস্তবপক্ষে আমার বাবার মৃত্যুর পর তুমিই তার উত্তরাধিকারিণী হবে। কারণ আজ জোর করে তিনি যা তোমার বাবার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছেন আমি তখন তা ভালবেসে দিয়ে দেব তোমায়। আত্মসম্মানবোধ বলে যদি কোন জিনিস থাকে আমার তাহলে আমি তা নিশ্চয়ই দেব। এ শপথ যদি ভঙ্গ করি তাহলে তুমি আমায় রাক্ষসী বলে ডাকতে পার। সুতরাং লক্ষ্মী বোন আমার ফুর্তি করো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রোজালিন্দ। এখন থেকে আমি খেলাধুলার কথাই ভাবব। আচ্ছা, প্রেমে পড়লে কেমন হয়, তুমি কি মনে কর?

সিলিয়া। হাঁ, তা পড়তে পার। তবে আমার কথা হচ্ছে, খেলাচ্ছলে। কোন লোককেই সত্যিকরে ভালবাসবে না। এমন লজ্জা ও সংকোচের ব্যবধান রেখে ভালবাসবে যাতেকরে আবার যেকোন মুহূর্তে ফিরে আসতে পার, বেরিয়ে আসতে পার।

রোজালিন্দ। তাহলে আমাদের খেলাটা কি হবে?

সিলিয়া। আমরা বসে বসে আমাদের গৃহলক্ষ্মী ভাগ্যদেবীকে বিদ্রূপ করতে পারি যাতে তিনি সকলের উপর সমানভাবে তাঁর কৃপা বর্ষণ করতে পারেন।

রোজালিন্দ। আমিও বলি তাই আমরা করব। তাঁর দান নিয়ে ব্যাপক-ভাবে অবিচার করা হয় ও যাকেতাকে বাছবিচার না করেই তাঁর দান তিনি দিয়ে বসেন; অমিত সম্পদশালিনী সেই অন্ধ নারী মেয়েদের ব্যাপারে বেশী ভুল করে থাকেন।

সিলিয়া। সত্যিই তাই। যাদের তিনি সুন্দরী করেন তারা সৎ হয় না। আর যারা সৎ হয় তারা দেখতে ভাল হয় না।

রোজালিন্দ। না, তুমি ভাগ্যদেবীর কথা বলতে গিয়ে প্রকৃতির কথা বলছ। ভাগ্যদেবীর দান জাগতিক যতসব বস্তুর মধ্যেই থাকে সীমাবদ্ধ, সুন্দর অসুন্দর প্রভৃতি প্রাকৃতিক ব্যাপারের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নেই।

টাচস্টোনের প্রবেশ

সিলিয়া। প্রকৃতি যদি কাউকে রূপ দেয় তাহলে সে রূপ কি কখনো ভাগ্য-দেবীর কোপাগ্নিতে পুড়ে ছাই হতে পারে! অদৃষ্টকে পরিহাস করার উপযুক্ত বুদ্ধি বিধাতা আমাদের দিয়েছেন, কিন্তু সে পরিহাসের আনন্দটুকুকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে দেবার জন্য অদৃষ্ট আবার এই নীরেট বোকাটাকে পাঠিয়ে দিয়েছে।

রোজালিন্দ। তা বটে। অদৃষ্টের রহস্যকে ভেদ করা বিধাতার কর্ম নয়। তা না হলে অদৃষ্ট কখনো বিধাতার দেওয়া স্বাভাবিক বুদ্ধিটাকে ব্যর্থ করে দেবার এমন ব্যবস্থা করত না।

সিলিয়া। এটা হয়ত অদৃষ্টের দোষও না, হয়ত এটা বিধাতারই বিধান। এইসব ভাল মন্দ বিচারের ক্ষমতা আমাদের বুদ্ধির নেই দেখেই হয়ত বিধাতা সেই ভোঁতা বুদ্ধিটাকে শান দেবার জন্যেই একে পাঠিয়েছে। কারণ অনেক সময় বোকার বোকামি দিয়ে বুদ্ধিমানের বুদ্ধিতে শান দিয়ে নিতে হয়। তারপর, ওহে বুদ্ধিমান! কোনদিকে যাওয়া হচ্ছে?

টাচস্টোন। আসুন মা লক্ষ্মী, আপনার বাবা ডাকছেন আপনাদের!

সিলিয়া। তুমি কি দূতের কাজ করছ নাকি?

টাচস্টোন। আজ্ঞে না, শপথ করে বলছি, তিনি আমাকে আপনাদের ডাকতে বললেন তাই এসেছি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রোজালিন্দ। আবার শপথ! তুমি আবার শপথের কথা শিখলে কোথায়?

টাচস্টোন। কোন এক যোদ্ধার কাছে। একবার এক যোদ্ধা খাবার সময় শপথ করে বলেছিল প্যানকেকগুলো খুব ভাল, সরষেটা ছিল খারাপ। কিন্তু আমি জানি সরষেটা ছিল ভাল, কিন্তু কেকগুলো ছিল খারাপ। অথচ লোকটা বেশ শপথ করে গেল।

সিলিয়া। কেমন করে তুমি বুঝলে? তোমার জ্ঞানবুদ্ধির বহর ত খুব বেশী!

রোজালিন্দ। তোমার বুদ্ধির বহরটা একবার দেখাও দেখি।

টাচস্টোন। আপনারা দুজনে আমার সামনে দাঁড়ান। তারপর আপনাদের থুঁতনিতে হাত দিয়ে দাড়ি ধরে শপথ করে বলুন আমি বদমাস। বলুন আমার সুবুদ্ধি নেই।

সিলিয়া। আমাদের দাড়ি! যদি আমাদের দাড়ি থাকত তাহলে আমরা তার নামে শপথ করে বলতাম তুমি একটি আস্ত বদমাস।

টাচস্টোন। আমারও যদি দুষ্টুবুদ্ধি থাকত তাহলে আমি বদমাস হতাম। তোমাদের যা নেই তাই দিয়ে যদি শপথ করো তাহলে তোমাদের সে শপথ হবে মিথ্যা। তেমনি সেই যোদ্ধাটারও মান-সম্মান বলে কোন জিনিস ছিল না, অথচ তার সম্মানের নামে মিথ্যা শপথ করেছিল। সম্মান বা মর্যাদা-বোধ থাকলে এ শপথ সে কখনই করত না।

সিলিয়া। কিন্তু তুমি কার কথা বলছ?

টাচস্টোন। আমি বলছি এমন একজনের কথা যাকে আপনার বাবা ফ্রেডারিক ভালবাসেন।

সিলিয়া। আমার বাবা যাকে ভালবাসেন তিনি নিশ্চয়ই সম্মানীয় লোক। তাঁর কথা থাক। তা নাহলে তাঁর নামে আজেবাজে কথা বলার দরুণ তোমাকে আবার চাবুক খেতে হবে।

টাচস্টোন। এইটাই ত দুঃখের বিষয়। বুদ্ধিমানরা বোকার মত কাজ করবে, অথচ বোকারা বিজ্ঞের মত কথা বলতে পারবে না।

সিলিয়া। এটা তুমি অবশ্য ঠিক বলেছ। যখন থেকে বোকাদের যে একটু বুদ্ধি আছে সেইমত তাদের কথা বলতে দেওয়া হয় না, বুদ্ধিমানদের বোকামিটা বেড়ে গেছে। এই যে লে বো মশাই আসছেন।

লে বোর প্রবেশ

রোজালিন্দ। মনে হচ্ছে তার মুখে অনেক খবর আছে।

সিলিয়া। পায়রাগুলো যেমন তাদের বাচ্চাদের মুখে খাবার ঢেলে দেয় তেমনি উনিও বোধহয় সেই খবরের বোঝাটা আমাদের ওপর ঢেলে দেবেন।

রোজালিন্দ। তাহলে আমরা ত খবরের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ব একেবারে।

সিলিয়া। তাতে বরঞ্চ ভালই হবে। এতবেশী খবরের বোঝা থাকলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাজারে আমাদের দাম বাড়বে। নমস্কার লে বো মশাই, খবর কি?

লে বো। সুন্দরী রাজকুমারী! ভাল খেলা হলো, দেখতে পেলেন না!

সিলিয়া। খেলা! কী ধরনের?

লে বো। কী ধরনের খেলা? কি করে বলব?

রোজালিন্দ। যেমন করে আপনার বুদ্ধি আর অদৃষ্ট বলাবে।

টাচস্টোন। ভাগ্যের বিধান অনুসারেই বলবে।

রোজালিন্দ। আপনার কিন্তু সেই আগেকার চটক আর নেই।

লে বো। আপনারা আমাকে অবাক করলেন। আমি আপনাদের কুস্তি খেলার কথাই বললাম যে খেলাটি আপনারা দেখতে পেলেন না।

রোজালিন্দ। তাহলেও কিভাবে খেলাটা হয়েছে তা বলতে পারেন।

লে বো। আমি শুধু প্রথমটার কথা বলব। যদি আপনাদের তা ভাল লাগে তাহলে আপনারা শেষটা দেখতে পারেন, কারণ শেষটা এখনো বাকি আছে আর এখানেই সেটা হবে।

সিলিয়া। যেটা হয়ে গেছে মরে গেছে তার কথা বাদ দিন, তাকে কবর দিন।

লে বো। একটা বুড়োলোক এল, সঙ্গে তার তিনটে ছেলে।

সিলিয়া। আপনার বর্ণনার ভঙ্গিটা দেখে আমার এক পুরনো গল্পের কথা মনে পড়ল।

লে বো। তিনজন ছোকরাই খুব যোগ্য। যেমন তাদের চেহারা, তেমনি চমৎকার দেখতে।

রোজালিন্দ। তাদের গলায় একটা করে কাগজ আঁটা: এইসব পুরস্কারের দ্বারা জনসাধারণকে জ্ঞাত করা যাচ্ছে—

লে বো। এই তিনজন যুবকের মধ্যে সবচেয়ে যে বড় সেই ডিউকের কুস্তিগীর চার্লসের সঙ্গে লড়ল। কিন্তু চার্লস মুহূর্তের মধ্যে তাকে ফেলে দিয়ে তার তিন তিনটে পাঁজরা ভেঙ্গে দিল, এখন তার জীবনের আশাই কম। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় যুবকেরও এই দশাই ঘটল। ওইখানে তারা পড়ে রয়েছে। তাদের বুড়ো বাবা এমনভাবে কান্নাকাটি করছে যে দর্শকরাও তার সঙ্গে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে।

রোজালিন্দ। হায়!

টাচস্টোন। কিন্তু মশাই, আপনি যে খেলার কথা বললেন যা এঁরা দেখতে পাননি সে খেলার খবর কি?

লে বো। কেন, এই ত বললাম।

টাচস্টোন। এই বুঝি দিনে দিনে মানুষের বুদ্ধি বেড়েছে। এই আমি প্রথম শুনলাম, মানুষের হাড়-পাঁজরা ভাঙ্গাই তামাশা দেখে মেয়েরা আনন্দ পায়।

সিলিয়া। আমিও তোমাকে সমর্থন করি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রোজালিন্দ। এর পরেও কি কোন মানুষ হাড়ভাঙ্গার শব্দ শুনতে চাইবে? এর পরেও কি কেউ পাঁজরা ভাঙ্গা দেখবে? আচ্ছা ভাই, আমরাও কি কুস্তি দেখব?

লে বো। আপনাদের অবশ্যই দেখতে হবে। যদি আপনারা এখানে থাকেন। কারণ কুস্তিখেলার জন্য এই জায়গাটাই নির্দিষ্ট হয়েছে। আর ওরা খেলার জন্য এখানেই আসছে।

সিলিয়া। ওই নিশ্চয় ওরা আসছে। তাহলে থেকেই যাও, দেখা যাক ব্যাপারটা।

বাদ্য: ডিউক ফ্রেডারিক, সভাসদগণ, অর্ল্যাণ্ডো, চার্লস ও অনুচরবর্গের প্রবেশ

ডিউক। তাহলে শুরু করো, ছোকরা যখন কোন কথা শুনবে না তখন তার ফল ভোগ করুক।

রোজালিন্দ। ঐ লোকটিই কি?

লে বো। আজ্ঞে হ্যাঁ।

সিলিয়া। হায় হায়। খুবই কম বয়স। তবু ওকে খুব পাকা খেলোয়াড় বলে মনে হচ্ছে।

ডিউক। কী খবর, তোমরাও দেখছি কুস্তি দেখার জন্যে এখানে কখন চলে এসেছ।

রোজালিন্দ। আপনি যদি অনুমতি দেন ত দেখব।

ডিউক। কিন্তু এতে তোমরা কোন আমোদ পাবে না। ছেলেটা বড় একগুঁয়ে। ওর বয়স কম দেখে আমি ওকে প্রতিনিবৃত্ত করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ও আমার কথা শুনবে না। ওর সঙ্গে কথা বলে দেখ দেখি, যদি কোনরকমে ঠেকিয়ে রাখতে পার।

সিলিয়া। ওকে একবার এখানে ডেকে আনুন ত মশাই লে বো।

ডিউক। তাই দেখ, আমি এখানে থাকব না। (ডিউক ফ্রেডারিক সরে গেলেন)

লে বো। ও মশাই প্রতিযোগী ছোকরা, রাজকন্যারা আপনাকে একবার ডাকছেন।

অর্ল্যাণ্ডো। সসম্মানে আমি তাঁদের আহ্বান গ্রহণ করছি।

রোজালিন্দ। আপনিই কি চার্লসের সঙ্গে লড়াই করার জন্যে ওঁকে আহ্বান জানিয়েছেন?

অর্ল্যাণ্ডো। আজ্ঞে না। সেই বরং সবাইকে আহ্বান জানিয়ে বেড়ায়। আমি আর পাঁচজনের মত আমার যৌবনের শক্তিটুকু পরীক্ষা করতে এসেছি।

সিলিয়া। আপনার বয়সের তুলনায় আপনার সাহস খুব বেশী। এই লোকটার ক্ষমতার নিষ্ঠুর পরিচয় আপনি দেখেছেন। আপনি যদি নিজের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চোখে তা দেখে থাকেন আর নিজের বিচারবুদ্ধির সঙ্গে তা জেনে থাকেন, তাহলে এ শক্তি পরীক্ষায় আপনার ভীত হওয়া উচিত ছিল এবং সমানে সমানে লড়াই করার ব্যবস্থা করতে হত। আপনার নিরাপত্তার জন্যেই আপনাকে এই দুঃসাহসিক কাজে যোগদান করতে নিষেধ করছি।

রোজালিন্দ। আপনি আমাদের কথা রাখুন। এতে আপনার খ্যাতি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হবে না। এ কুস্তি বন্ধ করে দেবার জন্যে আমরা আবেদন জানাব ডিউকের কাছে।

অর্ল্যাণ্ডো। আমার বিনীত অনুরোধ, আপনাদের এইসব আশঙ্কাপূর্ণ চিন্তার দ্বারা আমায় কষ্ট দেবেন না। আমি স্বীকার করছি, আপনাদের কথা রাখতে না পেরে নিজেকেই অপরাধী মনে হচ্ছে। কিন্তু আমার শক্তি পরীক্ষার সময় আশাকরি আপনাদের সদয় দৃষ্টি আর শুভেচ্ছার মাধুর্য থেকে বঞ্চিত হব না। যদি আমি হেরে যাই তাহলে জানবেন এমন একজন লজ্জিত হবে যে কোনদিন কোন সম্মান পায়নি। আর যদি মরে যাই ত জানবেন এমন একজন মরেছে যে মরতে চেয়েছে। আমার মৃত্যুতে কোন বন্ধুর বুকে ব্যথা বাজবে না। কারণ আমার মৃত্যুতে শোকদুঃখ করার মত কেউ নেই। আমার এই মৃত্যুতে পৃথিবীর কোন ক্ষতি হবে না। কারণ পৃথিবীতে আমার বলতে কিছু নেই। আমি শুধু এই পৃথিবীতে এক অবাঞ্ছিত বোঝার মত এমন একটা জায়গা জুড়ে আছি আমি সরে গেলে সে জায়গাটা অন্য কোন যোগ্য লোকের দ্বারা পূরণ হবে।

রোজালিন্দ। আমার ক্ষমতা অতি সামান্য। তবু সেই ক্ষমতা দিয়ে যদি আপনাকে সাহায্য করতে পারতাম।

সিলিয়া। আমারও শক্তি থাকলে তাই করতাম।

রোজালিন্দ। তাহলে বিদায়। ভগবান করুন, আপনার শক্তি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যেন সফল হয়।

সিলিয়া। আপনার অন্তরের বাসনা যেন সফল হয়।

চার্লস। কই সেই দুঃসাহসী ছোকরা, পৃথিবীমাতার কোলে শোবার জন্য যে খুব উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে?

অর্ল্যাণ্ডো। আমি প্রস্তুত স্যার। তবে আমার ইচ্ছাটা কিন্তু অত ছোট নয়।

ডিউক। খেলা একদফাই চলবে।

চার্লস। না। আপনার প্রথম অনুরোধ যখন ও শোনেনি তখন আর ওকে দ্বিতীয়বার অনুরোধ করবেন না হুজুর।

অর্ল্যাণ্ডো। খেলার পরে আমায় ঠাট্টা করতে পারতে, আগে নয়। যাই-হোক, এস।

রোজালিন্দ। হে যুবক, শক্তির দেবতা হারকিউলিস তোমার দেহে ভর করুন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সিলিয়া। আমার ইচ্ছা হচ্ছে আমি অদৃশ্যভাবে উড়ে গিয়ে লোকটার পাটী টেনে ধরি।

(কুস্তি শুরু হলো)

রোজালিন্দ। চমৎকার। সাবাস যুবক।

সিলিয়া। যদি আমার চোখে বিদ্যুতের গতি থাকত তাহলে কে জিতবে আগেই বলে দিতাম।

(চার্লসএর পতন, চারিদিকে হর্ষধ্বনি)

ডিউক। আর না, আর না।

অর্ল্যাণ্ডো। আমার বিনীত অনুরোধ হুজুর, এখনো আমার কোন শ্বাসকষ্ট হয়নি।

ডিউক। কেমন বোধ করছ চার্লস ?

লে বো। ও কথা বলতে পারছে না হুজুর।

ডিউক। ওকে সরিয়ে নিয়ে যাও। তোমার নাম কি যুবক ?

অর্ল্যাণ্ডো। অর্ল্যাণ্ডো হুজুর। স্যার রোলাণ্ড ছ বয়ের কনিষ্ঠ পুত্র।

ডিউক। তুমি যদি অন্য কারো পুত্র হতে তাহলে ভাল হত। তোমার বাবাকে সবাই সম্মান করে শ্রদ্ধা করে। কিন্তু আমি তাঁকে এখনো আমার শত্রু বলেই মনে করি। তুমি যদি অন্য কোন বংশের ছেলে হতে তাহলে তোমার আজকের এই বীরত্বপূর্ণ কাজে আমি আরো বেশী খুশি হতাম। যাই হোক, বিদায়। তুমি একজন বীর যুবক। তোমার পিতা যদি অন্য কেউ হতেন তাহলে ভাল হত।

(ডিউক, লে বো ও অনুচরবর্গের প্রস্থান)

সিলিয়া। আমি যদি আমার বাবা হতাম তাহলে আমি কি এটা করতে পারতাম ?

অর্ল্যাণ্ডো। স্যার রোলাণ্ড ছ বয়ের কনিষ্ঠ পুত্র হিসাবে আমি সত্যি গৌরব বোধ করছি। ফ্রেডারিকের পোষ্যপুত্র হিসাবে তাঁর সমস্ত সম্পত্তির অধিকারের পরিবর্তেও এ গৌরব আমি ত্যাগ করতে চাই না।

রোজালিন্দ। আমার বাবা স্যার রোলাণ্ডকে তাঁর নিজের আত্মার মত ভালবাসতেন এবং সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করত। তিনি ছিলেন সর্বজনপ্রিয়। আগে যদি জানতাম এ যুবক তাঁর পুত্র তাহলে আমার অনুরোধের চোখের জল মিশিয়ে এই দুঃসাহসিক কাজ থেকে নিবৃত্ত করতাম তাকে।

সিলিয়া। চল বোন। তাকে ধন্যবাদ ও উৎসাহ দিইগে। বাবার রূঢ় ও ঈর্ষান্বিত আচরণে আমার প্রাণে ব্যথা লেগেছে। এ বিজয়গৌরব আপনার প্রাপ্য। প্রেমের ব্যাপারেও আপনি যদি এইভাবে আপনার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলেন তাহলে আপনার প্রণয়িণী নিশ্চয়ই সুখী হবেন।

রোজালিন্দ। হে সুজন। (কণ্ঠ হতে হার খুলে অর্ল্যাণ্ডোকে দিয়ে) আমার পক্ষ হতে এ উপহার গ্রহণ করুন। দেবার মত এই সামান্য দান যা ছিল তাই দিলাম। আরো দিতে প্রাণ চাইছে, কিন্তু হাতে ত আর কিছু

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নেই। আচ্ছা বোন, আমরা কি এবার যেতে পারি ?

সিলিয়া। তাহলে আসি, আমরা বিদায় নিচ্ছি আপনার কাছ হতে।

অর্ল্যাণ্ডো। 'ধন্যবাদ আপনাদের,' একথাটাও কি বলতে পারি না আমি। আমার সব ভাল গুণগুলোই যেন চলে গেছে। যা এখন আমার মধ্যে আছে তা এক প্রাণহীন পাষাণ ছাড়া আর কিছুই না।

রোজালিন্দ। উনি আমাদের ডাকছেন। আমাদের সৌভাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে আমার গর্বেরও পতন ঘটেছে। আপনি কি আমাদের ডাকছিলেন ? শত্রুর সঙ্গে সঙ্গে আরো কিছুকে আপনি পরাজিত করেছেন।

সিলিয়া। তুমি কি যাবে বোন ?

রোজালিন্দ। আচ্ছা আপনি যান। বিদায়।

(রোজালিন্দ ও সিলিয়ার প্রস্থান)

অর্ল্যাণ্ডো। কী এক আবেগে কণ্ঠরোধ হয়ে আসছে আমার। মুখে কথা সরছে না। আমি তার সঙ্গে কথা বলতে পারিনি, তবু সে কত কথাই না বলল। হায় বেচারী অর্ল্যাণ্ডো ! তুমি আজ পরাভূত। চার্লস কেন, তার থেকেও দুর্বল কোন প্রাণীর কাছে আজ বশীভূত তুমি।

লে বোর প্রবেশ

লে বো। কিছু মনে করবেন না মশাই। বন্ধু ভেবেই আমি আপনাকে এ স্থান ত্যাগ করার উপদেশ দিচ্ছি। যদিও আপনি এখন প্রচুর শ্রদ্ধা ভালবাসা এবং উচ্চ প্রশংসার যোগ্য, তথাপি ডিউকের মনের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে তিনি আপনাকে সন্দেহ করছেন। ডিউক বড় খামখেয়ালী। এবার আমার কিছু বলার থেকে আপনি অনুমান করে নিন তিনি কী ধরনের লোক।

অর্ল্যাণ্ডো। আপনাকে সত্যিই ধন্যবাদ। তবে আমার অনুরোধ একটা কথার উত্তর দিন : কুস্তির সময় যে দুটি মেয়ে এখানে ছিল তাদের মধ্যে কে ডিউকের মেয়ে ?

লে বো। আচরণ দেখে যদি বিচার করি তাহলে বলব কেউ তার মেয়ে না। তবে দুজনের মধ্যে যে ছোট সেই হচ্ছে ডিউকের মেয়ে। অন্যটি হলো নির্বাসিত ডিউকের মেয়ে। বর্তমান ডিউক তার মেয়েকে সঙ্গ দান করার জন্য তাকে প্রাসাদে রেখে দিয়েছে। আর ডিউককন্যা তাকে নিজের বোনের থেকেও ভালবাসে। তবে একটা কথা বলে রাখছি, হঠাৎ ডিউক তাঁর এই শান্তশিষ্ট ভাইঝিটির উপর রুষ্ট হয়ে উঠেছেন। তার দোষ এই যে তার গুণের জন্য সবাই তার প্রশংসা করে আর তার নির্বাসিত বাবার কথা ভেবে তাকে দেখে সবাই দুঃখ করে এবং আমি বেশ বুঝতে পারছি ডিউকের এই চাপা হিংসা যেকোন সময়ে হঠাৎ ফেটে পড়তে পারে। আচ্ছা মশাই বিদায়। যদি কখনো এর থেকে ভাল কোন জায়গায় দেখা হয় তখন আমার আরো প্রীতি জানাব, তখন আপনার সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ পরিচয়

www.BanglaBook.org

হবে আমার।

অর্ল্যাণ্ডো। আপনার কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ রইলাম। বিদায়। (লে বোর প্রস্থান) এবার আমায় ঘুম থেকে আগুনের মাঝে গিয়ে পড়তে হবে। হিংস্র অত্যাচারী ডিউকের হাত থেকে বেঁচে গিয়ে পড়তে হবে অত্যাচারী ভাইএর খপ্পরে। তবে একটা সান্ত্বনা, স্বর্ণপ্রতিমাসম রোজালিন্দের স্মৃতি আমার অন্তরে থাকবে চির জাগরূক। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য : ডিউকের প্রাসাদ।

সিলিয়া ও রোজালিন্দের প্রবেশ

সিলিয়া। কেন বোন! কেন রোজালিন্দ! প্রেমদেবতার দিব্যি, আর একটিও কথা বলবিনে।

রোজালিন্দ। কথা বলবি কী, কুকুরকে বলার মতও একটা কথা আমার নেই।

সিলিয়া। না ভাই, তোর কথার দাম এত বেশী যে তা কখনো কুকুর বেড়ালের উপর ছুঁড়ে ফেলা যায় না বরং তার কিছু আমার ওপর ছুঁড়ে ফেল। নে, এবার আমায় যুক্তি দিয়ে কাবু কর ত দেখি।

রোজালিন্দ। তাহলে ত দেখছি দুটি বোনই হলো ধরাশায়ী। একজন হলো যুক্তির আঘাতে খোঁড়া আর এক বোন হলো যুক্তির অভাবে উন্মত্ত।

সিলিয়া। এসব কি তোমার পিতার দুঃখে?

রোজালিন্দ। না, কিছুটা তাঁর জন্যে আর কিছুটা আমার সন্তানের পিতার জন্যে। এই দৈনন্দিন জীবন কী কাঁটায় ভরা সিলিয়া!

সিলিয়া। ওগুলো হচ্ছে চোরকাঁটা বোন, খেলার ছলে তোমার গায়ে জড়িয়ে ধরেছে। আমরা বাঁধা পথ ছেড়ে যদি বেপথে চলি তাহলে ওরা আমাদের পরনের পোষাকে আটকে ধরবেই।

রোজালিন্দ। পোষাকে আটকে ধরলে ত আমি তাদের ঝেড়ে ফেলে দিতে পারতাম। কিন্তু তারা আমার অন্তরে যে বিঁধে গেছে।

সিলিয়া। তাহলে অন্তরের মধ্যেই গেঁথে রাখ।

রোজালিন্দ। তারজন্যে চেষ্টা করব যদি আমি তাকে ডাকলেই পাই।

সিলিয়া। থাক, তোমার প্রেমের সঙ্গে এবার কুস্তি লড়। লড়ে তাকে জয় করো।

রোজালিন্দ। কিন্তু সে যে আমার থেকে বড় কুস্তিগীর।

সিলিয়া। তোমার ওপর আমার শুভেচ্ছা রইল। পড়ে গেলেও আবার চেষ্টা করবে। যাইহোক, এইসব ঠাট্টা তামাশা ছেড়ে কাজের কথায় এস। আচ্ছা এটা কি সম্ভব, হঠাৎ একবার দেখায় সঙ্গে সঙ্গে তার রোলাণ্ডের কনিষ্ঠ পুত্রটিকে তুমি ভালবেসে ফেললে?

রোজালিন্দ। আমার বাবা আগেকার ডিউক ওর বাবাকে খুবই ভালবাসতেন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সিলিয়া। তাই বলে কি তাঁর ছেলেকেও তুই ভালবাসবি? ভালবাসার এই যদি প্রথা হয় তাহলে তাকে আমাকে ঘৃণা করতে হয়, কারণ আমার বাবা তার বাবাকে ঘৃণা করতেন। কিন্তু তা হলেও আমি অর্ল্যাণ্ডোকে ঘৃণা করি না।

রোজালিন্দ। না, হেই ভাই, তুই যেন আমার মুখ চেয়ে ওকে ঘৃণা করিস না।

সিলিয়া। কেন করব না? সে কি ঘৃণার যোগ্য নয়?

ডিউক ফ্রেডারিক ও সভাসদগণের প্রবেশ

রোজালিন্দ। তাই ত আমি ওকে ভালবেসে ফেলেছি। আর ভালবাসছি বলে তুইও যেন ওকে ভালবাসিস। ওই দেখ, ডিউক আসছেন।

সিলিয়া। তাঁর চোখ দুটো দেখে মনে হচ্ছে রাগে ভরা।

ডিউক। তাড়াতাড়ি করো রোজালিন্দ, আমার প্রাসাদ থেকে যত তাড়াতাড়ি পার সরে যাও। তাতেই তোমার পক্ষে মঙ্গল।

রোজালিন্দ। আমি কাকাবাবু!

ডিউক। হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি। আজ হতে দশ দিনের মধ্যে যদি আমার এই প্রাসাদের কুড়ি মাইলের মধ্যে তোমাকে কোথাও পাওয়া যায় তাহলে তোমার মৃত্যু অবধারিত।

রোজালিন্দ। ঠিক আছে, তবে আমার অনুরোধ, আমার দোষের কথাটা জানতে দিন। নিজের বুদ্ধির খবর যদি আমার অজানা না হয়, যদি আমার নিজের কামনা বাসনার সঙ্গে আমার কোন পরিচয় থাকে, যদি আমি জেগে জেগে স্বপ্ন না দেখি অথবা পাগল হয়ে না যাই, এবং আমি জানি পাগল আমি হইনি—তাহলে হে প্রিয় পিতৃব্য আমার, আমি দুরাগত চিন্তাতেও কোনদিন কোন ক্ষতি করিনি আপনার।

ডিউক। সব বিশ্বাসঘাতকেরাই বলে থাকে একথা। তাদের কথার মধ্য দিয়েই যদি তাদের চিত্তশুদ্ধি ঘটত তাহলে তারা সবাই স্বর্গীয় সুষমার মতই হত অমলিন আর পবিত্র। কিন্তু আসলে তা নয়। যাক, আর কথায় দরকার নেই, আশাকরি এইটুকু বললেই তোমায় যথেষ্ট বলা হবে যে আমি তোমায় আর বিশ্বাস করি না।

রোজালিন্দ। কিন্তু আপনি অবিশ্বাস করলেই ত আমি বিশ্বাসঘাতক হয়ে পড়ছি না। আমায় বলুন, কিসের উপর ভিত্তি করে এ ধারণা আপনার হলো?

ডিউক। তুমি তোমার বাবার মেয়ে, এইটাই যথেষ্ট।

রোজালিন্দ। আপনি যখন ডিউকপদ কলঙ্কিত করেন তখনও আমি আমার পিতার কন্যা ছিলাম, যখন আপনি আমার পিতাকে নির্বাসিত করেন তখনও আমি তাই ছিলাম। আমার পিতাকে যদি রাজদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত করেন তাহলে সে রাজদ্রোহিতা উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর সন্তানের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মধ্যে বর্তাবে এমন কোন কথা নেই। আর আমাদের বন্ধুবান্ধব ও বাবার হিতৈষী লোকেরা যদি আমাকে রাজদ্রোহিতার জন্য পরামর্শও দেয় তাতে আমার কী আসে যায়? তাছাড়া আমার বাবা ত সত্যিই বিশ্বাসঘাতক ছিলেন না। সুতরাং দয়া করে আমায় ভুল বুঝবেন না, কখনই ভাববেন না আমি গরীব বলে বিশ্বাসঘাতক।

সিলিয়া। আমাকে কিছু বলতে দিন।

ডিউক। হ্যাঁ সিলিয়া, আমরা ওকে তোমার জন্যই এখানে থাকতে দিয়েছিলাম। তা না হলে ওকে ওর বাবার সঙ্গেই চলে যেতে হত।

সিলিয়া। আমি ত আর ওকে রাখার জন্যে আপনাকে অনুরোধ করিনি, আপনিই স্বেচ্ছায় ওকে রেখে দিয়েছিলেন। জানি না খুশি বা অনুশোচনা কিসের জন্যে। তখন আমি এত ছোট ছিলাম যে ওর মূল্য বোঝা সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে। কিন্তু এখন আমি ওকে বুঝি। ও যদি বিশ্বাসঘাতক হয়, তাহলে আমিই বা তা হব না কেন? আমরা দুজনে একসঙ্গে ঘুমোই, একসঙ্গে উঠি; একসঙ্গে লেখাপড়া শিখেছি এবং একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করি। যখন যেখানে গিয়েছি, জুনোর হংসযুগলের মত একসঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবেই গিয়েছি।

ডিউক। ওর মনটা এত সূক্ষ্ম আর কুটিল যে ওকে বোঝা তোমার সাধ্য নয়। ওর মার্জিত স্বভাব, নীরবতা, ধৈর্য সবই একটা মিথ্যা চতুরালি ছাড়া আর কিছুই না। পাঁচজনের সঙ্গে কথা বলে দেখ, সবাই ওকে করুণা করে, ওর প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ। আসলে ও তোমার সুনামটাই ছিনিয়ে নিয়েছে জনগণের কাছ থেকে। তুমি হচ্ছ বোকা। তুমি বুঝতে পারছ না, ওর অবর্তমানে তোমার রূপগুণের কথা আরও উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পাবে। সুতরাং আর কোন কথা বলবে না। তার উপর যে দণ্ডাজ্ঞা আমি জারি করেছি তা হচ্ছে অটল এবং অপরিবর্তনীয়; আমার রাজ্য থেকে ও নির্বাসিত।

সিলিয়া। তাহলে আমার উপরেও অনুরূপ দণ্ডাজ্ঞা জারি করুন। তার সঙ্গ ছাড়া আমি থাকতে পারব না।

ডিউক। তুমি একটি আস্ত বোকা। শোন ভাইঝি, সব ব্যবস্থা করে ফেল। আমার আদেশ নড়চড় হবার নয়। যদি তুমি নির্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত এখান থেকে যাও তাহলে তোমার মৃত্যু অনিবার্য।

(ডিউক ও সভাসদগণের প্রস্থান)

সিলিয়া। হায় আমার হতভাগিনী রোজালিন্দ! কোথায় যাবে তুমি? আমার বাবা কি তোমার বাবা হতে পারে না? তা যদি হয় তাহলে আমার বাবাকে তোমায় দিয়ে তোমার বাবাকে আমি গ্রহণ করব এটা জেনে রেখো, তোমার থেকে আমি জেনো কিছু কম দুঃখিত হইনি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রোজালিন্দ। কিন্তু তোমার থেকে আমার দুঃখের কারণটা বেশী।

সিলিয়া। না, তা নয় বোন। দুঃখ করো না, খুশী হবার চেষ্টা করো। তুমি কি বুঝতে পারছ না, ডিউক আসলে আমাকে অর্থাৎ তাঁর নিজের মেয়েকেই নির্বাসিত করেছেন?

রোজালিন্দ। কিন্তু তা ত তিনি করেননি।

সিলিয়া। তা করেননি? তাহলে বলব রোজালিন্দের মধ্যে সে ভালবাসা নেই যে ভালবাসার বশে তোমাকে ও আমাকে এক ও অভিন্ন বলে ভাবতে শিখেছি আমি। আমরা দুজনে কি তাহলে বিচ্ছিন্ন হব? না, তা কখনই না। আমার বাবা তাঁর মনোমত উত্তরাধিকারী বেছে নিন। সুতরাং এখন এস দুজনে একসঙ্গে বসে চিন্তা করি, কোথায় এবং কিভাবে আমরা এখান থেকে পালিয়ে যেতে পারি, কাকে বা কি কি সঙ্গে নিতে পারি। নিজের ভার নিজের উপর সব তুলে নিতে দাও না। আমাকে একা ফেলে রেখে সব দুঃখের বোঝা একা বইতে যেও না। এখন এস, যা দুঃখ করার আমরা দুজনে একসঙ্গেই তা করব। এখন বল কি কতদূর পারবে। আমি তোমার সঙ্গেই যাব।

রোজালিন্দ। কেন, কোথায় তাহলে আমরা যাব?

সিলিয়া। আর্ডেনের বনভূমিতে গিয়ে জ্যাঠামশাইএর খোঁজ করব।

রোজালিন্দ। হায়! আমরা দুজনেই কুমারী মেয়েছেলে। এতদূর পথ যাওয়া আমাদের পক্ষে ত সত্যিই খুব বিপদের কথা হবে। মনে রেখো, দুর্বৃত্তদের কাছে সম্পদের থেকে সৌন্দর্যের প্রলোভন আরো বেশী।

সিলিয়া। আমি ছেঁড়া আর ময়লা পোষাক পরব, মুখে একরকমের কালি ঝুলি মাখব। তুইও তাই কর। এইভাবে আমরা পথ হাঁটব। তাহলে কেউ আমাদের দিকে তাকাবে না।

রোজালিন্দ। তার থেকে এক কাজ করলে হয় না? যেহেতু আমি সাধারণ মেয়ের থেকে একটু লম্বা, আমি পুরুষের বেশ ধরি। আমার কটিবন্ধে থাকবে একটা কিরীচ আর আমার হাতে থাকবে একটা বর্শা। অনেক কাপুরুষ লোকের মত আমার বাইরে চোখে মুখে একটা যোদ্ধা-যোদ্ধা ভাব থাকলেও আমার অন্তরে থাকবে এক নারীসুলভ শঙ্কা।

সিলিয়া। তুমি পুরুষ সাজলে কি বলে আমি ডাকব?

রোজালিন্দ। জোভের চাকরের যা নাম ছিল আমারও নাম তাই হবে। আমাকে তাই গ্যানিমীড বলে ডাকবি। কিন্তু তোর নাম কি হবে?

সিলিয়া। আমার নাম হবে আমার পোষাকের উপযুক্ত। আর সিলিয়া নয়, এখন হতে আমার নাম হবে এ্যালিয়েনা।

রোজালিন্দ। আচ্ছা বোন, ভোর বাবার রাজসভা থেকে যদি আমরা ঐ বিদূষক ভাঁড়টাকে গোপনে নিয়ে যাই তাহলে ভাল হয় না? ও আমাদের পথকষ্টের মাঝে মাঝে আনন্দ দেবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সিলিয়া। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই হবে, আমি যেখানে যাব ও আমার সঙ্গে যাবে। ওকে নেবার ভারটা আমার উপর ছেড়ে দে। চল আমরা সোনাদানা যা—সব সঙ্গে নেবার ঠিক করে নিইগে। তারপর ঠিক করতে হবে আমরা কখন আর কোন্ পথে রওনা হব যাতে আমরা চলে গেলে ওরা খোঁজ করে না পায়। সুতরাং এখন আমরা এই ভেবে খুশি হব যে নির্বাসন নয়, আমরা লাভ করতে চলেছি মুক্তির এবং অফুরন্ত আনন্দ।

(উভয়ের প্রস্থান)

□ দ্বিতীয় অঙ্ক □

প্রথম দৃশ্য। আর্ডেনের বনভূমি।

বনবাসীর বেশে ডিউক সিনিয়র, এ্যামিয়েন্‌স্ ও দুই তিনজন লর্ডস্‌এর প্রবেশ

ডিউক সিনিয়র। আমার ভ্রাতৃপ্রতিম নির্বাসিত সহচরেরা, বনবাসের এই প্রাচীন জীবনযাত্রা কি নাগরিক জীবনের কৃত্রিম ঐশ্বর্য ও জাঁকজমক থেকে বেশী মনোহর না? সতত ষড়যন্ত্রপূর্ণ রাজসভা থেকে এই বনভূমি কি কম বিপজ্জনক না? এখানে কোন আদিম প্রলোভনজনিত কোন দণ্ড নেই, ঋতুবৈচিত্র্যগত আবহাওয়ার তারতম্য ছাড়া অন্য কোন কষ্ট নেই এখানে। এমন কি শীতের হিমাক্ত বাতাস যখন আমাদের গায়ের উপর দিয়ে বয়ে যেতে যেতে দংশন করে তখনও খারাপ লাগে না, তখন শীতে কাঁপতে কাঁপতে হাসিমুখে বলতে পারি, এটা তোষামোদ না; এরা হচ্ছে আমার প্রকৃত বন্ধু ও পরামর্শদাতা যারা বাস্তব অনুভূতির মধ্য দিয়ে আমায় প্রকৃত অবস্থার কথা অকপটে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। যেকোন দুঃখ ও বিপদের পরিণামই মধুর। আপাতদৃষ্টিতে যেকোন বিপদকে কুৎসিত এক বিষধর ব্যাঙের মত মনে হলেও ভাল করে দেখলে তার মাথায় দেখা যাবে আশ্চর্য এক অমূল্য মণি। আমাদের বন্য জীবন জনতার কোলাহল থেকে একেবারে মুক্ত। আমরা গাছের মর্মরে ও নদীর কলতানে কত নীতি উপদেশ শুনতে পাই, প্রস্তর ও উপলখণ্ডে দেখতে পাই কত অদৃশ্য ধর্মবাণী আর যখন যেদিকেই তাকাই কিছু না কিছু ভাল দেখতে পাই সব কিছুতে। কোন কিছুর বিনিময়েই এ জীবন পরিবর্তন করতে চাই না আমি।

এ্যামিয়েন্‌স্। ধন্য আপনার মহিমা প্রভু, যে মহিমার দ্বারা আপনি আপনার ভাগ্যের এই নিষ্ঠুর বিধানকে এক মধুর তাৎপর্য দিয়ে মণ্ডিত করে তুলছেন।

ডিউক সিনিয়র। এস, চল আমরা কিছু হরিণ শিকার করে নিয়ে আসি। তবে এটা ভাবতে মনে ব্যথা পাই যে বনের আদিম অধিবাসী এইসব নির্বোধ প্রাণীগুলো বাইরের লোকেদের দ্বারা তাদের নিজেদের বাসভূমিতে শরবিদ্ধ ও ক্ষতবিক্ষত হবে।

প্রথম লর্ড। তা বটে। বিষাদপ্রবণ জ্যাকও এই নিয়ে দুঃখ করছিল। বলছিল,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আপনার ভাই-এর মত আপনিও কম ক্ষতিকারক নন। উনি আপনাকে আপনার রাজ্য থেকে নির্বাসিত করেছেন আর আপনি অনেক বনের জন্তুকে আপন স্বার্থের খাতিরে বধ করছেন। আজ আমি আর এ্যামিয়েন্‌স্ দুজনে তার অলক্ষ্যে দেখলাম, সে এক প্রাচীন ওক গাছের তলায় শুয়েছিল। গাছটার শিকড়গুলো বনান্তরালবর্তী নদীর তীর পর্যন্ত চলে গেছে। সেখানে একটি নিঃসঙ্গ বনহরিণ ব্যাধের শরে আহত হয়ে যন্ত্রণায় চীৎকার করছিল কোনরকমে পালিয়ে এসে। নদীর ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়েথাকা হরিণটার চোখ থেকে জলের ফোঁটা ঝরে পড়ছিল নদীর দ্রুত প্রবাহমান জলের উপর। এতে জ্যাক দুঃখে খুব কাতর হয়ে উঠেছিল।

ডিউক। কিন্তু জ্যাক কি বলছিল? এই দৃশ্যটা দেখে কোন নীতিকথা বলেনি?

প্রথম লর্ড। হ্যাঁ, হ্যাঁ বলছিল মানে? কত উপমা দিয়ে বলছিল। প্রথমতঃ নদীর জলের উপর অযথা হরিণটার চোখের জল ঝরেপড়া দেখে বলছিল, 'হায় রে হতভাগ্য মৃগ, জগতের মানুষরা যা করে তুইও তাই করছিস, যাদের বেশী আছে তাদেরকেই দান করছিস অকাতরে; তেলা মাথায় তেল দিচ্ছিস তুই।' তার সুখের পায়রা বন্ধুদের দ্বারা পরিত্যক্ত হওয়ার জন্য বলছিল, ঠিকই হয়েছে, দুঃখের দিন এলে বন্ধুরা এমনি করেই পালায়। অদূরে একদল হরিণ সুখে চড়ছিল আর মাঝে মাঝে তার পাশ দিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু তারা একবার আহত হরিণটাকে চোখে চেয়ে দেখলেও না। তাদের দেখে জ্যাক বলল, বলিষ্ঠ ও মসৃণদেহী নাগরিকবৃন্দ, যাও যাও, তোমরা দূর থেকে তোমাদের এক হতভাগ্য নিঃস্ব ও ভগ্নদেহ সহচরকে দেখে চলে যাচ্ছ! এই-ভাবে জ্যাক আমাদের দেশ, সমাজ, নগর, রাজসভা এবং সমগ্রভাবে মানব জীবনকে তার তীক্ষ্ণ সমালোচনার দ্বারা বিদ্ধ করতে লাগল। বলল, আমরাও সকলে এক একজন অত্যাচারী পরস্বাপহরণকারী এবং সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, আমরা বনে এসে বনের পশুগুলোকে তাদের বাসস্থানেই ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলে হত্যা করে চলেছি।

ডিউক। তুমি কি তাকে এইরকম চিন্তান্বিত অবস্থাতেই ফেলে রেখে চলে এসেছ?

দ্বিতীয় লর্ড। হ্যাঁ স্যার, সে যখন ক্রন্দনরত হরিণটির জন্য চোখের জল ফেলছিল আর বিড়বিড় করে বকছিল তখন তাকে সেই অবস্থায় দেখে চলে এসেছি।

ডিউক। আমাকে সে জায়গাটা দেখিয়ে দেবে চল। তাকে এইরকম রাগান্বিত অবস্থায় দেখতে আমার খুব ভাল লাগে। এইসময় অনেক ভাল নতুন নতুন চিন্তা আর তত্ত্বকথা তার মাথায় গজগজ করে।

তৃতীয় লর্ড চলুন আপনাকে সোজা সেখানে নিয়ে যাই। (সকলের প্রস্থান)

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দ্বিতীয় দৃশ্য। ডিউকের প্রাসাদ।

ডিউক ফ্রেডারিক ও লর্ডদের প্রবেশ

ডিউক ফ্রেডারিক। এটা কি সম্ভব যে কেউ তাদের দেখেনি? এটা হতেই পারে না। নিশ্চয় আমার রাজসভার কোন কোন শয়তানের সায় আছে এতে এবং এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

১ম লর্ড। আমি ত এমন কারো কথা শুনিনি যে তাকে দেখেছে। তার খাসকামরার দাসী ও সহচরীরা তাকে রাত্রিবেলায় বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখেছে, কিন্তু সকালে উঠে দেখে বিছানা খালি।

২য় লর্ড। স্যার, আপনার রাজসভার যে বিদূষক আপনাকে প্রায়ই হাসাত তাকেও পাওয়া যাচ্ছে না। রাজকুমারীর দাসী হিসপারিয়া বলছিল, সে নাকি আড়ি পেতে আপনার মেয়ে ও ভাইঝিকে কুস্তিগীরের খুব গুণগান করতে শুনেছে যে চার্লসকে হারিয়েছে মল্লযুদ্ধে। হিসপারিয়ার বিশ্বাস, ওরা যেখানেই থাক সেই ছোকরা ওদের সঙ্গ নেবেই।

ডিউক। লোক পাঠাও তার ভাইয়ের কাছে। সেই বিজয়ী বীরকে নিয়ে এস এখানে। যদি সে না থাকে তাহলে তার ভাইকে নিয়ে এস আমার কাছে। আমি তাকে খুঁজে বার করিয়ে তবে ছাড়ব। এটা খুব তাড়াতাড়ি করে ফেল। এইসব নির্বোধ পলাতকদের ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত সন্ধানকার্য যেন বন্ধ না হয়। (সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। অলিভারের বাসভবনের সম্মুখস্থ স্থান।

অর্ল্যাণ্ডো ও আদমের প্রবেশ

অর্ল্যাণ্ডো। কে ওখানে?

আদম। কে, ছোটবাবু? আমার ছোট মনিব, সোনা মানিক আমার। স্যার রোলাণ্ডের স্মৃতির প্রতীক। তুমি এখানে কেন? কেন তুমি এমন গুণবান হতে গেলে? কেন তোমায় লোকে এত ভালবাসে? আর কেনই বা তুমি এত ভদ্র বলিষ্ঠ ও সাহসী? খেয়ালি ডিউকের প্রিয় মল্লবীরকে কেন তুমি হারাতে গেলে? তুমি এখানে আসার আগেই তোমার জয়ের প্রশংসা লোকের মুখে মুখে এখানে এসে গেছে। তুমি কি জান না মনিব, কোন কোন লোকের ভাগ্যে তার গুণরাজিই শত্রু হয়ে দাঁড়ায়? তোমারও তাই হয়েছে। তোমার পবিত্র চরিত্রগুণই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তোমার সঙ্গে। হায়, কী আশ্চর্যময় এই পৃথিবী! মানুষের গুণমাধুরীই বিষাক্ত হয়ে দাঁড়ায় তার পক্ষে।

অর্ল্যাণ্ডো। এ কথা বলছ কেন, ব্যাপারটা কি?

আদম। হে হতভাগ্য যুবক, এই বাড়ির দরজার মধ্যে প্রবেশ করো না। তোমার শত্রুতে ভরা এই বাড়ি। তোমার ভাই—না, না, যদিও সে তোমার বাবার পুত্র—না না, আমি তাকে তেমন লোকের ছেলে বলব না—তোমার জয়ের প্রশংসার কথা শুনেছে আর সঙ্গে সঙ্গে সে এই রাত্রিতেই তুমি যে ঘরে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থাকবে সেই ঘরে আগুন দিয়ে তোমায় পুড়িয়ে মারার ব্যবস্থা করেছে। এতে যদি সে ব্যর্থ হয় কোন কারণে তাহলে সে তোমাকে মারার অন্য ফন্দী আঁটবে। আমি আড়াল থেকে সব শুনেছি। এই বাড়ি বাড়ি নয়, এটা কশাইখানা। ভয় ও ঘৃণাভরে এ বাড়িকে প্রত্যাখ্যান করো, এর মধ্যে প্রবেশ করো না।

অর্ল্যাণ্ডো। কিন্তু আদম, কোথায় তুমি আমাকে যেতে বলো?

আদম। যেখানে হোক চলে যাও, মোটকথা এখানে আর এস না।

অর্ল্যাণ্ডো। তুমি কি তাহলে আমায় বাইরে গিয়ে ভিক্ষে করে বাঁচতে বল? অথবা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পথে পথে তরবারি হাতে চুরি ডাকাতি করে হীন জীবন যাপন করতে বল। এছাড়া আর কি করে বাঁচব তা ত জানি না। কিন্তু এ আমি করব না, আর যাই করি। আমি বরং রক্তপিপাসু ভাইএর ঈর্ষার বলি হয়ে বাস করব, তবু ও কাজ আমি পারব না।

আদম। কিন্তু এখানে থাকার মনস্থ তুমি করো না। আমার কাছে পাঁচশো ক্রাউন আছে। তোমার বাবার কাছে চাকরি করার সময় জমিয়ে রেখেছি। আমার অসময়ের ভরণপোষণের সম্বল হিসেবে সঞ্চয় করে রেখে দিয়েছি। ভেবেছিলাম, বুড়ো বয়সে যখন একেবারে অথর্ব হয়ে পড়ব, যখন বার্ধক্যের চাপে কোন কাজ করতে না পারার জন্যে কেউ আমায় দেখবে না, তখন এটা কাজে লাগবে। আমার সেই সঞ্চয় তুমি নাও। যে ঈশ্বর কাক পক্ষীকে খাদ্য দেন, সামান্য চড়ুই পাখিদের জন্যেও খাবার ব্যবস্থা করেন, সেই ঈশ্বরই হবেন আমার শেষ আশ্রয়স্থল এবং একমাত্র সম্বল। এই হচ্ছে আমার যা-কিছু সঞ্চয়। আমি সব তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমাকে তোমার ভৃত্য হিসেবে গ্রহণ করো। যদিও দেখতে আমায় বুড়ো বলে মনে হচ্ছে তথাপি আমার দেহে বল আর মনে শক্তি আছে। কারণ যৌবনে আমি কখনো উত্তপ্ত ও বুদ্ধিবিনাশকারী সুরা স্পর্শ করিনি। অথবা নির্লজ্জভাবে *বারাঙ্গনাদের নিয়ে এমন কোন* উচ্ছৃংখল জীবন যাপন করিনি যা সমস্ত দুর্বলতার মূল। আমার বার্ধক্য হচ্ছে ঋতুর মত আপাতদৃষ্টিতে কুয়াশাচ্ছন্ন, কিন্তু অন্তরটা তার বলিষ্ঠ আর উদার। আমাকেও তোমার সঙ্গে নাও। তোমার সব কাজে ও দরকারে আমি তরুণ যুবকের মতই খাটব।

অর্ল্যাণ্ডো। হে ভদ্র বৃদ্ধ, তোমাকে দেখে সেই পুরনো পৃথিবীর কথা মনে পড়ছে যেখানে মানুষ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটত শুধু কর্তব্যবোধের খাতিরে, টাকার বিনিময়ে নয়। তুমি এ যুগের লোকই নও, কারণ এ যুগে মানুষ শুধু অর্থ আর পদোন্নতির জন্যেই কাজ করে এবং তা পেয়েও সন্তুষ্ট না হয়ে আরও পাবার আকাংখা করে। কিন্তু তুমি তা পারবে না। কিন্তু তুমি এক শুকনো পচনশীল গাছকে অহেতুক ছাঁটাই করছ, যে গাছে তোমার শত যত্ন আর চেষ্টা সত্ত্বেও আর ফুল বা ফল ধরবে না। যাইহোক, এস,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমরা একসঙ্গেই যাব। তোমার যৌবনের সঞ্চয় ফুরিয়ে যাবার আগেই আমরা একটা ছোটখাটো মাথা গোঁজার মত আস্তানা যোগাড় করে ফেলব।

আদম। চল মনিব। আমি তোমাকে আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সততা আর আনুগত্যের সঙ্গে অনুসরণ করে যাব। সতের বছর থেকে আমি এখানে বাস করছি, এখন আমার বয়স হলো আশী, কিন্তু আর না। মানুষ সতের বছর বয়সেই ভাগ্য অন্বেষণে বার হয়, কিন্তু আশী বছর বয়সে সে ক্ষমতা তার থাকে না। তবু প্রভুর ঋণ শোধ করে আমি সুখে মরতে পারব—এছাড়া ভাগ্যের কাছে আর আমি কিছুই চাই না।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। গ্যানিমীডবেশী রোজালিন্দ, এ্যালিয়েনাবেশী সিলিয়া ও বিদূষক টাচস্টোনের প্রবেশ

রোজালিন্দ। ওহে জুপিটার, আমার মনটা যে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

টাচস্টোন। আমি মনের কথা ভাবি না, আমার পা দুটো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তাই।

রোজালিন্দ। আমি পুরুষের বেশ পরে না থাকলে মেয়েদের মত চীৎকার করে কাঁদতে পারতাম। কিন্তু তাতে পুরুষবেশেরই অপমান হবে। আর পুরুষের বেশ যখন পরে রয়েছি তখন সাহস দেখাতেই হবে আর মেয়েদের সান্ত্বনা দিতে হবে। সুতরাং এ্যালিয়েনা, ভেঙ্গে পড়ো না, বুকে সাহস আনো।

সিলিয়া। দয়া করে আমাকে ধরে ধরে নিয়ে যাও। আমি আর হাঁটতে পারছি না।

টাচস্টোন। আমার কথা যদি বলো তাহলে বলতে হয় আমি ধরব কি, আমাকে ধরলেই ভাল হয়। তোমাকে বয়ে নিয়ে গেলে আমি আমার সামান্য ক্রসটাকেও আর বইতে পারব না। তোমার থলেতে বোধহয় আর টাকা নেই।

রোজালিন্দ। এই হচ্ছে আর্ডেনের বনভূমি।

টাচস্টোন। তাই নাকি! আমি তাহলে আর্ডেনে এসে পড়েছি। তাহলে ত আমি আরও বোকা বনে গেছি। আমি যখন বাড়িতে ছিলাম তখন ভাল ছিলাম। তবে পথিকদের অবশ্য যেকোন অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

কোরিণ ও সিলভিয়াসের প্রবেশ

রোজালিন্দ। দেখ দেখ টাচস্টোন, একজন ছোকরা আর একজন বুড়ো এইদিকে আসছে।

কোরিণ। এইজন্যেই ত সে তোমায় আরও অবজ্ঞা করে।

সিলভিয়াস। ও কোরিণ, তুমি ত জানো আমি তাকে কত ভালবাসি।

কোরিণ। আমি কিছুটা তা বুঝতে পারছি, কারণ আগে একদিন আমিও ভালবেসেছিলাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সিলভিয়াস। না কোরিণ, বুড়ো বয়সে তুমি তা বুঝতে পারছ না, যদিও তোমার যৌবনে একজন প্রকৃত নিষ্ঠাবান প্রেমিক হিসেবে দীর্ঘশ্বাস আর হা হুতাশের মধ্য দিয়ে কত বিনিদ্র রাত্রি যাপন করেছ। কিন্তু একটা কথা, যদি তোমার ভালবাসা আমার মতই গভীর হয়ে থাকে, অবশ্য আমার বিশ্বাস আমার মত কেউ কখনো কাউকে ভালবাসেনি—তাহলে বল, সেই ভালবাসার বশে কত হাস্যকর কাজ তুমি করেছ।

কোরিণ। করেছি অজস্র কাজ, কিন্তু সব ভুলে গেছি।

সিলভিয়াস। তুমি তাহলে আমার মত এত আন্তরিকতার সঙ্গে কখনই ভালবাসনি। যদি তোমার অতীতের প্রেমজনিত কোন কাজের কথা মনে না থাকে তাহলে মিথ্যা তোমার ভালবাসা। অথবা তুমি যদি আমার মত বসে বসে তোমার প্রেমাস্পদের গুণগান শুনে না থাক তাহলে তুমি কখনই ভালবাসনি অথবা যদি আমার মত আবেগের বশে হঠাৎ কারো কাছে বসে থাকতে থাকতে পালিয়ে গিয়ে না থাক তাহলে মিথ্যা তোমার ভালবাসা। ও ফিবি, ফিবি, ফিবি! (প্রস্থান)

রোজালিন্দ। হায় হতভাগ্য মেষপালক, তোমার দুঃখের কথা শুনতে গিয়ে আমার নিজের কথাই মনে পড়ে গেল।

টাচস্টোন। আর আমারও তাই মনে পড়ে গেল। আমার মনে পড়ছে, আমি যখন প্রেমে পড়েছিলাম, তখন একবার লড়াই করতে গিয়ে পাথরে আছাড় খেয়ে আমার তরোয়ালটা ভেঙ্গে ফেলেছিলাম। কারণ আমার প্রণয়িনী জেন স্মাইলের কাছে রাত্রিতে গোপনে আসার জন্য আমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে যুদ্ধে আহ্বান করেছিলাম। আরও মনে পড়ছে আমি একবার তার পোষাকটাকে চুম্বন করেছিলাম। তারপর তার সুন্দর হাতের আঙুল দিয়ে গরুর যে বাঁটগুলো টেনে দুধ দোয়াত সেগুলোর কথাও মনে পড়ছে। আর একবার তার পরিবর্তে দুটো কড়াইশুঁটিকে পেয়ে কত আদর করেছিলাম। তার কাছ থেকে দুটো কড়াইশুঁটি নিয়ে আবার তাকে ফিরিয়ে দিয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলেছিলাম, এ শুঁটি দুটো তোমার গলার মালায় গেঁথে নিয়ে পরো আর আমার কথা মনে করো। আমাদের মত যারা প্রকৃত প্রেমিক তারা এই ধরনের কত অদ্ভুত কাজই না করে বসে। কিন্তু যেহেতু এ জগতে সবকিছুই মরণশীল এবং ক্ষণস্থায়ী, সেইহেতু মানুষের সকল প্রেম এবং প্রেমজনিত নির্বোধ কাজও ক্ষণস্থায়ী।

রোজালিন্দ। তোমার যতটুকু জ্ঞান-বুদ্ধি আছে তার থেকে বেশী জ্ঞানের কথা বলে তা খরচ করে দিচ্ছ।

টাচস্টোন। না না, কখনই আমি তা খরচ করব না। তাতে আমার পা দুটো যদি খোঁড়া হয়ে যায় তাও ভাল।

রোজালিন্দ। হা ভগবান, ওই মেষপালকের ভালবাসার আবেগটা ঠিক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমারি মতন।

টাচস্টোন। আমারও মতন। তবে আমার কাছে ওটা বাসি বলে মনে হচ্ছে।

সিলিয়া। আমার কথা রাখো, তোমাদের মধ্যে কেউ একজন ঐ লোকটাকে শুধিয়ে দেখ, টাকা পয়সা বা কিছু সোনাদানার বিনিময়ে কিছু খাবার পাওয়া যাবে কি না। ক্ষুধা তৃষ্ণায় আমি মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছি এবং এখনি হয়ত মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ব।

টাচস্টোন। ও ভাই বোকারাম!

রোজালিন্দ। চুপ করো। তুমি নিজে বোকা বলে সবাইকেই কি তাই ভাব নাকি? ও তোমার সমগোত্রীয় নয়।

কোরিণ। কে ডাকে আমায়?

টাচস্টোন। তোমার চেয়ে যারা ভাল তারা।

কোরিণ। তাহলে ত বুঝতে হবে, তারা খুবই হতভাগ্য।

রোজালিন্দ। দাঁড়াও আমি বলছি। নমস্কার বন্ধু, শোনত একবার।

কোরিণ। নমস্কার। তোমাদের সকলকে নমস্কার।

রোজালিন্দ। আচ্ছা মেষপালক, বলতে পার ভাই, এই মরুভূমির মত জায়গায় সোনা অথবা স্নেহ ভালবাসার বিনিময়ে কিছু সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়া যায় কি না। এমন একটা জায়গা আমাদের দেখে দাও যেখানে আমরা একটু বিশ্রাম ও খাওয়াদাওয়া করতে পারি। আমাদের সঙ্গের এই কুমারী মেয়ে পথশ্রমে এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে যে মূর্চ্ছিত হয়ে যেতে বসেছে।

কোরিণ। ওর কথা শুনে সত্যিই দুঃখ হচ্ছে। মনে হচ্ছে আমার যদি সত্যি সত্যিই কিছু থাকত তাহলে আমি ওর দুঃখ দূর করতাম। কিন্তু আমি অন্য লোকের অধীনে ভেড়া চড়ানোর কাজ করি। আমার মনিব আবার রাগী স্বভাবের। আতিথেয়তা বা সেবাধর্মের দ্বারা স্বর্গলাভের কোন সামান্য বাসনাও তার নেই। তাছাড়া তার বাড়িঘর, মেষপাল, আর তৃণশস্য সব এখন বিক্রি হবে। এখন সেখানে খাবার কিছুই নেই আর মনিবও নেই। এসে দেখ না আমার সঙ্গে; আমার সাধ্যমত তোমাদের আদর আপ্যায়নের অভাব হবে না।

রোজালিন্দ। কে তোমাদের ঐ মেষপাল আর জায়গা জমি কিনতে চায়?

কোরিণ। একটু আগে যে ছোকরাকে দেখেছ, যার কিছু কেনাকাটার কোন বাসনা নেই মনে সে।

রোজালিন্দ। যদি এর মধ্যে কোন কারচুপি না থাকে, যদি বোঝ এ সম্পত্তি নির্দোষ তাহলে আমাদের হয়ে তুমি তা কিনে নিতে পার; আমরা দাম দেব।

সিলিয়া। আর আমরা তোমায় বেতন দেব। জায়গাটা আমার ভাল লেগেছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এবং আমি এখানে স্বেচ্ছায় বসবাস করতে পারি।

কোরিণ। চল আমার সঙ্গে। নিশ্চয়ই এসবকিছু বিক্রি হবে। টাকা দিয়ে সব কিনে ফেল। যদি তোমরা চাও, এখানকার মাটির প্রকৃতি আর চাষবাসের লাভ ক্ষতির সব বিবরণ নেব। তোমাদের সবকিছু দেখাশোনা করব।

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য। বনভূমির আর একদিক।

এ্যামিয়েন্‌স্‌, জ্যাক ও অন্যান্যদের প্রবেশ

গান

এ্যামিয়েন্‌স্‌। থাকবে যদি আমার সাথে সবুজ বনের তলে
চলে এস ত্বরা করি সকল কিছু ফেলে।
করবে যাপন সুখের জীবন
পাখির কণ্ঠে করবে কূজন
শত্রু কোথাও পাবে নাক এই বনেরই তলে,
শুধু গ্রীষ্ম শীতের আঘাত পাবে কৌতুকেরই ছলে।

জ্যাক। গাও, আবার গাও।

এ্যামিয়েন্‌স্‌। মহাশয় জ্যাক, এ গান আপনাকে যে আরও বিষণ্ণ করে তুলবে।

জ্যাক। তা করুক। আমি বলছি আবার গাও। বেজী যেমন জোটা ডিমের ভিতর থেকে শাঁস শুষে খেয়ে নেয় আমিও তেমনি যেকোন গানের ভিতর থেকে তার বিষাদটুকুকে শোষণ করে নিতে পারি।

এ্যামিয়েন্‌স্‌। আমার গলাটা মোটা। আমি জানি আমার গান আপনার ভাল লাগবে না।

জ্যাক। আমি ত তোমায় আমাকে খুশি করতে বলছি না, আমি তোমাকে গান গাইতে বলছি। নাও, গাও। আর এক পদ গাও।

এ্যামিয়েন্‌স্‌। কী গান গাইব মহাশয় জ্যাক?

জ্যাক। কী গান সেটা আমার কাছে বড় কথা নয়। গান হলেই হলো। তুমি গাইবে?

এ্যামিয়েন্‌স্‌। আমার নিজের ইচ্ছা না থাকলেও আপনার অনুরোধ রাখার জন্যে অন্তত গাইব।

জ্যাক। যদি কাউকে ধন্যবাদ দিই ত তোমাকেই দেব। তবে ধন্যবাদ দেবার ব্যাপারটা হচ্ছে দুই বাঁদর-কুকুরে মুখ দেখাদেখি। যদি আমাকে কেউ আন্তরিক ধন্যবাদ দেয় ত বুঝতে হবে আমি তাকে নিশ্চয়ই একটা পেনি দিয়েছি, তাই সে ভিক্ষার দানের মত ধন্যবাদ দিলে আমায়। নাও, এখন গান করো, আর যদি তা না করো তাহলে চুপ করে থাক।

এ্যামিয়েন্‌স্‌। আচ্ছা, আমি গানটা শেষ করব; আপনারা তৈরি হয়ে নিন।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডিউক এখন এই গাছের তলায় এসে খাওয়াদাওয়া করবেন। তিনি সারাদিন আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

জ্যাক। আর আমি তাঁকে সারাদিন ধরে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছি। আমি তাঁর সাহচর্য মোটেই সহ্য করতে পারি না। তাঁর মত আমিও অনেক কথাই ভাবি। কিন্তু ভগবানকে ধন্যবাদ, আমি তা নিয়ে বড়াই করি না কখনো। নাও, গান করো।

গান

উপস্থিত সকলে মিলে
সব বাসনা ফেলে এসে সূর্যালোকে শুয়ে
খুশি মনে খাবেদাবে স্বল্প কিছু পেয়ে।
চলে এস ত্বরা করি সকল কিছু ফেলে
শত্রু কোথাও পাবে নাক এই বনেরই তলে
শুধু গ্রীষ্ম শীতের আঘাত পাবে কৌতুকেরি ছলে;

জ্যাক। তোমার এই গানের পদের সঙ্গে মিলিয়ে একটা কবিতা শোনাব তোমায়। গতকাল আমি সেটা নিজে থেকে লিখেছি।

এ্যামিয়েন্‌স্‌। আমি ওটা গানের মত গাইব।

জ্যাক। এটা হচ্ছে এইরকম:

কিন্তু যদি এমনতর হয়
ধনদৌলত ছেড়ে দিয়ে কেউ বা যদি হাঁফ,
ঝোঁকের বশে মানুষ থেকে গাধা হতে চায়,
ডুকাডেম, ডুকাডেম, ডুকাডেম!
আসতে পার আমার কাছে ছুটি দিয়ে কাজে
আস্ত গাধা অনেক পাবে এই বনেরই মাঝে।

এ্যামিয়েন্‌স্‌। আচ্ছা 'ডুকাডেম' জিনিসটা কি?

জ্যাক। ওটা হচ্ছে বোকাদের এক চক্রের মধ্যে আহ্বান করার এক গ্রীক-দেশীয় রীতি। যদি পারি এখন আমি ঘুমোব। আর যদি না পারি ত আমি এখন মিশরের সকল নবজাতকদের নিন্দা করব।

(পৃথক পৃথকভাবে সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য। বনভূমি

অর্ল্যাণ্ডো ও আদমের প্রবেশ

আদম। হে আমার প্রিয় মনিব। আর আমি হাঁটতে পারছি না। ক্ষুধায় আমি মৃতপ্রায়। এইখানে আমি শুয়ে পড়ছি। আমার জন্যে কবর তৈরি করুন। বিদায়।

অর্ল্যাণ্ডো। কেন, কী হয়েছে আদম? আর কিছুক্ষণ কোনরকমে বাঁচ। মনটাকে একটু শান্ত রাখ। এই গভীর বনে যদি কোন হিংস্র জন্তুও পাই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাহলে হয় আমি তার খাদ্য হব অথবা তাকে আমি মেরে নিয়ে আসব তোমার খাদ্যের জন্যে। আসল কথা, তোমার গায়ের শক্তির থেকে মনের শক্তি ভেঙে পড়েছে বেশী। অন্ততঃ আমার খাতিরে একটু খুশি হবার চেষ্টা করো, মৃত্যুকে একটু ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করো। আমি এখনই ফিরে আসছি। যদি আমি কোন খাদ্য নিয়ে না আসতে পারি তাহলে তুমি মরতে পার। আমি কিছু বলব না। কিন্তু যদি তুমি আমি আসার আগেই মরে যাও তাহলে আমার সমস্ত শ্রম তুমি নষ্ট করবে। ঠিক আছে। মুখটা একটু হাসি-হাসি করো, আমি এক্ষুণি আসছি। তবে তুমি ঠাণ্ডা হাওয়ায় শুয়ে রয়েছ। এস, আমি তোমায় কোন আশ্রয়ে বহন করে নিয়ে যাই। কিন্তু না খেয়ে তোমায় মরতে দেব না যদি কোন না কোন জীবন্ত প্রাণী এ বনে থাকে। মনটা খুশি-খুশি করো আদম। (উভয়ের প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য। বনভূমি।

ভোজের টেবিল পাতা। বনবাসীর বেশে ডিউক সিনিয়র, এ্যামিয়েন্‌স্‌ ও লর্ডদের প্রবেশ

ডিউক সিনিয়র। আমার মনে হয় সে পশু হয়ে গেছে, আর মানুষ নেই। কারণ মানুষের আকারে কোথাও তাকে দেখতে পাচ্ছি না।

১ম লর্ড। স্যার, কিছুক্ষণ আগে ও এইখান থেকে চলে গেল। এখানে সে খুশি মনে একটা গান শুনছিল।

ডিউক। কর্কশ শব্দে গলাটা যার ভরা সেই জ্যাকের যদি গানে রুচি হয় তাহলে জগতে সুর বলে কোন জিনিস থাকবে না। যাও, তাকে খুঁজে আন, বল আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

জ্যাকের প্রবেশ

১ম লর্ড। উনি নিজেই এসে আমার শ্রমটা বাঁচিয়ে দিলেন।

ডিউক। কী খবর মহাশয়! কোথায় থাক, বন্ধুরা তোমায় দেখাই পায় না। কী ব্যাপার, মুখটা যে হাসি-হাসি দেখছি।

জ্যাক। বোকা, নির্বোধ। একটা নীরেট নির্বোধ লোক দেখলাম বনে। বিচিত্র রঙের পোষাক পরা এক নির্বোধ। জগৎটা সত্যিই খুব দুঃখের। আমি যেমন খেয়ে পরে বেঁচে থাকি, তেমনি আমি এমন এক বোকা লোক দেখলাম যে রোদে শুয়ে শুয়ে সাধু ভাষায় ছন্দোবদ্ধভাবে ভাগ্যদেবীর নিন্দা করছিল। তবু তাকে দেখে মনে হলো বোকা। আমি বললাম, 'নমস্কার মূর্খ মহাশয়' সে তখন বলল, আমাকে দয়া করে আমি সৌভাগ্যবান বা সম্পদশালী না হওয়া পর্যন্ত আমাকে মূর্খ বলো না। তারপর তার পোষাকের ভিতর থেকে একটা ঘড়ি বার করে তার দিকে মলিন চোখে তাকিয়ে বিজ্ঞের মত বলল, এখন দশটা বাজে। এইভাবে আমরা বেশ বুঝতে পারি কিভাবে জগৎ এগিয়ে চলে। মাত্র এক ঘণ্টা আগে বেলা ন'টা ছিল। আর এক ঘণ্টা

www.BanglaBook.org

পরে আবার এগারোটা বাজবে। এমনি করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেজে যাবে আর আমরা এগিয়ে যাব আমাদের নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে। এগিয়ে যাব আমাদের শেষ পতনের পথে। এইভাবেই চলেছে মানবজীবনের কাহিনী। গতিশীল কালপ্রবাহের উপর তার তত্ত্বকথা শুনে মোরগের মত ডাক ছেড়ে উঠতে মন হলো আমার। মূর্খ যে এত চিন্তাশীল হবে আমি তা ভাবতেই পারিনি। আমি তার ঘড়ির কাছে এক ঘণ্টা ধরে অবিরাম হাসতে লাগলাম। সত্যিই সে একজন মহৎ মূর্খ। যোগ্য মূর্খ। বিচিত্র রঙের পোষাকই তার একমাত্র পরিধান হওয়া উচিত।

ডিউক। কে সে মূর্খ!

জ্যাক। সত্যিই সে যোগ্য মূর্খ। রাজসভায় যে এতদিন ছিল বিদূষক। সে বলল মেয়েরা যদি তরুণী আর খুব সুন্দরী হয় তাহলে সেটা তারা খুব ভালই বোঝে অর্থাৎ সেবিষয়ে তারা খুবই সচেতন থাকে সব সময়। আমার মনে হতো তার মস্তিষ্কটা দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা শেষে অবশিষ্ট বিস্কুট টুকরোর মতই একেবারে শুকনো। অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত জায়গার সে নাম করল যেসব জায়গা সে একে একে দেখেছে। এবং এইসব অভিজ্ঞতার স্মৃতির টুকরো-গুলো সে এলোমেলোভাবে বলল। আমি যদি সত্যিই তার মত মূর্খ হতাম। তার মত বিচিত্র রঙের এক জামাই হলো এখন আমার একমাত্র আকাংখিত বস্তু।

ডিউক। আচ্ছা তুমি তা পাবে।

জ্যাক। আমার একমাত্র আবেদন, আমি বিজ্ঞের মত যেসব মতামত প্রকাশ করব, আপনি যেন সেগুলো অন্য অর্থে নেবেন না। মুক্ত ও সর্বত্র সঞ্চরণশীল বাতাসের মতই আমায় দিতে হবে অবাধ স্বাধীনতা। যখন মন হবে, মূর্খের মত যেকোন লোকের সমালোচনা করে বেড়াব। এমন কি আমার মূর্খতার ঘায়ে যারা আঘাত পাবে আমার সমালোচনায় যারা কষ্ট হবে তাদেরও হাসতে হবে। কিন্তু কেনই বা তারা হাসবে তার কারণ সরল রাজপথের মতই সহজ। যখন কোন মূর্খ কোন লোককে আক্রমণ করে বা আঘাত করে জ্ঞানের কথা বলে, তখন সে কথাগুলো এমন বোকার মত বলে যে বুদ্ধিমান না হেসে পারে না সেকথা শুনে। আর যদি তারা না হাসে তাহলে মূর্খরা কটাক্ষমাত্র বুঝতে পারে, সে বুদ্ধিমানের মধ্যে গলদ আছে। যাইহোক, আমাকে সেই বিচিত্র রঙের জামাটা দিন। আর আমার ইচ্ছামত কথা বলার স্বাধীনতা দিন যাতে জগতের যতসব বোকা লোকগুলো ধৈর্য ধরে আমার কথা শুনে জগৎটাকে দোষমুক্ত করে তুলতে পারে।

ডিউক। ধিক তোমাকে। আমি বলতে পারি আসলে তুমি কি করবে।

জ্যাক। আমি ভাল ছাড়া কি এমন মন্দ করব শুনি?

ডিউক। অপরের দোষের বা পাপের সমালোচনা করাই হলো সবচেয়ে

www.BanglaBook.org

বড় পাপ, কারণ মানুষ সাধারণতঃ সমালোচনার ছদ্ম আবরণে নিজের পাপটাকে ঢেকে রেখে উপরে সাধুত্বের ভান করে। যেমন ধরো, তুমি একদিন অত্যন্ত উচ্ছৃংখল প্রকৃতির লোক ছিলে। তোমার ইন্দ্রিয় লালসা ছিল অতি তীব্র এবং বর্বর। এখন মূর্খের মত অবাধ কথা বলার স্বাধীনতা পেয়ে পরনিন্দা বা কুৎসা রটনার দ্বারা জগৎটাকে কলঙ্কিত করে তুলবে।

জ্যাক। কে জোর গলায় দর্পভরে বলবে আমি তাকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করেছি। আমার সমালোচনাবাক্য সমুদ্রতরঙ্গের মতই সাধারণভাবে সব-সময় বয়ে যাবে, অবশেষে তা আপনা আপনিই ফুরিয়ে যাবে। এই শহরের মধ্যে কোন নারী জোর করে বলুক যে আমি তাকে বলেছি সে তার অযোগ্য কুৎসিত দেহে বাজরাণীর মত জমকালো পোষাক পরেছে? কোন নারী বলতে পারে আমি তার প্রতিই ইঙ্গিত করেছি? সে ভাববে ইঙ্গিত যদি করে থাকি ত তার কোন প্রতিবেশিনীকেই করেছি। কোন লোককে যদি বলি তার সাহস নেই, সে কাপুরুষ ভীরু তাহলে সে তা জোর গলায় বলতে পারবে না, কারণ সে ভাববে তাতে তার নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ পেয়ে যাবে এবং তার সম্বন্ধে আমার কথাটা যে সত্যি সেইটাই প্রমাণিত হবে। তাহলে? তাহলে সে বলুক, আমায় দেখিয়ে দিক, আমি আমার নিন্দার কথা বলে কোথায় তার ক্ষতি করেছি যদি সে দোষ করে থাকে তাহলেই আমার কথা তার বুকে বাজবে আর তার ফলে সে নিজেকে শুধরে নিয়ে ভাল হবে। সুতরাং মালিকানাহীন মুক্তপক্ষ রাজহংসের মতই আমার বিদ্রূপবাক্য সকলের উপর দিয়ে সমানভাবে উড়ে যাবে। কিন্তু ও কে আসছে?

মুক্ত তরবারি হাতে অর্ল্যাণ্ডোর প্রবেশ

অর্ল্যাণ্ডো। থাম, কেউ খাবে না।

জ্যাক। না, আমি এখনো খাইনি।

অর্ল্যাণ্ডো। না খাবে না, আমার প্রয়োজন যতক্ষণ না মেটে ততক্ষণ কেউ খাবে না।

জ্যাক। কোথাকার অভদ্র এল রে বাবা।

ডিউক। আচ্ছা, হঠাৎ অভাবে পড়ে কি তুমি এমনি দুঃসাহসী হয়ে উঠেছ? অথবা ভদ্রতা কাকে বলে জান না বলেই এমনি করে ভদ্র সমাজের আচরণবিধিকে লঙ্ঘন করছ?

অর্ল্যাণ্ডো। তোমার প্রথম কথাটাই আমার প্রাণে লেগেছে। নগ্ন বিপদের তীক্ষ্ণ আঘাত আমার ভদ্রতাবোধ নিঃশেষে কেড়ে নিয়েছে। তবু জেনে রাখবে আমি সদ্বংশজাত এবং ভদ্রতা বা শিষ্টাচার আমার অজানা নয়। কিন্তু থাম, আমি বলছি, কেউ খাবে না। আমার প্রয়োজন না মেটা পর্যন্ত কেউ একটা ফলে হাত দিলেও তার মৃত্যু অনিবার্য।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ডিউক। কী তুমি চাও? দেখ, জোর করলে যতটা পাবে তার থেকে তোমার শান্ত ও ভদ্র আচরণের দ্বারা অনেক বেশী পাবে আমাদের কাছ থেকে।

অর্ল্যাণ্ডো। ক্ষুধায় আমি মরতে বসেছি, আমাকে কিছু খাবার দাও।

ডিউক। বস এবং খাও। আমাদের ভোজসভায় স্বাগত জানাচ্ছি তোমায়।

অর্ল্যাণ্ডো। এত ভদ্রভাবে কথাবার্তা বলছেন আপনি! আমি ভেবেছিলাম এই বনে যারা থাকে তারা সবাই বন্য আর বর্বর। তাই আমি আমার মুখের উপর একটা কড়া ভাব ফুটিয়ে তুলেছিলাম। তবে আপনারা যেই হোন, এই বনের বিষণ্ণ ছায়ায় এই পরিত্যক্ত দুর্গম জায়গায় বাস করে কালের গতিকে অবহেলা করে যাচ্ছেন। যদি কখনো সুখের দিন দেখে থাকেন, যদি কখনো গীর্জার ঘণ্টাধ্বনি শুনে থাকেন অর্থাৎ কোন ধর্মোপদেশ শুনে থাকেন, যদি কোনদিন কোন উদারচেতা ব্যক্তির দ্বারা আহূত ভোজসভায় যোগদান করে থাকেন, যদি কখনো কারো কাছ থেকে করুণা পেয়ে থাকেন আর করুণা কি জিনিস তা জেনে থাকেন এবং কখনো চোখে অশ্রু বিসর্জন করে থাকেন তাহলে আপনাদের সেইসব কথা স্মরণ করে আমি লজ্জা ও নম্রতা অনুভব করছি এবং তরবারি সম্বরণ করছি।

ডিউক। সত্যিই এমন দিন আমাদের ছিল যখন আমরা সুখভোগ করেছি; গীর্জার ঘণ্টাধ্বনি শুনে আমরা উপাসনা করতেও গিয়েছি; অনেক ভাল ভাল ভোজসভাতেও যোগদান করেছি; করুণা বা অনুকম্পাজনিত অনেক অশ্রুও বিসর্জন করেছি; সুতরাং শান্ত ও ভদ্রভাবে বস। বসে বল, কী তোমার অভাব আর সে অভাবের প্রতিকারের জন্য কীই বা আমরা করতে পারি।

অর্ল্যাণ্ডো। তাহলে একটু অপেক্ষা করুন; একটু পরে খাবেন, এর মধ্যে আমি উৎকণ্ঠিত মৃগীর মত আমার শিশুকে নিয়ে এসে তার মুখে কিছু খাবার দিই। একজন বৃদ্ধলোক আছে যে শুধু আমার প্রতি তার অকৃত্রিম ভালবাসার খাতিরে ক্লান্ত ও অবসন্নদেহে বহু পথ আমার সঙ্গে অতিক্রম করেছে। বার্ধক্য ও ক্ষুধায় জর্জরিত সেই বৃদ্ধটির পেট না ভরা পর্যন্ত আমি একটুকরো খাদ্যও গ্রহণ করব না।

ডিউক। যাও, তাকে নিয়ে এস। তোমরা না আসা পর্যন্ত আমরা এইসব খাবারের কিছুই খরচ করব না।

অর্ল্যাণ্ডো। ধন্যবাদ। ঈশ্বর আপনাকে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দান করুন। (প্রস্থান)

ডিউক। তুমি জান, এই বিরাট বিশ্বজগতে কেবল আমরাই অসুখী নই। আমরা এখানে যে কষ্ট সহ্য করছি তার থেকে কত লোকে কত কষ্ট সহ্য করছে।

জ্যাক। সারা পৃথিবীটাই একটা রঙ্গমঞ্চ এবং পৃথিবীর সব নরনারীই এক একজন অভিনেতা। এই রঙ্গমঞ্চে সবারই প্রবেশ এবং প্রস্থান আছে আপন আপন ভূমিকানুসারে। আবার একই মানুষ অনেক সময়ে অনেক ভূমিকা গ্রহণ করে। মানুষ জীবনে যেসব ভূমিকা গ্রহণ করে তার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাতটি ক্রমপর্যায় আছে। প্রথম হচ্ছে তার শৈশব, শৈশব অবস্থায় সব মানুষই ধাত্রীর কোলে কান্নাকাটি করে। তারপর ছাত্রজীবনে তারা উজ্জ্বল হাসি-হাসি মুখ নিয়ে মন্দগতি শামুকের মত অনিচ্ছার সঙ্গে স্কুলে যায়। তার পরেই প্রেমিকরূপে গরম চুল্লীর মত গরম দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আর হা হুতাশ করে, তার প্রিয়তমার ললিত ভ্রূভঙ্গি নিয়ে কত সকরুণ কাব্যগাথা লেখে। তারপর শুরু হয় সৈনিক জীবন, এই সময় শ্মশ্রুপূর্ণ মুখে কথায় কথায় শপথ করে, সম্মানের লালসায় প্রায়ই ঈর্ষাকাতর হয়, খুব তাড়াতাড়ি রেগে যায় আর ঝগড়া শুরু করে দেয় যার তার সঙ্গে, সামান্য ক্ষণভঙ্গুর যশের জন্য কামানের গোলার সামনে বুক পেতে দেয়। তারপর সে বসে বিচারকের আসনে, এইসময় পেটে তার ভুঁড়ি জমে, পরনে বিচারকের পোষাক, চোখে অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণতা, মুখে সাদাসিদে দাড়ি। এইসময় সে অনেক জ্ঞানের কথা আর নীতি উপদেশ দেয়—এইভাবে সে অভিনয় করে তার জীবনের ষষ্ঠ স্তরের ভূমিকায়। সবশেষে শুরু হয় তার বার্ধক্য—দ্বিতীয় শৈশব, তার ঘটনা-বহুল জীবনের সমস্ত বিস্ময়কর ইতিহাস বিলীন হয়ে যায় এক অর্থহীন বিস্মৃতির গর্ভে। বিলুপ্ত হয়ে যায় তার সকল ইন্দ্রিয় শক্তি। চক্ষু দন্ত ও আস্বাদনশক্তি সবকিছু হারিয়ে সে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। তার পরনের পোষাক ঢিলে হয়ে যায়, তার চোখের চশমা নাকের উপর এসে পড়ে। সারা পৃথিবীটাকে তার খুবই বড় বলে মনে হয়। তার গলার স্বরটা এই সময় বেশ গাঢ় হয়ে উঠলেও সে প্রায়ই শিশুর মত চেঁচামিচি শুরু করে দেয়। এইভাবে কাটে তার জীবনের শেষ পর্যায়।

আদমের সঙ্গে অর্ল্যাণ্ডোর প্রবেশ

ডিউক। আরে এস এস, তোমার সম্মানিত বোঝাটিকে তোমার স্কন্ধ থেকে নামাও। উনিও আমাদের সঙ্গে খান।

অর্ল্যাণ্ডো। অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে।

আদম। এ ধন্যবাদ দেওয়া তোমার একান্তপক্ষে উচিত। আমিও আমার জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই, কিন্তু বলার ক্ষমতা আমার নেই।

ডিউক। এস এস। এখন আর আমি দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করে কষ্ট দেব না আপনাকে। ওহে, আমায় কিছু গান শোনাও ত। কই ভাই, একটা গান গাও শুনি।

গান

শীতের বাতাস তুমি, যাও বয়ে যাও
অকৃতজ্ঞ নির্দয় মানুষের মত তুমি নও।
যদিও নিঃশ্বাস তব ছিন্নেল বলয়
অদৃশ্য তোমার দন্ত তীক্ষ্ণ তত নয়।
বল হে হো, হে হো সবুজ বনে যাই

www.BanglaBook.org

মিছে প্রেম বন্ধুত্ব করো না বড়াই।
হে হো, হে হো করো ঈশ্বরের নাম
এ জীবন অবিমিশ্র সুখ আর আরাম।
হে শীতের বাতাস, তুমি যাও বয়ে যাও
অকৃতজ্ঞ মানুষের মত তুমি নও।
হে হো হে হো, গাও গান গাও
শীতার্ত সুতীক্ষ্ণ তবু,
কৃতঘ্ন বন্ধুর মত সূচীতীক্ষ্ণ নও।

ডিউক। একটু আগে তুমি চুপি চুপি বললে তুমি স্যার রোলাণ্ডের পুত্র, আর আমিও ভাল করে দেখলাম, তোমার চেহারাটার মধ্যে তাঁর ছাপ রয়েছে, তোমার চোখ মুখ তাঁর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। তাই যদি হয় তাহলে তুমি সাদরে গৃহীত হবে আমাদের মধ্যে। আমি হচ্ছি সেই ডিউক যে তোমার বাবাকে ভালবাসত। তুমি আমার আস্তানায় গিয়ে তোমার জীবনের সব বৃত্তান্ত খুলে বলবে চল। আর তুমিও তোমার মনিবের মত আমাদের কাছেই থাকবে। ওকে হাত দিয়ে ধরে নিয়ে চল। এস করমর্দন করি। চল, তোমার সব কথা খুলে বলবে চল। (সকলের প্রস্থান)

☐ তৃতীয় অঙ্ক ☐

প্রথম দৃশ্য। রাজপ্রাসাদ।

ডিউক ফ্রেডারিক, অলিভার ও লর্ডদের প্রবেশ

ডিউক। এখনো পর্যন্ত তার দেখা পেলে না। কিন্তু শোন, ওসব চলবে না। আমার মনটা যদি এতটা দয়ায় ভরা না থাকত তাহলে আমি তোমার এই অকর্মণ্যতাকে সহ্য করতে পারতাম না। আমার প্রতিশোধ বাসনাকে অচরিতার্থ রাখার সপক্ষে দেখানো তোমার কোন যুক্তিকেই আমি মানতাম না। কিন্তু দেখ, আর না। যেখানে যেভাবে থাক, তোমার ভাইকে খুঁজে বার কর। এই বারো মাসের মধ্যে তাকে যদি জীবিত অথবা মৃত ধরে আনতে না পার তাহলে আমার রাজ্যে তোমার আর বাস করা চলবে না। তোমার ভাইকে ত্যাগ না করলে তোমার অস্থাবর সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে দখল করে নেওয়া হবে।

অলিভার। এবিষয়ে আমার মনের অবস্থা কি হুজুরের তাও অজানা নেই। জীবনে আমি আমার ভাইকে কোনদিনের জন্যে ভালবাসিনি।

ডিউক। তুমি হচ্ছ আরও শয়তান। ওকে দরজার বাইরে নিয়ে যাও। আমার উচ্চপদস্থ কর্মচারিদের বলে দাও, তারা যেন এর জমি জায়গা ও বিষয় সম্পত্তির একটা তালিকা তৈরি করে। কাজটা খুব তাড়াতাড়ি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করতে হবে। তাকে ঘুরিয়ে আনো, যেতে দিও না। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। বনভূমি।

একটুকরো কাগজ হাতে অর্ল্যাণ্ডোর প্রবেশ

অর্ল্যাণ্ডো। আমার প্রণয়কে সাক্ষী রেখে আমার কবিতাপত্রটিকে ওইখানে ওই গাছের উপর ঝুলিয়ে দিই। হে নক্ষত্রের রাণী, অন্ধকার আকাশ হতে তোমার শুচিশুভ্র চোখ মেলে দেখ, যাকে আমি সারাজীবন ধরে খুঁজে চলেছি আমার সেই প্রিয়তমার নামাঙ্কিত পত্র রেখে দিচ্ছি আমি। হে রোজালিন্দ, এইসব বৃক্ষরাজিই হবে আমার প্রণীত পুস্তক যার প্রতিটি কাণ্ডে খোদিত করে রাখব আমার চিন্তার প্রতিটি কথাকে যাতে এই বনের প্রতিটি পথিক তোমার গৌরবগাথা সর্বত্র দেখতে পায়। নাও নাও, তাড়াতাড়ি করো অর্ল্যাণ্ডো, প্রতিটি বৃক্ষগাত্রে তোমার সেই অনির্বচনীয়া সুন্দরী ও সতী প্রিয়তমার গুণগান খোদাই করে চল। (প্রস্থান)

কোরিণ ও টাচস্টোনের প্রবেশ

কোরিণ। আচ্ছা মশাই টাচস্টোন, আপনার এই গ্রাম্য রাখালের জীবন কেমন লাগছে?

টাচস্টোন। সত্যি বলছি মেষপালক, একদিক দিয়ে এ জীবন খুবই ভাল। কিন্তু আবার যেহেতু এ জীবন একান্তভাবে গ্রাম্য সেইহেতু তা মোটেই ভাল না। যেহেতু এ জীবন বেশ নির্জন সেইজন্য আমি তা পছন্দ করি; কিন্তু এ জীবন একেবারে ব্যক্তিগত বলে আমার খুব খারাপ লাগে; যেহেতু এ জীবন ছড়িয়ে আছে মাঠে প্রান্তরে সেকারণ আমার খুব ভাল লাগে কিন্তু এ জীবন শহর বা রাজসভা থেকে বহু দূরে বলে আমার কাছে ক্লান্তিকর বলে মনে হয়। যেহেতু এ জীবন অর্থহীন সেকারণ আমার মনের সঙ্গে বেশ খাপ খায়; কিন্তু এরমধ্যে কোন প্রাচুর্য নেই বলে আমার ঠিক ভাল লাগে না। আচ্ছা মেষপালক, তোমার কি নিজস্ব কোন জীবনদর্শন আছে?

টাচস্টোন। আমার জীবনদর্শন বলতে অন্য কিছু নেই। আমি শুধু বুঝি যে যে যত বেশী রোগে ভুগে দুর্বল হয় তত অস্বস্তি বোধ করে আর জানি, যে মানুষ অর্থ উপায় আর সন্তোষ ত্যাগ করে সে মানুষ জীবনের তিনটি বন্ধুকেই হারায়। আমি জানি যে বৃষ্টির ধর্ম ভেজানো, আগুনের ধর্ম পোড়ানো, ভাল ফসল খেলে ভেড়ারা মোটা হয় আর সূর্য ডুবলেই রাত্রি হয়। যে স্বাভাবিকভাবে অথবা কলাবিদ্যার মাধ্যমে লেখাপড়া শেখে না, সে হয় ভাগ্যকে দোষ দেয় অথবা সে খুবই বোকা হয়।

টাচস্টোন। এ ধরনের লোক ত স্বভাব-দার্শনিক। এ ধরনের লোক কি রাজসভায় পাওয়া যায়?

কোরিণ। সত্যি সত্যিই না।

টাচস্টোন। তাহলে তুমি নিপাত যাও। তুমি কিছুই জান না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কোরিণ। না। আমিও তাই মনে করি।

টাচস্টোন। সত্যিই তুমি জাহান্নামে গেছ, ঠিক একপেশে ভাজা পোড়া ডিমের মত।

কোরিণ। কেন, আমি রাজসভায় না যাওয়ার জন্যে আমার জীবনের আধখানা মাটি হয়ে গেল, এই তোমার যুক্তি?

টাচস্টোন। কেন, যদি তুমি কোনদিন রাজসভায় না গিয়ে থাক তাহলে সদ্ব্যবহার কি জিনিস তা বুঝতে পারনি। আর সদ্ব্যবহার না জানলে তোমার ব্যবহার দুষ্ট হতে বাধ্য। দুষ্টুমি বা বদমায়েসি হলো পাপ আর পাপ থেকেই নরক। তোমার অবস্থা বড়ই সঙ্কটজনক।

কোরিণ। মোটেই না টাচস্টোন। দেখ, যারা শহরে বা রাজসভায় ভাল আচরণ করে তারা যে পাড়াগাঁয়ে এসে ভাল আচরণ করবেই এমন কোন কথা নেই; তারা অনেক সময় পাড়াগাঁয়ে এসে উপহাসের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। তুমি বলেছিলে রাজসভায় তোমরা নমস্কার কর না, তোমরা নাকি পরস্পরের হাত চুম্বন কর। কিন্তু ধর সভাসদ্‌রা যদি মেষপালক হত তাহলে তাদের হাত-গুলো নোংরা হত আর সেই নোংরা হাত দিয়ে চুম্বন করা হত না।

টাচস্টোন। আচ্ছা তাহলে দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখাও।

কোরিণ। কেন, আমরা ভেড়ী আর তাদের ছানাগুলো নিয়ে প্রায়ই নাড়া-চাড়া করি আর সেগুলোর গায়ে কেমন তেল তেল ভাব আছে। তাতে আমাদের হাত ভিজে যায়।

টাচস্টোন। তবে আমরা যারা সভাসদ তাদের হাত কি ঘামে না? মানুষের গায়ের ঘাম আর ভেড়ার চর্বিতে তফাৎ কি? মানুষের ঘাম যদি ভাল হয় তাহলে ভেড়ার চর্বিও ভাল হবে। বাজে, সব বাজে। অন্য ভাল প্রমাণ দাও।

কোরিণ। আমরা যারা গেঁয়ো চাষীভূষো মানুষ তাদের হাতগুলো বড় কড়া।

টাচস্টোন। তোমাদের হাত যদি শক্ত হয় তাহলে সে হাতে চুম্বন করলে ঠোঁটে তা সহজেই বোঝা যাবে। না, অন্য প্রমাণ দাও।

কোরিণ। দেখ, অসুস্থ অথবা প্রসূতি ভেড়াদের নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে আমাদের হাতে আলকাতরার মত চটচটে কী সব লেগে যায়। তোমরা কি সেই হাত নিয়েই চুম্বন করতে বল? অথচ তোমাদের মত সভাসদদের হাতে সুগন্ধি আতর মাখা থাকে।

টাচস্টোন। তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু নেই দেখছি। বাসি মাংস থেকে যে পোকা হয় সেই পোকা কিলবিল করছে তোমার মাথায়। শোন, আমাদের মত পণ্ডিত লোকদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে শুধরে নাও। আসলে আলকাতরা থেকে সুগন্ধি আতর অপরিষ্কার জিনিস। এই আতর বিড়ালের নোংরা চর্বি থেকে তৈরি হয়। সুতরাং অন্য প্রমাণ দাও।

কোরিণ। মহাশয়, আমি একজন মেহনতী মানুষ। আমি মেহনৎ করে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যা রোজগার করি তাতেই পেট ভরাই, তাতেই ভরণপোষণ চালাই। কাউকে ঘৃণা করি না, কারো সুখে হিংসা করি না। অন্যের ভাল দেখে সুখী হই, নিজের ক্ষতি হলেও সন্তুষ্টচিত্তে তা সহ্য করি। আর সবচেয়ে আনন্দ ও গর্ব অনুভব করি তখন যখন দেখি ভেড়ীগুলো চড়ছে আর তাদের বাচ্চাগুলো তাদের দুধ খাচ্ছে।

টাচস্টোন। এটা হচ্ছে তোমাদের আর একটা সরল পাপ। তোমাদের কাজ হচ্ছে একটা ভেড়ীর সঙ্গে একটা ভেড়াকে জুটিয়ে দেওয়া আর তাদের সহবাস থেকে সন্তান উৎপন্ন করিয়ে তার উপর জীবন ধারণ করা। তোমাদের আরো অন্যায় হচ্ছে এক বছরের একটা তরুণী ভেড়ীর সঙ্গে একটা বুড়ো ভেড়াকে জুটিয়ে দেওয়া, যাদের মধ্যে কোনক্রমেই কোন মিল সম্ভব না। এতে যদি তোমার কোন পাপ না হয়, তাহলে পৃথিবীতে কোন মেষপালকেরই পাপ বলে কোন জিনিস থাকবে না। তোমার উদ্ধারের কোন আশাই দেখছি না।

কোরিণ। এই আমার ছোকরা মনিব গ্যানিমীড অর্থাৎ আমার নতুন মনিব দিদিমণির ভাই আসছে।

একটি কাগজ পড়তে পড়তে রোজালিন্দের প্রবেশ

রোজালিন্দ। পূর্ব থেকে পশ্চিমেতে যেথায় যাবে ভাই
রোজালিন্দের সমতুল্য রত্ন কোথাও নাই।
রোজালিন্দের গুণগাথা বাতাসেতে ভাসে
সারা জগৎ স্তম্ভিত হয় তার সুনামে আর যশে।
সুন্দর কতই ছবি দেখেছি রঙীন
রোজালিন্দের মুখের পাশে মনে হয় হীন।
মনে চিরদিন বেঁচে থাকে যেন রোজালিন্দের কথা
কোনদিন যেন না ভুলি তার গৌরবেরি গাথা।

টাচস্টোন। নাওয়া খাওয়া ঘুমোনর সময় বাদ দিয়ে আট বছর ধরে চেষ্টা করলে এরকম কবিতা আমিও মিলিয়ে দিতে পারি। এ যেন গয়লানীর হেলতে দুলতে বাজারের পথে এগিয়ে যাওয়া।

রোজালিন্দ। তুমি এখন যাও বোকারাম কোথাকার!

টাচস্টোন। আমার কবিতার নমুনাটা একবার চেখে দেখ কেমন
হরিণ যদি হরিণীরে খোঁজে
সে পাবে তার মনের মত রোজালিন্দের মাঝে।
বিড়াল যদি বিড়ালীরে খোঁজে
সে পাবে তার মনের মত রোজালিন্দের মাঝে।
শীতবস্ত্রে লাইনিং যেমন
শীর্ণদেহ রোজালিন্দও তেমন।
মাঠে মাঠে ফসল কাটে যারা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রোজালিন্দকে বাহকরূপে নিতে পারে তাড়া।
বাদামের ভেতর যেমন মিষ্টি থাকে আঁটি
রোজালিন্দও তেমনি মিষ্টি আর তেমনি খাঁটি।
কেউ যদি সুগন্ধি মিষ্টি গোলাপ চাও
ভালবাসার কাঁটাসমেত রোজালিন্দকে নাও।

এই হচ্ছে কদমচালে চলা ঘোড়ার মত লাফিয়ে লাফিয়ে যাওয়া কবিতার ছন্দ। তুমি আবার এই কবিতার খপ্পরে পড়তে গেলে কেন?

রোজালিন্দ। এখন থাম দেখি। আমি লিখিনি, আমি ওই গাছে এই কবিতাটা ঝোলানো অবস্থায় পেয়েছি।

টাচস্টোন। সত্যিই গাছটার ফল তাহলে খুব খারাপ দেখছি।

রোজালিন্দ। আমি তাহলে এই কবিতাটা তোমার গলায় ঝুলিয়ে দেব। আর তারপর...। তাহলে খুব ভাল ফল ফলবে। ফল অর্ধেক পাকার আগেই তুমি পচে যাবে। আর সেটাই হচ্ছে...ধর্ম।

টাচস্টোন। তুমি অবশ্য তোমার যা বলার বলেছ। তবে ঠিক বলেছ কি বেঠিক বলেছ তা এই বনই বিচার করবে।

একটি লেখা কাগজ হাতে সিলিয়ার প্রবেশ

রোজালিন্দ। চুপ করো, কি পড়তে পড়তে আমার বোন আসছে। সরে যাও।

সিলিয়া। কে বলে এ বন স্তব্ধনিবিড় নির্জন মরুসম
প্রতিটি বৃক্ষে ভাষা দেব আমি কথা কবে অনুপম।
ক্ষণভঙ্গুর জীবনে মানুষ কতই ভুল যে করে
শৃংখল তার ছোট বড় হয় সারাটি জীবন ধরে।
প্রীতিপ্রণয়ের কত যে শপথ ভেঙে যায় ক্ষণে ক্ষণে
কত বন্ধন টুটে যায় আর ব্যথা দিয়ে যায় মনে।
তাই লিখে রাখি প্রতি গাছে গাছে রোজালিন্দের নাম
পড়িতে যে জানে পরমার্থ তার নিশ্চয় পরিণাম।
স্বর্গ নিসর্গ দুয়েতে মিলিয়া অনুপম দেহ গড়ে
সকল গুণের গরিমা সুষমা তাহার মাঝেতে ভরে।
ক্লিওপেট্রার তেজস্বিতা শুধু হেলেনের গণ্ডভিত্তি
লুক্রেশিয়ার সতীত্ব আর আটলান্টার গতি।
সেরা চোখমুখ বর্ণ সুষমা আনি তিল তিল করি
দেবতারা সবে গড়ে তুলেছে রোজালিন্দ সুন্দরী।
স্বর্গসুষমা চির অমলিন থাকে যেন তার মুখে
তার পায়ে মাথা রেখে যেন আমি মরিতে পারি গো সুখে।

রোজালিন্দ। ওহে বক্তা থাম থাম। একি ক্লান্ত প্রেমের সুর কোথা থেকে এনে আমাদের ক্লান্ত কর্ণকুহরে ঢেলে দিচ্ছ! কিন্তু তুমি কি থামতে জান না,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমার সঙ্গে কথা বলতে পার না ?

সিলিয়া। বন্ধুগণ এখন যাও ত। রাখাল ভাই তুমি এখন যাও। টাচস্টোন, তুমিও যাও।

টাচস্টোন। এস হে রাখাল ভাই, মানে মানে এখন কেটে পড়। মালপত্তর না থাক কাগজপত্তর যা আছে তাই নিয়ে সরে পড়ি চল।

(টাচস্টোন ও কোরিণের প্রস্থান)

সিলিয়া। এইসব কবিতা কি তুমি শুনেছ ?

রোজালিন্দ। শুনেছি। এরচেয়ে আরও বেশী শুনেছি। তবে কতকগুলো কবিতার চরণের সংখ্যা এত বেশী যে কবিতা তা বইতেই পারছিল না।

সিলিয়া। তাতে কিছু যায় আসে না। কবিতার চরণই কবিতাকে বয়ে নিয়ে যায়।

রোজালিন্দ। তা ত বুঝলাম। কিন্তু চরণগুলো ভাঙ্গা বলে ভাবের সাহায্য ছাড়া নিজেদেরই বইতে পারছিল না। তাই কবিতার মধ্যে খোঁড়া হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

সিলিয়া। কিন্তু তুমি কি শোননি কেমন করে তোমার নাম গাছের ডালে ডালে ঝোলানো হয়েছে আর তার গায়ে গায়ে খোদাই করা হয়েছে ? একথা শুনে কি আশ্চর্য হওনি ?

রোজালিন্দ। তুই আসার আগেই আমি তা দেখেশুনে আশ্চর্য হয়েছি। এই দেখ, এই কবিতাটা আমি এক তালগাছে ঝোলানো দেখতে পেয়েছি। সেই সুদূর পীথাগোরাসের যুগে আমি যখন ছিলাম সামান্য এক আয়ারল্যাণ্ডের ইঁদুর তখন থেকে আমাকে নিয়ে কেউ কখনো এত কবিতা আর লেখেনি। সেসব কথা অবশ্য আমার আর মনে পড়ে না।

সিলিয়া। তোমার কি মনে হয়, কে এ কবিতা লিখেছে ?

রোজালিন্দ। নিশ্চয় একজন পুরুষ মানুষ।

সিলিয়া। পুরুষ মানুষ ত বটে, তার সঙ্গে আবার আছে একটা সোনার শিকল যা একদিন তোমার গলায় ঝুলত। একি, তোমার মুখের রং বদলে যাচ্ছে যে।

রোজালিন্দ। কে বল ত দেখি ?

সিলিয়া। হা ভগবান ! ভূমিকম্পে দুটো পাহাড় উপড়ে এসে এক জায়গায় জড়ো হতে পারে ; কিন্তু দুই বন্ধুর দেখা হয় না। কিন্তু এ কেমন করে হলো !

রোজালিন্দ। না, না। কে তোকে তা বলতেই হবে।

সিলিয়া। কে তা কি করে বলব, তা কি বলা সম্ভব আমার পক্ষে ?

রোজালিন্দ। না না বলতেই হবে। আমি কাতরভাবে আবেদন করছি, বল কে একাজ করেছে।

সিলিয়া। ও কী আশ্চর্য ! ভারী আশ্চর্য ! আরও আশ্চর্য ! আবার আশ্চর্য—তাও এত কাণ্ডের পর।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রোজালিন্দ। হা আমার কপাল! তুই কি ভেবেছিস, আমি পুরুষের পোষাক পরে আছি বলে আমার মনটাও পুরুষের মত হয়ে গেছে? একমুহূর্ত দেরি হওয়া মানে দক্ষিণ সাগর আবিষ্কারের মত মনে হচ্ছে। আমি অনুরোধ করছি, বল কে? মুখে কথা না সরলে তোৎলার মত বল। ছোটমুখ বোতল থেকে যেমন মদ হয় একবারে পড়ে যায় অথবা মোটেই পড়ে না তেমনি পারিস ত বল আর না পারিস ত একেবারেই বলিস না। এইবার নে ত, তোর মুখের ছিপি খোল, সংবাদসুধা তোর মুখ থেকে পান করি।

সিলিয়া। তার মানে একটা আস্ত মানুষকে তোর পেটের মধ্যে ভরতে চাস?

রোজালিন্দ। লোকটা কি বিধাতার সৃষ্টি? কী ধরনের মানুষ? তার মাথাটা কি টুপী পরার মত অথবা তার চোয়ালটা দাড়ী রাখার মত?

সিলিয়া। না, তবে তার অল্প একটু দাড়ী আছে।

রোজালিন্দ। লোকটা যদি কৃতজ্ঞ হয় তাহলে ঈশ্বর তাকে আরো দাড়ী দেবেন। কিন্তু লোকটার পরিচয় দিতে যদি তুমি দেরি কর তাহলে ততক্ষণে আরো দাড়ী গজিয়ে যাবে তার মুখে।

সিলিয়া। লোকটা হচ্ছে যুবক অর্ল্যাণ্ডো যে একই সঙ্গে সেই মল্লবীরের পা আর তোমার হৃদয় চূর্ণ করে দিয়েছে।

রোজালিন্দ। না না, এ হচ্ছে নিছক ঠাট্টা। বল না গোমেরামুখো ভাল মেয়ে।

সিলিয়া। সত্যি বলছি ভাই, সেই বটে।

রোজালিন্দ। অর্ল্যাণ্ডো?

সিলিয়া। অর্ল্যাণ্ডো।

রোজালিন্দ। হায় হায়, কী কুক্ষণেই না তার সঙ্গে দেখা হলো। এখন আমি এই পুরুষের পোষাক নিয়ে কি করব? তোমার সঙ্গে যখন তার দেখা হলো তখন সে কি করছিল? সে কি বলল? তাকে কেমন দেখাচ্ছিল? কোথায় সে যাচ্ছিল? সে কি আমার কথা শুধোচ্ছিল? কিভাবে তোমার কাছ থেকে বিদায় নিল? আবার তার সঙ্গে তোমার কখন দেখা হবে? এককথায় এইসব প্রশ্নের উত্তর দাও।

সিলিয়া। তাহলে আমায় রাক্ষস গ্যারগানচুয়ার কাছ থেকে মুখ ধার করতে হবে। আমার মত বয়সের মেয়ের যা মুখ তাতে কখনো এত-কথার উত্তর দেওয়া যায় না। পুরো উত্তর দেওয়া ত দূরের কথা, হাঁ বা না বলে সংক্ষেপে উত্তর দেওয়াও যায় না।

রোজালিন্দ। সে কি জানে আমি এ বনে আছি এবং পুরুষের পোষাক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছি? সেই কুস্তির দিন যেমন তাকে সুন্দর দেখাচ্ছিল তেমনি তাকে সুন্দর দেখলি ত?

সিলিয়া। প্রেমিকদের প্রেমসংক্রান্ত অজস্র প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার থেকে অসংখ্য অণু পরমাণু গুণে যাওয়া অনেক ভাল। তবে আমি যেভাবে তাকে দেখে-

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছিলাম, সেইকথা শুনেই সন্তুষ্ট থাক। আমি তাকে একটি গাছের তলায় গাছ থেকে হঠাৎপড়া একটি ফলের মত দেখতে পেয়েছিলাম।

রোজালিন্দ। গাছটা তাহলে জোভের গাছ বলতে হবে যেহেতু তার থেকে এমন অমূল্য ফল পড়ে।

সিলিয়া। আমায় বলতে দাও, আমার কথা শোন মহাশয়া।

রোজালিন্দ। বল, বল।

সিলিয়া। আহত সৈনিকের মত সেই গাছের তলায় সে শুয়েছিল।

রোজালিন্দ। যদিও এভাবে তাকে দেখাটা দুঃখের বিষয় তবু যে মাটিতে সে শুয়েছিল সে মাটিটা ধন্য হয়ে গেছে।

সিলিয়া। তোমার মুখ থামাও ত দেখি। তুমি যখন তখন যা তাই বকছ। তাকে আমি শিকারীর বেশে দেখলাম।

রোজালিন্দ। তাহলে ত খুবই দুঃখের কথা; আমার হৃদয়কে সে নিশ্চয় বধ করতে এসেছে ব্যাধের মত।

সিলিয়া। তুমি আমাকে কিন্তু রাগিয়ে তুলছ। আমি এবার যা খুশি বলব তোমায়।

রোজালিন্দ। তুই কি জানিস না, আমি মেয়েছেলে? মুখে কথা এলে বলতেই হবে। যাইহোক, মিষ্টি বোন আমার, বল দেখি।

সিলিয়া। তুমি আমায় আবার বকাচ্ছ। চুপ। ও আসছে না?

অর্ল্যাণ্ডো ও জ্যাকের প্রবেশ

রোজালিন্দ। হ্যাঁ, সেই। একটু পাশে সরে গিয়ে দাঁড়া।

জ্যাক। তোমার সাহচর্যের জন্য ধন্যবাদ। তবে বিশ্বাস করো, আমি একা থাকলেই ভাল হত।

অর্ল্যাণ্ডো। আমারও তাই। তবে ভদ্রতার খাতিরেই আমি তোমার সাহচর্যের জন্য ধন্যবাদ দিচ্ছি।

জ্যাক। তুমি তাহলে একাই থাক। আমি চললাম, আমাদের দেখা যত কম হয় ততই ভাল।

অর্ল্যাণ্ডো। আমিও চাই আমাদের মধ্যে যেন আর দেখা না হয়।

জ্যাক। তবে আমার অনুরোধ, তোমার প্রেমের কবিতা ঝুলিয়ে গাছগুলোকে আর নষ্ট করো না।

অর্ল্যাণ্ডো। আমিও অনুরোধ করছি, অনিচ্ছুক মনে পড়ে আমার কবিতা-গুলোর মানহানি করো না।

জ্যাক। তোমার প্রেমিকার নাম কি রোজালিন্দ?

অর্ল্যাণ্ডো। হ্যাঁ, ঠিক তাই।

জ্যাক। এ নাম আমার ভাল লাগে না।

অর্ল্যাণ্ডো। তার নামকরণের সময় তোমাকে খুশি করার কথা কারও

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মনে ছিল না।

জ্যাক। তার স্বভাবটা কেমন?

অর্ল্যাণ্ডো। আমার অন্তরের আকাশের মতই সে উঁচু আর উদার।

জ্যাক। তুমি দেখছি বেশ ভালই উত্তর দিতে পার। আচ্ছা স্বর্ণকারদের স্ত্রীর সঙ্গে তোমার কখনো আলাপ হয়েছে? তাদের আঙুলে কখনো আংটি পরিয়েছ?

অর্ল্যাণ্ডো। না, তবে রঙীন কাপড়ের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে আর আমার মনে হয় তুমিও তাই থেকে তোমার এই প্রশ্ন করার বুদ্ধি পেয়েছ।

জ্যাক। তোমার বুদ্ধি বেশ সূক্ষ্ম দেখছি। মনে হচ্ছে তোমার এ বুদ্ধি যেন আতালান্তার জুতোর গোড়ালি থেকে তৈরি হয়েছে। তুমি কি কিছুক্ষণ আমার কাছে বসবে? আমরা তাহলে দুজনে এই পৃথিবী আর তার দুঃখ কষ্ট নিয়ে কিছু সমালোচনা করব।

অর্ল্যাণ্ডো। আমি কিন্তু এই পৃথিবীর আমি ছাড়া অন্য কোন লোকের কোন নিন্দে করব না, কারণ আমার দোষের কথাই আমি সবচেয়ে ভাল জানি।

জ্যাক। তোমার সবচেয়ে বড় দোষ এই যে তুমি প্রেমে পড়েছ।

অর্ল্যাণ্ডো। এটা যদি দোষ হয় তাহলে তোমার সবচেয়ে ভাল গুণের বিনিময়েও আমি তা ত্যাগ করব না। আমি আর তোমায় সহ্য করতে পারছি না।

জ্যাক। সত্যি বলছি, আমি এক বোকা লোকের খোঁজ করছিলাম আর ঠিক সেই সময় তোমায় পেয়ে গেলাম।

অর্ল্যাণ্ডো। তুমি যাকে দেখেছ সে নদীর জলে ডুবে গেছে। এখন তুমি নিজের মধ্যে দেখ, তাকে দেখতে পাবে।

জ্যাক। কিন্তু সেখানে ত আমারই ছবি দেখতে পাব।

অর্ল্যাণ্ডো। আমি তোমাকে হয় এক নীরেট বোকা অথবা একজন অপদার্থ ভবঘুরে বলে মনে করি।

জ্যাক। আমি আর তোমার সঙ্গে বৃথা কালক্ষেপ করব না। বিদায় প্রেমিক মহাশয়।

অর্ল্যাণ্ডো। আমি তোমার চলে যাওয়াতে খুশি গোমরামুখো মহাশয়।

(জ্যাকের প্রস্থান)

রোজালিন্দ। (সিলিয়াকে আড়ালে ডেকে) আমি ওর সঙ্গে উদ্ধত চাকরের মত কথা বলব আর সেইভাবেই ওর সঙ্গে দুষ্টুমি করব। শুনছ ও বনবাসী, শুনছ?

অর্ল্যাণ্ডো। হ্যাঁ, হ্যাঁ শুনছি। বল কি বলবে?

রোজালিন্দ। বলছি কি, এখন ক'টা বাজে?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অর্ল্যাণ্ডো। তোমার শুধোন উচিত এখন বেলা কতটা। বনেতে ঘড়ি নেই। ক'টা বাজে কি করে বলব?

রোজালিন্দ। তাহলে বলব বনেতে কোন প্রেমিকও নেই। তা যদি থাকত তাহলে তার প্রেমাস্পদের জন্য প্রতিটি মুহূর্তে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর প্রতিটি ঘণ্টায় আর্তনাদ করে সে ঘড়ির মত অলস সময়ের গতি বলে দিতে পারত।

অর্ল্যাণ্ডো। অলস না বলে দ্রুতগতি কালের কথা বললে না কেন? সেটা কি ঠিক হত না?

রোজালিন্দ। কোনক্রমেই না মশাই। কালের গতি বিভিন্ন লোকের কাছে বিভিন্ন রকমের। সময় কার কাছে আস্তে চলে, কার কাছে ছুটে চলে, ঘোড়ার মত কার কাছে কদম চালে চলে আর কার কাছেই বা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তার বিবরণ তোমায় দেব।

অর্ল্যাণ্ডো। আচ্ছা বলত দেখি কার কাছে সময় ঘোড়ার মত ছুটে চলে?

রোজালিন্দ। সময় চলে খুব টিমেতালে কুমারী মেয়ের কাছে। বিয়ের পাকা কথার দিন আর বিয়ের দিনের মাঝখানে অন্তর্বর্তী কাল সময়টা তার কাছে যেতেই চায় না। সাতটা রাত মনে হয় সাত বছর।

অর্ল্যাণ্ডো। কার কাছে সময় খুব আস্তে চলে?

রোজালিন্দ। যে পুরোহিত মন্ত্র জানে না আর যে ধনীর বাতের রোগ নেই, দুজনেই তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে। যে পুরোহিত মন্ত্র জানে না বা পড়তে জানে না সে পুজো করতে গিয়ে ঢুলতে থাকে ঘুমে আর যে ধনীর বাতের রোগ নেই সে আনন্দে দিন কাটায়, কারণ তার কোন রোগযন্ত্রণা নেই। পুরোহিতের অনাবশ্যক বিদ্যার বোঝা নেই বলে সুখী আর ধনীর ঘাড়ে কোন ক্লান্তিকর দারিদ্র্যের বোঝা নেই বলে সে সুখী। দুজনেরই সময় কাটতে চায় না।

অর্ল্যাণ্ডো। আচ্ছা কার কাছে সময় ঘোড়ার মত ছুটে চলে?

রোজালিন্দ। যে চোর ফাঁসি কাঠের দিকে এগিয়ে যায় তার কাছে। কারণ যদিও সে যথাসম্ভব আস্তে আস্তে পা ফেলে এগিয়ে যায় তবু তার মনে হয় সময়টা খুব তাড়াতাড়ি কেটে গেল আর সে খুব শীগগির পৌঁছে গেল।

অর্ল্যাণ্ডো। আচ্ছা কার কাছে সময় স্থির হয়ে থাকে?

রোজালিন্দ। ছুটির দিনে উকিলবাবুদের কাছে। তারা শুধু ছুটির দিনে বারবার ঘুমোয়। তবু দিন কাটতে চায় না। সময় কাটতে চায় না। তাদের মনে হয়, সময়টা তাদের বুক চেপে স্থির হয়ে আছে।

অর্ল্যাণ্ডো কোথায় থাক হে ছোকরা। তুমি তো বেশ সুন্দর।

রোজালিন্দ। এই রাখাল মেয়ে হচ্ছে আমার বোন। এর সঙ্গে এই বনের শেষ প্রান্তে পেটিকোটের পাড়ের মত একটি কুঁড়েতে বাস করি।

অর্ল্যাণ্ডো। এই জায়গাতেই তুমি কি জন্মেছ?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রোজালিন্দ। আলেয়ার আলোর মত এই বনেতে জন্মে এই বনেতেই বাস করি।

অর্ল্যাণ্ডো। তোমার উচ্চারণ কিন্তু এই বনের অধিবাসীদের থেকে অনেক মার্জিত।

রোজালিন্দ। অনেকে কিন্তু তাই আমায় বলে। কিন্তু কি করব বল! আমার এক ধার্মিক কাকা আমায় এইভাবে কথা বলতে শেখায়। তিনি যৌবনে শহরে বাস করতেন। রাজসভার আদব কায়দাও জানতেন। সেই রাজসভাতেই তিনি প্রেমে পড়েছিলেন। পরে প্রেমের বিরুদ্ধে অনেক কথা তাঁকে বলতে শুনেছি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমি মেয়ে হয়ে জন্মাইনি। কারণ তিনি এই মেয়ে জাতের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ এনে প্রায়ই গালাগালি করতেন।

অর্ল্যাণ্ডো। এই ধরনের অন্তত একটা বড় অভিযোগের কথাও তোমার মনে আছে কি?

রোজালিন্দ। কোনটাকেই ঠিক প্রধান অভিযোগ বলা যায় না। সব অভিযোগই সমান। প্রত্যেকটা দোষকেই সাংঘাতিক বলে মনে হত আবার পরমুহূর্তেই আর একটা দোষের কথা নিয়ে আসতেন যেটাকে সমান সাংঘাতিক বলে মনে হত।

অর্ল্যাণ্ডো। আমার অনুরোধ দুই একটা অভিযোগের কথা বল।

রোজালিন্দ। না। যারা দুর্বল তাদের উপর আমার শক্তির অপচয় করব না। একটা লোক এই বনে 'রোজালিন্দ' এই কথাটা গাছে গাছে খোদাই করে গাছগুলোকে নষ্ট করে চলেছে। কখনো কাঁটাগাছের উপর শোকগাথা আবার কখনো বা হথর্নের চারার উপর প্রশস্তিমূলক কবিতা ঝুলিয়ে দেয়। সেই কল্পনাপ্রবণ লোকটার যদি একবার দেখা পেতাম তাহলে তাকে কিছু সৎ পরামর্শ দিতাম। কারণ মনে হচ্ছে তাকে উৎকট প্রেমের ব্যাধিতে ধরেছে।

অর্ল্যাণ্ডো। আমিই সেই প্রেমার্ত লোক। আমার অনুরোধ, কিছু খুব বাতলে দাও।

রোজালিন্দ। আমার কাকা যেসব লক্ষণ দেখে প্রেমে-পড়া মানুষকে চিনতে শিখিয়ে দিয়েছিলেন তার কোনটাই তোমার মধ্যে দেখছি না। প্রেমের কোন লক্ষণের খাঁচাতেই তুমি বন্দী হওনি।

অর্ল্যাণ্ডো। তিনি কোন্ কোন্ লক্ষণের কথা বলেছেন শুনি?

রোজালিন্দ। প্রেমে-পড়া লোকের গালদুটো শুকিয়ে বসে যাবে, কিন্তু তোমার তা দেখছি না; তার চোখ দুটো নীল হয়ে কোটরে ঢুকে যাবে, তোমার তাও দেখছি না; তার অন্তর হবে অকৃত্রিম, তাও তোমার নেই; তার মুখের দাড়ি হবে উস্কোখুস্কো, তাও তোমার দেখছি না; তবে অবশ্য দাড়ির জন্য

www.BanglaBook.org

তোমায় দোষ দিচ্ছি না, কারণ তোমার বয়স খুব কম। তারপর তার মোজা আঁটা থাকবে না; জামা ও দস্তানার বোতাম থাকবে না; জুতোর ফিতে থাকবে না; তার সবকিছুতেই একটা অগোছালো ভাব স্পষ্ট ফুটে বেরোবে। কিন্তু তোমাকে দেখে তা মনে হচ্ছে না। তোমাকে দেখে সাজ-গোজ করা মার্জিত লোক বলেই মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে অপর কাউকে না, তুমি নিজেকেই ভালবাস বেশী।

অর্ল্যাণ্ডো। কিন্তু বিশ্বাস করো ভাই, সত্যি সত্যিই আমি ভালবাসি। এ-কথাটা তোমায় বোঝাতে পারলে খুশি হতাম।

রোজালিন্দ। আমি বিশ্বাস করব। তার থেকে তুমি যাকে ভালবাস তাকে বরং বিশ্বাস করাও। আর আমার মনে হয় সে বিশ্বাসও করবে। মুখ ফুটে বলতে পারুক আর নাই পারুক। এইভাবেই মেয়েরা অনেক সময় তাদের বিবেকের সঙ্গে করে প্রতারণা। মনের কথা মুখে স্বীকার করে না। কিন্তু সত্যি করে বল, তুমিই কি সেই লোক যে রোজালিন্দের স্তুতিগান সম্বলিত কবিতা লিখে গাছে গাছে ঝুলিয়ে বেড়ায়?

অর্ল্যাণ্ডো। আমি রোজালিন্দের শুচিশুভ্র হাতের নামে শপথ করে বলছি ভাই, আমিই সেই লোক।

রোজালিন্দ। কিন্তু তোমার কবিতায় যেভাবে লেখা আছে তুমি সেইভাবে অর্থাৎ তেমনি গভীরভাবে ভালবাস ত?

অর্ল্যাণ্ডো। কোন কাব্য বা যুক্তিই আমার ভালবাসাকে ঠিকমত প্রকাশ করতে পারবে না।

রোজালিন্দ। দেখ, প্রেম হচ্ছে নিছক পাগলামি। আর সে পাগলামি সারানোর জন্য একটা অন্ধকার ঘর আর একটা বেত চাই; এইভাবেই সব পাগলকে সারানো যায়। তবে এসব করেও প্রেমের পাগলামি কেন সারানো যায় না তা জান, তার কারণ হচ্ছে এই যে সবাই ত প্রেমে পড়ে আছে। তাই যারা বেত হাতে পাগলামি দূর করতে যায় তারা নিজেরাই প্রেমে পড়ে যায়। তবু আমি প্রতিজ্ঞা করছি সৎ পরামর্শের দ্বারা আমি তোমাকে সারিয়ে তুলব।

অর্ল্যাণ্ডো। এর আগে তুমি কাউকে এ রোগ থেকে সারিয়ে তুলেছ?

রোজালিন্দ। হ্যাঁ, একজনকে এবং ঠিক এইভাবে। সে রোগী তাকে ভাবতে হবে আমিই তার প্রেয়সী নায়িকা আর তাকে রোজ একবার করে এসে আমাকে আদর করে ভালবাসার কথা শুনিয়ে যেতে হবে। সেই সময় চন্দ্রিকাবিহ্বল যুবতীর মত ক্ষণে ক্ষণে মনের ভাব বদলাব, কখনো হাসব, কখনো কাঁদব, কখনো অভিমান করব, কখনো শিশুর মত পাগলামি করব, নানা রকমের বায়না ধরব। অর্থাৎ সব আবেগই কিছু কিছু থাকবে, তবে কোন আবেগই সত্যিকারের বা একেবারে খাঁটি হবে না। প্রেমে-

www.BanglaBook.org

পড়া সব ছেলেমেয়েরাই এইরকম করে থাকে। মনে করো, এই তাকে ভালবাসব, আবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঘৃণা করব, এই তাকে আদর করে বরণ করে নেব, আবার একটু পরেই বলব, যাও, আমার চোখের সামনে থেকে চলে যাও; কখনো তার জন্যে কাঁদব আবার কখনো তার নামে ঘৃণায় থুথু ফেলব। এইভাবে তাকে প্রেমের পাগলামি থেকে মুক্ত করে সত্যিকারের পাগলামিতে টেনে এনেছিলাম। তবে অবশ্য এরজন্য জগৎ সংসারের সবকিছু ছেড়ে সাধু সন্ন্যাসীর মত একটা নির্জন জায়গায় থাকতে হবে। এইভাবে তোমাকেও সারিয়ে তুলতে পারি, তোমার মনটাকেও বলিষ্ঠ ভেড়ার হৃৎপিণ্ডের মত এমন নিরোগ করে তুলতে পারি যাতে তার মধ্যে প্রেমের একটা ছিটে ফোঁটাও থাকবে না।

অর্ল্যাণ্ডো। আমার ও রোগ সারানোর দরকার নেই ভাই।

রোজালিন্দ। আমি তোমাকে ঠিক সারিয়ে তুলব যদি তুমি রোজ আমার কুটিরে এসে আমায় রোজালিন্দ বলে ডাক আর ভালবাসা জানাও।

অর্ল্যাণ্ডো। আমার প্রেমের নামে শপথ করে বলছি আমি তা করব। তোমার বাসাটা কোথায় বল।

রোজালিন্দ। আমার সঙ্গে চল, আমি তা দেখিয়ে দেব। আর পথে যেতে যেতে বলবে তুমি এই বনে কোথায় থাক। চল, যাবে ত?

অর্ল্যাণ্ডো। নিশ্চয়, প্রাণ খুলে খুশি মনে যাব তোমার সঙ্গে।

রোজালিন্দ। না তুমি আমায় রোজালিন্দ বলে ডাকবে। এস বোন, তুমিও যাবে ত?

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য। বনভূমি।

টাচস্টোন ও অদারীর প্রবেশ; পিছনে জ্যাক।

টাচস্টোন। এস অদারী, লক্ষ্মী অদারী, আমি তোমাকে তোমার ছাগল এনে দেব। কী অদারী, আমাকে তোমার পছন্দ হয়েছে তা? আমার এই সাদাসিদে চালচলনে তুমি খুশি ত?

অদারী। তোমার চালচলন? হা ভগবান, সে আবার কী?

টাচস্টোন। এই দেখ, আমি যেমন তুমি আর তোমার মত সাঙ্গপাঙ্গ ছাগলছানাদের সঙ্গে দিব্যি বাস করছি। ঠিক যেমন লাতিন কবি ওভিদ গথ নামে উপজাতিদের মধ্যে বাস করতেন।

জ্যাক। (স্বগত) উপযুক্ত পাত্র না হলে জ্ঞানেরও এমনি অপচয়ই হয়। দেবতা জোভের খড়ো ঘরে বাস করার মত অনুপযুক্ত লোকের মুখে বিদ্যার বা জ্ঞানের কথা মানায় না।

টাচস্টোন। যখন কোন লোকের কবিতা কেউ বোঝে না অথবা কেউ তার বুদ্ধির দাম দেয় না তখন একটা ছোট্ট ঘরে বহু লোককে ঢুকিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যেমন মারা হয় তেমনি মৃত্যুযন্ত্রণা সে ভোগ করে মনে মনে। ভগবান যদি তোমার মনে একটু কাব্যরসের সঞ্চার করতেন তাহলে বড় ভাল হত।

অদারী। কাব্যরস আবার কি তা ত জানি না। কথা ও কাজের দিক থেকে তা কি ভাল? তা সত্যি?

টাচস্টোন। না, মোটেই সত্যি নয়। কারণ যে কাব্য যত বেশী সত্যি বলে মনে হয় তা ততই মিথ্যে, সত্যির ছলনামাত্র। প্রেমিকরা সাধারণতঃ কাব্যচর্চা করে। তবে কবিতায় তারা যেকথা লেখে, প্রেমিক হিসাবে কাজে সেকথা তারা মেনে চলে না।

অদারী। আচ্ছা, তুমি কি তাহলে চাও যে আমি ঈশ্বরের কৃপায় কবি হয়ে উঠি?

টাচস্টোন। হ্যাঁ, সত্যিই আমি তা চাই। তাছাড়া তুমি শপথ করে বলেছ তুমি সৎ। কিন্তু তুমি যদি কবি হতে তাহলে বুঝতাম তুমি ছলনা করছ।

অদারী। তুমি কি চাও না যে আমি সৎ হই?

টাচস্টোন। সত্যিই তা চাই না। তুমি দেখতে খারাপ হলে তা আশা করতাম। কিন্তু সৌন্দর্য আর সততা ত একসঙ্গে পাওয়া যায় না। টকের মধ্যে যেমন চিনি বা মধু আশা করা যায় না তেমনি সুন্দরী মেয়ের মধ্যে সততাকে আশা করা যায় না।

জ্যাক। (স্বগত) একেই বলে আস্ত বোকা।

অদারী। দেখ আমি কিন্তু বাপু সুন্দরী নই; ঈশ্বর আমাকে নিশ্চয় সততা দিয়েছেন।

টাচস্টোন। হ্যাঁ, ঠিক তাই। নোংরা ডিশে ভাল করে রান্না মাংস দিলে যেমন হয়, কদর্য চেহারার অসতী মেয়ের সততাও ঠিক তেমনি।

অদারী। আমি ত আর অসতী নই, যদিও আমি দেখতে খারাপ। আর এজন্যে আমি বিধাতাকে ধন্যবাদ দিই।

টাচস্টোন। হ্যাঁ, তোমাকে বিধাতা সুন্দরী করে গড়ে তোলেন নি এজন্য তাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। তবে পরে অসতী বা চরিত্রদোষে দুষ্ট হতে পার। যা হয় হবে, আমি তোমায় বিয়ে করবই। আর সেইজন্যেই আমি পাশের গাঁয়ের পাদ্‌রী স্যার অলিভার মার্টেক্সট্‌কে এইখানে এই বনের মাঝে এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলেছি। তিনিই আমাদের বিয়ে দেবেন।

জ্যাক। (স্বগত) এ বিয়ে দেখতে আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছে।

অদারী। ভগবান আমাদের এত সুখ দেবেন!

টাচস্টোন। তথাস্তু। দেখ, কোন ভীরু প্রকৃতির লোক হলে একাজ করতে গিয়ে মূর্ছা যেত কারণ এখানে না আছে মন্দির গীর্জা, না আছে লোকজন, এখানে আছে শুধু বন আর বনজ জন্তু। কিন্তু হলেই বা, সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে। পণ্ডর শিং দেখতে খারাপ, কিন্তু তার একটা প্রয়োজনীয়তা

www.BanglaBook.org

আছে। তেমনি বিয়ের বউ দেখতে খারাপ হলেও তার দরকার আছে। বড় বড় জানোয়ারের মত শান্ত হরিণেরও জীবনসঙ্গী আছে। মানুষও একেবারে একা থাকতে পারে না জীবনে। তারও সঙ্গীর দরকার আছে। অবিবাহিত মানুষের নিঃসঙ্গ জীবন কি খুব সুখের? না, মোটেই না। প্রাচীরবেষ্টিত নগর যেমন কোন গাঁয়ের থেকে অনেক ভাল তেমনি কোন অবিবাহিত লোকের শূন্য কপালের থেকে কোন বিবাহিত লোকের কপাল অনেক ভাল। সুতরাং অন্ততঃ আত্মরক্ষার খাতিরে শিং না থাকার চেয়ে শিং থাকা যেমন ভাল তেমনি বিয়ে না করার থেকে বিয়ে করা অনেক ভাল। এই যে স্যার অলিভার এসে গেছেন।

স্যার অলিভার মার্টেক্সট্‌এর প্রবেশ

স্যার অলিভার মার্টেক্সট, ঠিক সময়েই আপনি এসে পড়েছেন। আপনি কি আমাদের এইখানে এই গাছের তলাতেই বিয়ে দিয়ে দেবেন অথবা আপনার সঙ্গে আমরা আপনার গীর্জায় যাব?

স্যার অলিভার। মেয়েকে সম্প্রদান করার মত এখানে কেউ কি নেই?

টাচস্টোন। আমি তাকে কারো দান হিসাবে নেব না।

স্যার অলিভার। কিন্তু সত্যিই কারো পক্ষ থেকে তাকে সম্প্রদান করতে হবে; তা না হলে এ বিয়ে আইনসিদ্ধ হবে না।

জ্যাক। (আপন মনে) নাও, নাও, আমি ওকে সম্প্রদান করব।

টাচস্টোন। নমস্কার মশাই। কি করছেন, কেমন আছেন? ঠিক সময়েই আপনি এসেছেন। ভগবান আবার আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন আমার কাছে! শিশু তার হাতে খেলনা পেলে যেমন তার আনন্দ হয় তেমনি আনন্দ আমার হচ্ছে। বিয়ে দেবার জন্যে উপযুক্ত কাপড়চোপড় পরুন।

জ্যাক। বিবিধ বর্ণধারী বিদূষক, তুমি কি বিয়ে করবে?

টাচস্টোন। বলদের যেমন গাই আছে, ঘোড়ার আছে ঘুড়ি, বাজপাখির আছে মেয়ে বাজপাখি, তেমনি মানুষের মনেও আছে সঙ্গীর সাধ। পায়রারা যেমন ঠোঁট দিয়ে কূজন করে তেমনি মানুষও বিয়ের বাঁধনে না জড়িয়ে থাকতে পারে না।

জ্যাক। কিন্তু তোমার মত লোক ভিখিরির মত এই ঝোপের তলায় বিয়ে করবে? এটা কি শোভা পায়। তুমি বরং গীর্জায় চল, একজন ভাল পুরোহিত নিযুক্ত করো, যে তোমায় বিয়ে জিনিসটা কি তা বুঝিয়ে দেবে। এ পুরোহিতটা কিছু জানে না, এর বিয়ের কাজ করা মানে দুটো কাঠের দেয়ালকে কোন-রকমে জোড়াতাপ্পি দেয়া। আলগা কাঠের মত একজন সরে পড়লেই অন্য কাঠ ভাল থাকলেও পরে সরে যেতে বাধ্য।

টাচস্টোন। (স্বগত) আমারও বেশ ইচ্ছা না থাকলেও অন্য লোকের চেয়ে এর হাতে আমার বিয়েটা সারা উচিত। কারণ ও ভাল বিয়ের কাজ জানে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আর তার ফলে বিয়ের কাজটা ঠিকমত হয়নি এই অজুহাত দেখিয়ে আমি ভবিষ্যতে আমার স্ত্রীকে ত্যাগ করে চলে যেতে পারব।

জ্যাক। চল আমার সঙ্গে। তারপর কি করতে হবে বলে দেব।

টাচস্টোন। এস লক্ষ্মী অদারী। বিয়ে আমাদের করতেই হবে। তা না হলে দুঃখে গুমরে মরতে হবে। বিদায় অলিভার মহাশয়। না না,

ও মিষ্টি অলিভার
ও বীর অলিভার
আমায় ফেলে চলে যেও না

কিন্তু—

চলে তোমায় যেতে হবে
সরে তোমায় পড়তেই হবে
তোমার হাতে বিয়ের ফাঁস পরব না।

(জ্যাক, টাচস্টোন ও অদারীর প্রস্থান)

স্যার অলিভার। তাতে আমার বয়ে যাবে! যতসব পাগল নচ্ছার কোথাকার —এরা সবাই আমার ব্যবসাটাকেই নষ্ট করতে চায়। (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। বনভূমি।

রোজালিন্দ ও সিলিয়ার প্রবেশ

রোজালিন্দ। আমার সঙ্গে আর কথা বলো না ; আমি এখন কাঁদব।

সিলিয়া। না না, আমার কথা শোন, কেঁদো না। দয়া করে এটা মনে রেখো যে পুরুষ মানুষের চোখে জল কখনো মানায় না।

রোজালিন্দ। কিন্তু তুমি কি মনে করো কাঁদার কোন কারণ আমার নেই ?

সিলিয়া। তোমার ইচ্ছাটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কারণ। সুতরাং ইচ্ছা হলে তুমি কাঁদতে পার।

রোজালিন্দ। তার চুলের রংটা ঠিক না।

সিলিয়া। তার চুল জুডার চুলের থেকে কিছু বেশী বাদামী। আর তার চুম্বন জুডার সন্তানদের মতই বিষাক্ত।

রোজালিন্দ। সত্যিই তার চুলের রংটা ভাল।

সিলিয়া। একেবারে চমৎকার। এমন কি বাদামের রঙের থেকেও ভাল।

রোজালিন্দ। আর তার চুম্বন ঈশ্বরের প্রসাদের মতই পবিত্র।

সিলিয়া। সে তার ঠোঁটদুটো এনেছে ডায়েনার কাছ থেকে। তার চুম্বন সত্যিই কোন মঠবাসিনী সন্ন্যাসিনীর শীতকালীন চুম্বনের মতই পবিত্রতায় হিমশীতল ও সততায় ধর্মাক্ত।

রোজালিন্দ। কিন্তু কেন সে শপথ করল আজ সকালে সে আসবে, অথচ এল না ?

সিলিয়া। এল না ত! তার মধ্যে কোন সততাই নেই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রোজালিন্দ। তুমি কি তাই মনে কর?

সিলিয়া। হ্যাঁ, আমি মনে করি সে পকেটমার নয় আর ঘোড়াচোরও নয়। তবে প্রেমের সততার জন্য অর্থাৎ প্রেমের কথা ভেবে ভেবে তার জ্বালায় অন্তরটা তার ঢাকনা দেয়া শূন্য পানপাত্রের মত অথবা পোকায় খাওয়া বাদামের মত একেবারে ফোঁপরা হয়ে গেছে।

রোজালিন্দ। তবে সে কি প্রেমের দিক থেকে খাঁটি না?

সিলিয়া। হ্যাঁ, যখন সে আত্মস্থ থাকে তখন সে অবশ্যই খাঁটি। তবে সে এখন আত্মস্থ নয়।

রোজালিন্দ। কিন্তু তুমি নিজের কানে শুনেছ সে শপথ করে বলেছে সে কতখাঁটি।

সিলিয়া। দেখ, 'ছিল' আর 'হয়' এ দুটো ত এক কথা না। হয়ত আগে সে খাঁটি ছিল, কিন্তু এখন আর নেই। তাছাড়া প্রেমিকের শপথ মদের কারবারির কথার থেকে বেশী দামী বা জোরাল নয়। এই দুজনেই মানুষকে ধোঁকা দিতে ওস্তাদ। তবে অবশ্য অর্ল্যাণ্ডো এই বনেই তোমার বাবা বনবাসী ডিউকের কাছে আছে।

রোজালিন্দ। আমি গতকাল ডিউকের সঙ্গে দেখা করেছি। কিছু কথাবার্তাও কয়েছি। তিনি আমার বংশ পরিচয় জানতে চাইছিলেন। আমি শুধু বললাম আমার বংশ তাঁর বংশের মতই খাঁটি। তাতে তিনি হেসে উঠলেন এবং হাসতে হাসতে আমায় বিদায় দিলেন। কিন্তু দেখ, এখন এখানে যখন অর্ল্যাণ্ডোর মত লোক রয়েছে তখন সেখানে আমাদের বাবাদের কথা থাক।

সিলিয়া। তা বটে। সত্যিই অর্ল্যাণ্ডো একজন বীর পুরুষ বটে। তার লেখা কবিতাগুলোও বীরত্বপূর্ণ, বীরের মত সে কথা বলে, বীরের মতই শপথ করে আর বীরের মতই সে শপথ ভেঙ্গে দেয় এবং তার প্রেমিকার অন্তরকে সম্পূর্ণরূপে পা দিয়ে মাড়িয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয়। আনাড়ী ঘোড়সওয়ারের মত সে কাৎ হয়ে একপেশেভাবে ঘোড়া চালায়, উদার রাজহাঁসের মত সে নিজের খাবার নিজেই নষ্ট করে দেয়। তবে যৌবনের ধর্মই হচ্ছে এই। যৌবনের তাড়নাতেই মানুষ এই ধরনের বোকামির কাজ করে বসে। ও আবার কে আসে?

কোরিণের প্রবেশ

কোরিণ। দাদাবাবু আর দিদিমণি, আপনারা সেই যে রাখাল আর তার ভালবাসার ব্যাপারে অনেক কথা জানতে চেয়েছিলেন, যে রাখালটাকে সেদিন আমার পাশে ঘাসের উপর বসে বসে তার অহঙ্কারী প্রেমিকার গুণগান করতে শুনেছিলেন—

সিলিয়া। হ্যাঁ, কি হয়েছে তার?

কোরিণ। আপনারা যদি সত্যিকারের এক জীবন্ত প্রেমাভিনয়ের দৃশ্য দেখতে চান ত আমার সঙ্গে আসুন, আমি আপনাদের নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেব—একদিকে খাঁটি প্রেমের ভীরু মলিন এক মূর্তি আর একদিকে জ্বলন্ত ঘৃণা আর তীব্র অহঙ্কারে পরিপূর্ণ এক নারী।

রোজালিন্দ। চল চল, প্রেমিক প্রেমিকার দৃশ্য দেখে প্রেমার্ত লোকরা বেশ কিছু তৃপ্তি বা আনন্দ পায়। আমাদের নিয়ে চল। তুমি যদি বল, তাহলে আমিও যোগ দিতে পারি সে অভিনয়ে। (সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য। বনভূমির আর একটি দিক।

সিলভিয়াস ও ফেবির প্রবেশ

সিলভিয়াস সুন্দরী ফেবি আমার, আমায় ঘৃণা করো না। তুমি আমায় ভালবাস না, একথা বল। কিন্তু অমন নিষ্ঠুরভাবে বা তিক্ততার সঙ্গে বলো না। মৃত্যুর দৃশ্য দেখে দেখে যে ঘাতকের অন্তর একেবারে পাথরের মত শক্ত হয়ে গেছে, সেও অসহায় আসামীর ঘাড়ে কুঠারাঘাত হানার আগে ক্ষমা চায়। চোখে যার অশ্রুর বদলে রক্তধারা ঝরে সারাজীবন, সেই মমতাহীন নিষ্ঠুর ঘাতকের থেকেও তুমি কি নিষ্ঠুর হতে চাও?

অদূরে রোজালিন্দ, সিলিয়া ও কোরিণের প্রবেশ

ফেবি। আমি কখনই তোমার ঘাতক হতে চাই না। পাছে আমায় দেখলে তুমি ব্যথা পাও, তাই আমি তোমায় দেখলেই পালিয়ে যাই। তুমি বললে কি না আমার চোখে আছে হত্যার বিভীষিকা! অথচ আমার এই সুন্দর চোখদুটো খুবই নরম আর দুর্বল জিনিস যা সামান্য ধূলিকণার ভয়ে প্রায়ই তার পাতাগুলো বন্ধ করে দেয়। তুমি কি না আমায় বললে অত্যাচারী, কশাই, নরঘাতক! এবার আমি সত্যি সত্যিই রেগে গিয়েছি তোমার উপর এবং আমার দৃষ্টির মধ্যে যদি কোন আঘাত হানার শক্তি থাকে তাহলে তাই দিয়ে আমি তোমায় মেরে ফেলব। এখন তুমি মূর্ছিতের মত মাটিতে পড়ে যাও। আর তা যদি না পার তাহলে ধিক তোমায়, ধিক! আমার চোখদুটোকে নরঘাতক বলে শুধু শুধু দোষ দিও না। আমার দৃষ্টির আঘাতে তোমার মধ্যে কী আঘাত হয়েছে তা দেখাও। কাঁটা দিয়ে তোমার গাটা চিরে দিলে নিশ্চয়ই একটা ক্ষত হবে অথবা কোন গাছের কাণ্ডে তোমার গা হয়লে নিশ্চয়ই রক্ত ঝরবে এবং আঘাত লাগবে। আমার দৃষ্টি যদি তোমায় আঘাত দিত তাহলে তোমার মধ্যেও তেমনি কোন না কোন ক্ষত সৃষ্টি হত। কিন্তু আমি জানি, দৃষ্টির মধ্যে আঘাত হানার কোন শক্তিই নেই।

সিলভিয়াস। আমার প্রিয়তমা ফেবি, সুন্দরী ফেবি। তোমার গাল দুটো কেমন সজীব আর সুন্দর। তোমার মনে যদি একটুও কল্পনাশক্তি থাকে তাহলে তাই দিয়ে তুমি বুঝতে পারবে, তোমার তীক্ষ্ণ নিষ্ঠুর শরে কত অদৃশ্য ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে আমার অন্তরে।

ফেবি। ঠিক আছে, তা আমি দেখতে না পাওয়া পর্যন্ত আমার কাছে তুমি আসবে না। আর সেদিন যদি কখনো আসে তাহলে আমায় তুমি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিদ্রূপ করতে পার, করুণা করো না। আর সেদিন না আসা পর্যন্ত আমি তোমায় কোনরকম দয়া করব না।

রোজালিন্দ। (এগিয়ে এসে) কেন শুনি? তুমি কার মেয়ে, কে তোমায় জন্ম দিয়েছে যে তুমি এত নীচ হতে পেরেছ? তুমি একটি হতভাগ্য লোককে একই সঙ্গে অপমান করছ আবার তাকে বিদ্রূপ করে আনন্দ পাচ্ছ। তোমার মধ্যে এমন কোন রূপবহ্নি নেই যার আলোকে অন্ধকার ঘর আলোকিত হয়ে উঠতে পারে। তবুও কি তুমি রূপের অহঙ্কারে এমন নিষ্করুণ হয়ে উঠবে? কেন, এর মানে কি? আমার পানে এমনভাবে তাকাচ্ছ কেন? আমি তোমাকে সামান্য অতি সাধারণ এক মেয়ে ছাড়া আর কিছু মনে করি না। মনে হচ্ছে মেয়েটা তার দৃষ্টিশর দিয়ে আমার চোখদুটোকেও বিঁধতে চাইছে। শোন তবে দর্পিতা মেয়ে, কোন ফল হবে না মিথ্যা আশা করে। তোমার কালো ভ্রূ, রেশমী কালো চুল, চকচকে গাল আমার মনকে ভুলিয়ে তোমার দিকে টলাতে পারবে না। আচ্ছা নির্বোধ মেষপালক, তুমিই বা কেন ওর পিছনে ঘূর্ণিবায়ুর পিছু পিছু ছুটেচলা শীতের কুয়াশার মত ছুটে চলেছ? তুমি ঐ মেয়েটার থেকে হাজারগুণে যোগ্য। তোমাদের মত বোকা লোকগুলোর দুর্বলতাই পৃথিবীটাকে ঘৃণিত অবহেলিত মানুষে ভর্তি করে তুলেছে। দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে নয়, তোমার স্তুতিবাদের মাধ্যমে নিজেকে দেখেই ও প্রমাদ গণছে; ও নিজে যত না সুন্দর তার থেকে অনেক বেশী সুন্দরী ভাবছে নিজেকে। শত সাজসজ্জাতেও ও তেমন সুন্দরী হয়ে উঠতে পারবে না। শোন নারী, নিজেকে চেন। নিজের যথার্থ পরিচয় পেয়ে ঈশ্বরের কাছে নতজানু হয়ে কোন এক সৎ লোকের খাঁটি প্রেমের জন্য উপবাস আর উপাসনার মাধ্যমে প্রার্থনা করো। আমি তোমার ভালর জন্যেই বন্ধুভাবে বলছি, যে কোন বাজারে নিজেকে বিকোবার চেষ্টা করো, কিন্তু জেনে রেখো সব বাজারে চলার মত যোগ্য তুমি নও। লোকটির কাছে ক্ষমা চেয়ে তার দান গ্রহণ করো। মনে রেখো, অহঙ্কার মানুষের অসৌন্দর্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে। সুতরাং মেষপালক, একে গ্রহণ করো, চলি বিদায়।

ফেবি। হে সুন্দর যুবা, আমার কাতর অনুরোধ, পুরো একটি বছর ধরে তুমি আমায় ভৎর্সনা করে চল। ওর ভালবাসার কথার থেকে তোমার রূঢ় তীক্ষ্ণ ভৎর্সনার কথা আমি অনায়াসে সহ্য করে যাব।

রোজালিন্দ। ও লোকটা মেয়েটার প্রেমে পাগল আর মেয়েটা আমার রুক্ষ কড়া কথাগুলোর জন্যে আমায় ভালবেসে ফেলেছে। ঠিক আছে, ও যদি তোমার প্রতি বিরূপ হয়ে তীক্ষ্ণ কটাক্ষ হানে তাহলে আমি ওকে তীক্ষ্ণ ভাষায় তিরস্কার করব। কী, কেন তুমি আমার পানে ওভাবে তাকিয়ে আছ?

ফেবি। তোমার প্রতি আমার কোন কুমতলব নেই।

রোজালিন্দ। আমার কথা শোন, আমার প্রেমে যেন পড়ো না। কারণ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাতাল মানুষের প্রতিশ্রুতির মত আমার সবটাই মিথ্যে। তাছাড়া তোমাকে আমার মোটেই পছন্দ হচ্ছে না। যদি আমার ঠিকানা জানতে চাও তাহলে জেনে রেখো আমার বাড়ি হচ্ছে ওই অলিভ বনের ধারে। চল বোন, যাবে না? মেষপালক, ওকে আরো অনুরোধ করো। রাখালমেয়ে, ওকে একটু ভাল করে দেখার চেষ্টা করো। দর্প করো না, যদিও তোমার দর্প ও অহঙ্কারের দ্বারা ও বেচারী এত অপমানিত হয়েছে যে এমন অপমানিত এর আগে পৃথিবীতে আর কেউ হয়নি। এস কোরিণ।

(রোজালিন্দ, সিলিয়া ও কোরিণের প্রস্থান)

ফেবি। জীবনমৃত হে রাখাল, এখন তোমার প্রেমের শক্তি বুঝতে পেরেছি আমি। প্রথম দর্শনেই যে ভালবাসেনি, যে তার প্রেমাস্পদকে চিনে নিতে পারেনি সে কখনো ভালই বাসেনি।

সিলভিয়াস। কি বললে সুন্দরী ফেবি?

ফেবি। হা! কি বললে তুমি সিলভিয়াস?

সিলভিয়াস। লক্ষ্মী সোনা ফেবি আমার!

ফেবি। আমি আমার ব্যবহারের জন্য সত্যিই দুঃখিত সিলভিয়াস।

সিলভিয়াস। দুঃখ বা অনুতাপ যেখানে, সব সমস্যার সমাধান সেখানেই: ভালবাসতে গিয়ে যে দুঃখ আমি পেয়েছি সেই দুঃখে দুঃখী হয়ে তুমিও যদি আমায় ভালবাস তাহলে দেখবে তোমার আমার দুজনের দুঃখই কোথায় চলে গেছে।

ফেবি। আমরা দুজনে পাশাপাশি বাস করি, সেইহেতু তুমি আমার ভালবাসা আগেই পেয়েছ।

সিলভিয়াস। আমি তোমাকে সম্পূর্ণরূপে পেতে চাই।

ফেবি। এটা কিন্তু লোভের কথা। সিলভিয়াস, একদিন তোমায় আমি ঘৃণা করতাম। তবে একেবারে যে ভালবাসতাম না তা নয়। কিন্তু যেহেতু তুমি প্রেমের কথা সুন্দর করে মধুর করে বলতে পার, সেকারণে তোমার সাহচর্য আগে আমার কাছে বিরক্তিকর মনে হলেও এখন আমি তা সহ্য করব। আমি তোমাকে একটা কাজও দেব। তবে এ কাজের জন্যে তুমি একমাত্র আত্মতৃপ্তি ছাড়া আর কিছু কিন্তু পাবে না বা চাইবে না।

সিলভিয়াস। আমার প্রেম এতই পবিত্র ও পূর্ণ যে আমি শুধু তোমার কাছে একটুখানি কৃপা ছাড়া আর কিছুই চাই না। তোমার সেই কৃপাটুকুকেই আমি আমার জীবনের পরম সম্পদ বলে মনে করব। মাঝে মাঝে তোমার অধরঝরা একটুখানি মিষ্টি হাসির সুধা পেলেই আমি দিয়ে কাটিয়ে দিতে পারব আমি আমার সারাজীবন।

ফেবি। কিন্তু আগে যে ছোকরাটি আমার সঙ্গে কথা বলছিল তুমি তাকে চেন?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সিলভিয়াস। ভাল করে চিনি না, তবে প্রায়ই তাকে দেখি। এক বুড়ো চাষার জোত জমি বাস্তু সব কিনেছে।

ফেবি। তার কথা জানতে চাইছি বলে ভেবো না যেন তাকে আমি ভালবাসি। ছোকরাটা বড় রাগী। তবে খুব ভাল কথা বলতে পারে। কিন্তু কথায় আমার কি কাজ? তবে কোন কথা আমাদের মুগ্ধ করে তখনি, যখন সেকথা যে বলে তাকে যদি আমাদের দেখতে ভাল লাগে। কিন্তু লোকটা সত্যিই অহঙ্কারী, তবু তাকে বেশ মানিয়ে যায়। তাকে মনে হয় আদর্শ পুরুষ। তার মধ্যে সবচেয়ে দেখার জিনিস হচ্ছে তার গায়ের রং। তার চোখ দুটো এত সুন্দর যে তার মুখের কথায় মনে কোন ক্ষত হতে না হতেই তার চোখের দৃষ্টির মিষ্টি প্রলেপে তা সেরে যায়। সে খুব একটা লম্বা নয়, তবে বয়সের অনুপাতে লম্বাই বলতে হবে। তার পা চলনসই তবে ভাল। তার ঠোঁটদুটো গালের থেকে বেশী লালাভ। তার গাল আর ঠোঁটের রঙের মধ্যে তফাৎ কতটুকু জান? আসল ঘোর লাল আর রেশমী কাপড়ে মেশানো লালের মধ্যে যে তফাৎ। আমার মত খুঁটিয়ে তাকে যদি দেখে তাহলে অনেক মেয়েই তাকে ভালবেসে ফেলবে সিলভিয়াস। কিন্তু আমার দিক থেকে বলতে পারি, আমি তাকে ভালবাসিও না, আমি তাকে ঘৃণাও করি না। বরং তাকে ভালবাসার থেকে ঘৃণা করার যথেষ্ট কারণ আছে, কারণ কোন অধিকারে সে আমায় ভৎর্সনা করতে আসে? সে বলেছে আমার চোখ কালো, আমার চুলও কালো; এখন আমার মনে হচ্ছে তবু সে আমাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। এখন ভাবতে আশ্চর্য লাগছে কেন আমি সেকথার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিইনি। নাই বা দিলাম, দিতে ভুলে গেছি বলেই যে আর কখনো দিতে নেই তা ত নয়। আমি তাকে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ মেশানো ভাষায় একটা চিঠি লিখব আর সেই চিঠিটা তুমি নিয়ে যাবে তার কাছে; বুঝলে সিলভিয়াস?

সিলভিয়াস। সানন্দে তা নিয়ে যাব ফেবি।

ফেবি। *আমি তাকে সরাসরি লিখব। আমার মাথায় আর অন্তরে অনেক* কথাই গুমরে মরছে। আমার ভাষা খুবই তিক্ত, আমি কোন দিক দিয়েই তাকে ছাড়ব না।

□ চতুর্থ অঙ্ক □

প্রথম দৃশ্য। বনভূমি।

রোজালিন্দ, সিলিয়া ও জ্যাকের প্রবেশ

জ্যাক। শোন ছোকরা, আমি তোমার সঙ্গে বেশ একটু নিবিড়ভাবে আলাপ করতে চাই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রোজালিন্দ। লোকে বলে তুমি নাকি দুঃখবাদী বিষাদপ্রবণ লোক।

জ্যাক। হ্যাঁ ঠিক তাই। হাসির থেকে বিষাদকেই আমি বেশী ভালবাসি।

রোজালিন্দ। কোন না কোন বিষয়ে যারা খুব বাড়াবাড়ি করে তারাই লোকচক্ষে ঘৃণার পাত্র। আধুনিক যুগের চরিত্র সমালোচনার মাপকাঠিতে তারা নিন্দিত ও ধিকৃত।

জ্যাক। কেন, চুপচাপ বিষণ্ণ হয়ে থাকা ঢের ভাল।

রোজালিন্দ। তা যদি হয় তাহলে নিষ্প্রাণ পাষাণের একটা স্তম্ভ হওয়াই ভাল।

জ্যাক। দেখ, আমি বিষাদপ্রবণ ঠিক, কিন্তু আমার বিষাদ পণ্ডিতের বিষাদ নয়, পরের তত্ত্বানুশীলন থেকে যার উৎপত্তি; আমার বিষাদ গায়ক বাদকের বিষাদও নয়, যা নিছক খামখেয়ালী; আমার বিষাদ শয়তানদের বিষাদও নয়, যার নাম অহঙ্কার; সৈনিকের বিষাদের মানে হচ্ছে উচ্চাভিলাষ, আমার বিষাদ তাও নয়। আমার বিষাদ উকিলদের বিষাদ নয়, যার নাম হলো কূটনীতি; যে বিষাদ কোন সুন্দরী মহিলার রূপলাবণ্যকে বাড়িয়ে তোলে সে বিষাদও আমার না। আমার এইসব বিভিন্ন ধরনের বিষাদ মিলিয়ে যা হয় তা হলো প্রেমিকদের বিষাদ—আমার বিষাদ তাও নয়। আমার বিষাদ হচ্ছে আমার নিজস্ব সৃষ্টি; বিভিন্ন বস্তু থেকে বিভিন্ন উপাদান থেকে তিল তিল করে নিয়ে তা গড়ে তোলা হয়েছে। আবার এটা বিভিন্ন দেশ ঘোরার অভিজ্ঞতার মানসিক প্রতিক্রিয়াও হতে পারে। নিবিড় আত্মচিন্তাজনিত এক অদ্ভুত বিষাদ সব সময় আচ্ছন্ন করে রাখে আমার মনটাকে।

রোজালিন্দ। তুমি একজন পরিব্রাজক। তাহলে, তোমার বিষণ্ণ হওয়ার মত যথেষ্ট কারণ আছে। আমার মনে হচ্ছে পরের দেশ দেখার জন্যে তুমি নিজের জায়গা জমি বেচে ফেলেছ আর তার ফলে হয়েছে, দেখেছ অনেক কিছু, কিন্তু আসলে কিছুই পাওনি। তার ফলে চোখ দুটোই শুধু তোমার সমৃদ্ধ হয়েছে, হাত দুটো রয়ে গেছে নিঃস্ব, একেবারে রিক্ত।

জ্যাক। হ্যাঁ, সত্যিই আমি প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করেছি।

অর্ল্যাণ্ডোর প্রবেশ

রোজালিন্দ। আর এমন অভিজ্ঞতা লাভ করেছ যা তোমাকে বিষাদপ্রবণ করে তুলেছে। এধরনের বিষাদজনক অভিজ্ঞতা বা ভ্রমণের থেকে আমি বরং কোন নির্বোধ লোকের সাহচর্যে কিছু আনন্দ পেতে চাই।

অর্ল্যাণ্ডো। সুপ্রভাত ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করো প্রিয়তমা রোজালিন্দ।

জ্যাক। না, ঈশ্বর করুন তুমি অমিত্রাক্ষর ছন্দে কথা বল।

রোজালিন্দ। এখন তুমি দয়া করে যাও পরিব্রাজক মহাশয়। অদ্ভুত পোষাক পরে মুখ ভার করে বেড়াও আর নিজের দেশের ভাল সব কিছুর নিন্দা করো, নিজের দেশকে ঘৃণা করো; আর তোমাকে পাঠানোর জন্যে ঈশ্বরকে গাল দিয়ে বেড়াও। তা যদি না করো তাহলে বলব তুমি গণ্ডোলা চড়ে

www.BanglaBook.org

সাঁতার কাটনি, তাহলে বলব বৃথাই তোমার দেশভ্রমণ।

(জ্যাকের প্রস্থান)

কী, কেমন আছ অর্ল্যাণ্ডো? এতক্ষণ কোথায় ছিলে? এই তুমি প্রেমিক! আমার সঙ্গে যদি এইভাবে ছলনা করো ত আমার চোখের সামনে আর কখনো তুমি এস না।

অর্ল্যাণ্ডো। সুন্দরী রোজালিন্দ! যে সময়ে আসব বলেছিলাম তার থেকে এক ঘণ্টার মধ্যেই আমি এসেছি।

রোজালিন্দ। কী বলছ, প্রেমের ক্ষেত্রে এক ঘণ্টার প্রতিশ্রুতিভঙ্গ কি কম ব্যাপার! কেউ যদি এক মিনিটকে হাজার ভাগ করে সে হাজার ভাগের এক ভাগ দেরি করে প্রেমের ক্ষেত্রে তাহলে আমি জোর গলায় বলব, প্রেমের দেবতা শুধু তার কাঁধটা একটু চাপড়ে দিয়েছে, কিন্তু তার অন্তরে এক ফোঁটা প্রেমও নেই।

অর্ল্যাণ্ডো। ক্ষমা করো প্রিয়তমা রোজালিন্দ।

রোজালিন্দ। না না, তুমি যদি এমন ঢিমে প্রকৃতির বা মন্দগতি হও তাহলে আমার সামনে এস না, আমি বরং শামুকের সঙ্গে ভালবাসা করব।

অর্ল্যাণ্ডো। শামুকের সঙ্গে?

রোজালিন্দ। হাঁ, শামুকের সঙ্গে। শামুক খুব আস্তে চললেও সে তার ঘরবাড়ি সবকিছু তার মাথার ভিতর বয়ে নিয়ে চলে। আমার মতে তোমার থেকে সে ভাল। মেয়েরা এমনি প্রেমিকই চায়। তাছাড়া শামুক যেখানে যায় তার ভাগ্যকেও বয়ে নিয়ে চলে।

অর্ল্যাণ্ডো। সে আবার কি?

রোজালিন্দ। কেন তার শিং। বিয়ের পর তোমাদের স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহারের সময় তোমরাও এ শিংএর অভাব বোধ কর। এই শিং দিয়ে শামুক একদিকে তার সম্পদকে রক্ষা করে চলে, অন্যদিকে সে স্ত্রীর কটুবাক্য থেকে রক্ষা করে নিজেকে।

অর্ল্যাণ্ডো। গুণই মানুষের শিং। আমার রোজালিন্দ গুণবতী মেয়ে।

রোজালিন্দ। আর আমিই তোমার রোজালিন্দ।

সিলিয়া। ও তোমাকে রোজালিন্দ বলে খুশি হয়। কিন্তু ওর আসল রোজালিন্দ তোমার থেকে ভাল।

রোজালিন্দ। এস, প্রেমের কথা শোনাও। এখন আমি খোশ মেজাজে আছি। এখন যা চাইবে তাই দেব। আচ্ছা, আমি যদি তোমার সত্যিকারের রোজালিন্দ হতাম, তাহলে তুমি এখন কি বলতে?

অর্ল্যাণ্ডো। আমি কিছু বলার আগে তাকে প্রথমে চুম্বন করতাম।

রোজালিন্দ। না না চুম্বন না করে প্রথমে কথা বলা উচিত। কথা বলতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলতে যখন তোমার সব কথা ফুরিয়ে যাবে একমাত্র তখনি তুমি চুম্বন করতে পার। অনেক ভাল বাগ্মী কথা ফুরিয়ে গেলে থুথু ফেলে, তেমনি প্রেমিকেরাও প্রেমের কথা ফুরিয়ে গেলে—ভগবান যেন আমাদের বেলায় তা না করেন, চুম্বন করে তার ফাঁক সহজে পূরণ করার চেষ্টা করে।

অর্ল্যাণ্ডো। কিন্তু যদি চুম্বন না করতে দেয়?

রোজালিন্দ। তাহলে তুমি তাকে অনুনয় বিনয় করবে। আর সেইখানেই আবার শুরু হবে নূতন প্রসঙ্গ।

অর্ল্যাণ্ডো। প্রিয়তমার সামনে কোন প্রেমিকের কথা কখনো ফুরোয় না।

রোজালিন্দ। এই ত আমি তোমার সত্যিকারের রোজালিন্দ, কিন্তু তোমার কথা ফুরিয়ে গেছে বলেই কোন কথা বলতে পারছ না। তা না হলে বলব আমার বুদ্ধি কম, বুদ্ধির থেকে আমার সততা আরো উঁচু স্তরের।

অর্ল্যাণ্ডো। আমার আবেদনের কি হলো?

রোজালিন্দ। তোমার পোষাকের কথা বলছ না, বলছ আবেদনের কথা? আচ্ছা আমি কি তোমার রোজালিন্দ নই?

অর্ল্যাণ্ডো। তোমায় রোজালিন্দ বলতে আমি কিন্তু আনন্দ পাই, কারণ আমি তখন তার কথা বলতে পারি।

রোজালিন্দ। আচ্ছা তবে শোন, আমি তোমার সত্যিকারের রোজালিন্দ হিসাবে বলছি আমি তোমায় চাই না।

অর্ল্যাণ্ডো। তাহলে আমিও নিজের দায়িত্বে বলছি আমি মরব।

রোজালিন্দ। মরবে যদি আমমোক্তারনামা দিয়ে মরো। পৃথিবীর বয়স দুই হাজার বছর। কিন্তু এই দীর্ঘ দুই হাজার বছরের মধ্যে একটি লোকও নিছক প্রেমের খাতিরে মরেনি, ট্রয়লাস তার মাথাটা লাঠির আঘাতে ফাটিয়ে ফেলেছিল, কিন্তু বাঁচার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল। তবু তাকে প্রেমের শহীদ বলা হয়। লেণ্ডার আরো অনেকদিন বাঁচতে পারত। হিরো যদিও সন্ন্যাসিনী হয়েছিল তথাপি সে মরত না যদি না সে কোন এক গ্রীষ্মের রাত্রিতে গরম সহ্য করতে না পেরে হেলিসপয়েণ্টে চান করতে গিয়ে ডুবে যেত। অথচ কাহিনীকার বা ইতিহাস লেখকেরা বললেন, এ হিরো সেণ্টসের হিরো। কিন্তু একথা সর্বৈব মিথ্যা। যুগে যুগে অনেক মানুষ মরেছে আর তাদের মৃতদেহগুলো পোকায় কুড়ে কুড়ে খেয়েছে, কিন্তু নিছক প্রেমের জন্যে কেউ মরেনি।

অর্ল্যাণ্ডো। আমি কখনো এই ধরনের মনোভাবাপন্ন রোজালিন্দকে পেতে চাই না। কারণ তার ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটি আমি সহ্য করতে পারব না। আমি তাহলে মরে যাব।

রোজালিন্দ। রোজালিন্দ কখনো তার হাত দিয়ে একটা মাছিও মারতে পারবে না। মানুষ ত দূরের কথা। যাক ও কথা, এবার আমি সত্যিকারের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খুব ভাল মেজাজের রোজালিন্দ হব। এখন বল কি তুমি চাও। যা চাইবে তাই দেব।

অর্ল্যাণ্ডো। আমি শুধু চাই তুমি আমায় ভালবাস রোজালিন্দ।

রোজালিন্দ। হ্যাঁ, আমি সত্যিই তোমায় ভালবাসব। শুক্রবার শনিবার এবং সব দিন।

অর্ল্যাণ্ডো। তুমি আমায় গ্রহণ করবে ত?

রোজালিন্দ। তোমাকে ত বটেই তার সঙ্গে সঙ্গে আরো কুড়িটা অর্ল্যাণ্ডো।

অর্ল্যাণ্ডো। কি বললে তুমি?

রোজালিন্দ। তুমি কি সৎ নও?

অর্ল্যাণ্ডো। আমি আশা করি আমি সৎ।

রোজালিন্দ। আচ্ছা, মানুষ ভাল জিনিস ত অনেক বেশী করে পেতে চায়। সুতরাং তুমি যদি ভাল হও তাহলে আমিও অনেক অর্ল্যাণ্ডো পেতে চাইব। এস সিমস। তুমি হবে আমাদের পুরোহিত এবং আমাদের দুজনের বিয়ে দেবে। অর্ল্যাণ্ডো, তোমার হাত দাও। তুমি কি বল বোন?

অর্ল্যাণ্ডো। আমিও অনুরোধ করছি, আমাদের বিয়ে দিয়ে দাও।

সিলিয়া। আমি মন্ত্র জানি না।

রোজালিন্দ। তুমি এইভাবে শুরু করবে—তুমি কি অর্ল্যাণ্ডো—

সিলিয়া। ঠিক আছে, তোমরা তৈরি হও। আচ্ছা অর্ল্যাণ্ডো, তুমি কি রোজালিন্দকে তোমার পত্নীরূপে পেতে চাও?

অর্ল্যাণ্ডো। হ্যাঁ, আমি পেতে চাই।

রোজালিন্দ। কিন্তু কবে?

অর্ল্যাণ্ডো। কেন, এখনি; যে মুহূর্তে তুমি আমাদের বিয়ে দিয়ে দেবে।

রোজালিন্দ। তাহলে তোমায় বলতে হবে, 'আমি তোমায় পত্নীরূপে গ্রহণ করলাম রোজালিন্দ।'

অর্ল্যাণ্ডো। আমি তোমায় পত্নীরূপে গ্রহণ করলাম রোজালিন্দ।

রোজালিন্দ। আমি তোমার পক্ষের কর্তাব্যক্তি ও পুরোহিতকে ডেকে পাঠাতে পারতাম। কিন্তু তা আর চাই না—আমি তোমাকে স্বামীরূপে গ্রহণ করছি অর্ল্যাণ্ডো। পুরোহিতের মন্দির থেকে একটি অল্পবয়সী মেয়ে আরো বেশী জোরে চলে এবং মেয়েমানুষের মন তার কাজের থেকে বেশী জোরে ছোটে।

অর্ল্যাণ্ডো। মানুষের সব চিন্তাই দ্রুতগামী। তাদের যেন ডানা আছে।

রোজালিন্দ। এখন বল, তাকে পাবার পর কতদিন ধরে তাকে জীবনে ধরে রাখবে?

অর্ল্যাণ্ডো। সারা জীবন এবং আর একদিন।

রোজালিন্দ। তার থেকে সারাজীবন কথাটা বাদ দিয়ে বল শুধু 'একদিন'।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না না অর্ল্যাণ্ডো, মানুষ বিয়ের আগে যখন প্রেমের কথা বলে তখন তাদের এপ্রিল মাসের বসন্ত বাতাসের মত উচ্ছল মনে হয়। কিন্তু বিয়ের পরেই তারা হয়ে যায় ডিসেম্বর মাসের শীতের বাতাসের মত জড়তাপূর্ণ। আর মেয়েরাও বিয়ের আগে মে মাসের গ্রীষ্মের আকাশের মত দেখায়, কিন্তু বিয়ের পর সে আকাশের রং যায় বদলে। দেখ, মোরগ যেমন তার মুরগীকে সব সময় চোখে চোখে রাখে বিয়ের পর আমিও তেমনি তার থেকেও ঈর্ষাকাতর হব, বৃষ্টিকাতর তোতাপাখির থেকেও আমি চীৎকার করব, বনমানুষের থেকেও আমার দাঁত হবে ধারাল আর বাঁদরের থেকেও আমি হব লোভী। তুমি যখন খুশিমনে থাকবে আমি তখন ঝর্ণাতীরবর্তিনী ডায়েনার মত অকারণে কাঁদব, আবার যখন তুমি ঘুমোতে চাইবে তখন হায়েনার মত অট্টহাসি হাসব।

অর্ল্যাণ্ডো। কিন্তু আমার রোজালিন্দ কি তাই করবে?

রোজালিন্দ। আমি আমার জীবনের বিনিময়ে শপথ করে বলছি সেও তাই করবে।

অর্ল্যাণ্ডো। কিন্তু সে বুদ্ধিমতী।

রোজালিন্দ। বুদ্ধি না থাকলে সে ত এসব করতেই পারত না। যার যত বেশী বুদ্ধি থাকে, সে-ই তত খেয়ালী ও স্বাধীন প্রকৃতির হয়। মেয়েদের বুদ্ধি এত বেশী যে যদি সে বুদ্ধিকে দরজা দিয়ে ভাল করে আটকে রাখ তাহলে ফাঁক দিয়ে পালিয়ে যাবে, বাক্সের মধ্যে যদি বন্ধ করে রাখ, তাহলেও ফুটো করে পালিয়ে যাবে। ঘরে যেভাবেই বন্ধ করে রাখ না কেন, চিমনির ধোঁয়ার সঙ্গে তা পালিয়ে যাবে।

অর্ল্যাণ্ডো। কোন লোকের যদি এমন বুদ্ধিমতী স্ত্রী থাকে তাহলে সে নিশ্চয় এত বুদ্ধি কোথায় রাখবে?

রোজালিন্দ। না, না, বুদ্ধিটা যাতে খুব বেশী না বাড়ে তারজন্যে তোমাকে আগে হতেই তা দমন করতে হবে, তা না হলে কোনদিন দেখবে তোমার স্ত্রীর বুদ্ধি তোমার কোন প্রতিবেশীর বিছানায় গিয়ে ঢুকেছে।

অর্ল্যাণ্ডো। তাই যদি হয় তাহলে কোন বুদ্ধি দিয়ে সে তার এই বুদ্ধির কাজের অজুহাত দেখাবে?

রোজালিন্দ। কেন, সে বলবে সে তোমাকে সেখানে খুঁজতে গিয়েছিল। তার মুখে যতক্ষণ জিব থাকবে ততক্ষণ তার মুখে কোন উত্তরের অভাব হবে না। যে তার নিজের দোষটাকে স্বামীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে না পারবে সে যেন নিজের হাতে কোনদিন ছেলে মানুষ না করে, কারণ সে তাহলে বোকার মতই সন্তান প্রসব করে যাবে।

অর্ল্যাণ্ডো। মাত্র দুঘণ্টার জন্য আমি একবার তোমায় ছেড়ে যাব রোজালিন্দ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রোজালিন্দ। হায় প্রিয়তম, দুঘণ্টা তোমায় ছেড়ে থাকতে পারব না।

অর্ল্যাণ্ডো। দুটোর সময় আমায় ডিউকের ভোজসভায় যোগদান করতে হবে, তারপর আবার তোমার কাছে চলে আসব।

রোজালিন্দ। যা খুশি তোমার করো। আমি জানতাম তুমি এইরকম করবে। আমার বন্ধুরা এইরকম বলেছিল, আমি নিজেও তাই ভেবেছিলাম। বুঝেছিলাম তোষামোদের সুরে তুমি মিথ্যে প্রেমের কথা শোনাচ্ছ। আসলে তুমি আমায় ফেলে চলে যেতে চাইছ, এর থেকে মৃত্যুও ভাল। বেলা দুটোর সময় ফিরবে বললে?

অর্ল্যাণ্ডো। হ্যাঁ রোজালিন্দ।

রোজালিন্দ। আমার দিব্যি করে আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, যদি তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করো অথবা একঘণ্টার এক মিনিট পরে আস তাহলে আমি তোমাকে সবচেয়ে সকরুণ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী এবং ব্যর্থ প্রেমিক বলে মনে করব। মনে করব তুমি যাকে রোজালিন্দ বল তুমি তার সম্পূর্ণ অযোগ্য। সুতরাং আমার সমালোচনার কথা মনে রেখে তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি মেনে চলার চেষ্টা করবে।

অর্ল্যাণ্ডো। তুমি আমার সত্যিকারের রোজালিন্দ হলে যেমন তোমার কথা মানতাম তোমার কথা তার থেকে কম কিছু মানব না। সুতরাং বিদায়।

রোজালিন্দ। ঠিক আছে, এসব ব্যাপারে সময়ই হচ্ছে একমাত্র বিচারক। সুতরাং এবিষয়ে তোমার সততা সময়কেই বিচার করে দেখতে দাও। বিদায়। (অর্ল্যাণ্ডোর প্রস্থান)

সিলিয়া। তুমি তোমার এইসব প্রেমের কচকচিতে আমাদের নারীজাতির অপমান করেছ। তুমি তোমার পুরুষের পোষাক মাথায় তুলে সারা জগৎকে বলে দাও যে, পাখি তার নিজের বাসাকেই কলুষিত করেছে অর্থাৎ তুমি নারী হয়ে নারীজাতির অপমান করেছ।

রোজালিন্দ। সুন্দরী বোন আমার, লক্ষ্মীসোনা বোন আমার, তুমি জান না কত গভীর আমার ভালবাসা; কিন্তু সেটা ঠিক বোঝানো যাবে না। কারণ আমার প্রেম হচ্ছে পর্তুগাল উপসাগরের মত এমনই অতলান্তিক যে তার গভীরতাটা ঠিক মাপা যাবে না।

সিলিয়া। অথবা এমনও হতে পারে। তোমার ভালবাসার তল নেই বলেই হয়ত তা তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাবে।

রোজালিন্দ। না; ভেনাসের সেই অবৈধ দুষ্ট সন্তান, ক্রোধ আর উন্মত্ততা হতে যার জন্ম, যে নিজে মন্দ বলে সকলের দৃষ্টিকেই কলুষিত করে তোলে—সেই অন্ধ প্রেমের ঠাকুরকেই বিচার করে দেখতে দাও, কত গভীর আমার ভালবাসা। আমি তোমায় স্পষ্ট বলে দিচ্ছি এ্যালিয়েনা, অর্ল্যাণ্ডোকে চোখের আড়াল করে আমি কিছুতেই থাকতে পারব না। তার চেয়ে বরং

www.BanglaBook.org

সে না আসা পর্যন্ত কোন একটা গাছের ছায়ায় গিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলব আর হা হুতাশ করব।

সিলিয়া। আর আমি ঘুমোব। (সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য। বনভূমি

জ্যাক ও বনবাসীর বেশে সভাসদগণের প্রবেশ

জ্যাক। কে এই হরিণটাকে মেরেছে ?

জনৈক সভাসদ। আমি মেরেছি মশাই।

জ্যাক। তাহলে ওকে রোমের বিজয়ী বীরের সম্মান দিয়ে ডিউকের কাছে নিয়ে গিয়ে হাজির করি। আর এই বিজয় গৌরবের চিহ্নস্বরূপ ওর মাথার উপর হরিণের শিং দুটোকে বসিয়ে দিলে খুব ভাল হয়। আচ্ছা বনবাসী, তোমরা এমন কোন গান জান না যা যুদ্ধজয়ের পর গাওয়া হয় ?

সভাসদ। আজ্ঞে হ্যাঁ, জানি বৈকি।

জ্যাক। গাও না। তা যেমনই হোক তাতে কিছু যায় আসে না। যত খুশি জোরে চেঁচালেই চলবে।

গান

মারল যে হরিণ তাকে দাওগো উপহার,
মৃগচর্ম মাথায় শিং হবে কেমন বাহার
তাকে দাওগো উপহার।
তারে গায়ে দাও মৃগচর্ম মাথায় শিং দাও
গানের মালা গলায় দিয়ে তাকে ঘরে নিয়ে যাও।
ও বীর মশাই শিং পরতে লজ্জা করো না
এ শিং নিতে আদিম পুরুষ লজ্জা পেত না।
শিং শিং করো নাক ঘৃণার কথা নয়
বাপ ঠাকুর্দারা এ শিং নিয়ে পেত যে অভয়।

তৃতীয় দৃশ্য। বন।

রোজালিন্দ ও সিলিয়ার প্রবেশ

রোজালিন্দ। নাও এখন কি বলবে এবার বল। এখনো কি দুঘণ্টা কাটেনি ? কী হলো, অর্ল্যাণ্ডো এলনা ত !

সিলিয়া। আমি বলতে পারি অন্তরে পবিত্র ভালবাসা, মনে উত্তপ্ত চিন্তা আর হাতে তীর ধনুক নিয়ে সে বেমালুম ঘুমিয়ে গেছে। দেখ, কে আবার এদিকে আসছে।

সিলভিয়াসের প্রবেশ

সিলভিয়াস। তোমার সঙ্গে আমার একটা দরকার আছে যুবক। আমার লক্ষ্মী কেবি তোমাকে এই চিঠিটা দেবার জন্য আমায় পাঠিয়েছে। অবশ্য এ চিঠির মধ্যে কি আছে তা আমি জানি না, তবে এ চিঠি লেখার সময় তার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কুটিল ভ্রূভঙ্গি আর তার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে এর মধ্যে যথেষ্ট রাগের কথা আছে। তবে আমায় ক্ষমা করো, আমি একজন নির্দোষ দূত ছাড়া আর কিছুই না।

রোজালিন্দ। এ চিঠি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধৈর্য নিজেই চমকে উঠে রেগে পালিয়ে যাবে। শোন সকলে, এই চিঠিতে সে লিখেছে আমি দেখতে সুন্দর নই, আমি ভদ্রতা জানি না, আমি নাকি অহঙ্কারী আর সেইজন্য সে আমায় ভালবাসতে পারে না, অত্যাশ্চর্য ফিনিক্সের মত ভালবাসার মানুষের যতই অভাব হোক না কেন। তার এই চিঠি দেখে আমার মেজাজ গেছে চটে। কেন, সে কি ভেবেছে তার ভালবাসারূপ খরগোসের পিছনে আমি শিকারীর মত ছুটে চলেছি। কেন সে এ চিঠি আমায় লিখতে গেল? আচ্ছা রাখাল, আমার ত মনে হচ্ছে এ তোমারি চক্রান্ত।

সিলভিয়াস। না, আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি। চিঠিতে কি লেখা আছে আমি জানিই না। চিঠিটা ফেবির লেখা।

রোজালিন্দ। আসল কথায় এস। তুমি হচ্ছ একেবারে বোকা, প্রেমে উন্মত্ত হয়ে বাছবিচার না করেই শেষ সীমায় চলে গেছ। আমি দেখেছি তার হাতের চামড়াটা খুব মোটা আর তামাটে রঙের। আমি ত প্রথমে ভেবেছিলাম হাতে সে তার পুরনো দস্তানা পরেছে, কিন্তু পরে দেখলাম, এটা তার হাত। তার হাতগুলো ঠিক পাকা গিন্নীর মত। যাইহোক, তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারছি, এ চিঠি তার লেখা নয়, এটা নিশ্চয় কোন পুরুষের পরিকল্পনা আর পুরুষ মানুষেরই হাতের লেখা।

সিলভিয়াস। আমি নিশ্চিতরূপে জানি, এটা ফেবির হাতের লেখা।

রোজালিন্দ। এ চিঠির ভাষা যেমনি কর্কশ বা অভদ্র তেমনিই নিষ্ঠুর। ঠিক যেন যুদ্ধে আহ্বান জানানো হয়েছে। খৃস্টানবিরোধী তুর্কীদের মত সে আমার বিরোধিতা করেছে। মেয়েরা সাধারণতঃ শান্ত ও ঠাণ্ডা মাথার হয়, এমন ভয়ঙ্কর রকমের অভদ্র কথা তারা মনে আনতেই পারে না। কথাগুলো উপর থেকে যাই মনে হোক না কেন, মনের উপর একবার প্রভাব ইথিওপিয়াবাসীর মতই কালো। তুমি কি শুনবে চিঠিটা?

সিলভিয়াস। না না, তোমাকে আর পড়তে হবে না। আমি এখনো এর কিছুই শুনিনি, তবে ফেবি মেয়েটা যে নিষ্ঠুর একথা অনেক শুনেছি।

রোজালিন্দ। সেই ফেবি আমাকে লিখল! দেখ দেখ, সেই নিষ্ঠুর মেয়েটা কেমন লিখেছে: (পড়তে শুরু করল)

স্বর্গের দেবতা তুমি রাখালের বেশে নেমে এলে
কুমারীর চিত্ত এক অগ্নিদাহে দগ্ধ করে দিলে।

আচ্ছা, এইভাবে কোন মেয়ে কোন পুরুষের নিন্দে করতে পারে?

সিলভিয়াস। এটাকে তুমি নিন্দে বলছ?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

রোজালিন্দ। দেবত্ব পরিহার করি শেষে
বাসনা এতই তোমার মানবকন্যার চিত্তনাশে ?
এমন নিন্দা এমন দোষারোপ কখনো শুনেছ ?
কত মানুষের প্রেমকটাক্ষ সয়ে গেছি অবিরল
কিন্তু আমায় টলাতে পারেনি রয়ে গেছি অবিকল।
আমাকে আবার পশু বলতে চেয়েছে !
চিত্তে যদি এত প্রেম জাগে তব শুধু আঁখিবিবে
প্রীতিস্নিগ্ধ দৃষ্টিশরে তব
কী মধুর পরিণাম হত অবশেষে !
ভৎ'সনা শুনে যদি এত ভালবাসি,
মধুর বচনে হত কী আনন্দরাশি।
এই প্রেমপত্র যে বয়ে নিয়ে যাবে
জানে না সে
মোর চিত্ত তব প্রেমে চিরদিন শুধু ভরে রবে।
তার হাতে বলে দিও হে যুবা সুজন,
আমার প্রেমেরে করো গ্রহণ অথবা বর্জন।
আমার প্রেমেরে যদি করগো বর্জন
মৃত্যুকে ভালবেসে করিব বরণ।

সিলভিয়াস। একে তুমি ভৎ'সনা বা নিন্দে বল ?

সিলিয়া। হায় হায়, মেষপালক !

রোজালিন্দ। তুমি যাকে করুণা করছ, ও করুণার মোটেই যোগ্য নয়। আচ্ছা রাখাল, তুমি এই ধরনের মেয়েকে এর পরেও ভালবাসবে। ও তোমাকে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে কতকগুলো মিথ্যে সুর বাজিয়ে যাবে আর তুমি তা সহ্য করবে ! না না, কখনই এটা সহ্য করা উচিত না। আচ্ছা তোমার যা খুশি করগে। কারণ আমি দেখছি প্রেম তোমায় বশীভূত করে এক পোষা সাপে পরিণত করে তুলেছে। তাকে গিয়ে বলগে, যদি সে আমায় ভালবাসে তাহলে সে যেন আমার প্রতি তার সেই ভালবাসা তোমাকে দান করে। আর তা যদি না করে তাহলে আমি একমাত্র তোমার অনুরোধ ছাড়া কখনো তার মুখদর্শন করব না। যদি তুমি প্রকৃত প্রেমিক হও তাহলে আর কোন কথা না বলে আমার কথামত কাজ করো, এখানে আরো লোক আসছে। (সিলভিয়াসের প্রস্থান)

অলিভারের প্রবেশ

অলিভার। নমস্কার হে ভদ্র সুজন। বলতে পার, এই বনের উপান্তে অলিভকুঞ্জে ঘেরা কোথায় একটি কুটির আছে ?

সিলিয়া। এখান থেকে পশ্চিম দিকে গিয়ে নিম্নভূমিতে এক কলস্বরা নদী

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাবে ; তার পারে ঘন ঝাউবন। তার বাঁ দিক ধরে কিছু দূর গেলেই পাবে সে কুটির। কিন্তু এখন ত সে কুটির বন্ধ, এখন সেখানে কেউ নেই।

অলিভার। মুখের কথা থেকে চোখের যদি কোন লাভ হয় অর্থাৎ মুখের কথায় যে নির্দেশ পেয়েছি তা চোখে দেখা বস্তুর সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চাই। দেহের বর্ণনা থেকে তোমাদের চিনবার চেষ্টা করি। তাদের বয়স পোষাক আশাকের যে বর্ণনা দিয়েছে তা হচ্ছে এইরকম: ছেলেটি সুন্দর, একটা নারীসুলভ ভাব আছে চেহারার মধ্যে, দেখে মনে হবে পূর্ণযুবতী বিবাহ-যোগ্যা কন্যা, আর তার সাথী মেয়েটি তার থেকে একটু মাথায় ছোট, গায়ের রংটা একটু বেশী তামাটে। আচ্ছা, আমি যে ঘরের কথা শুধাচ্ছিলাম তুমিই কি সে ঘরের মালিক নও ?

সিলিয়া। তুমি যখন প্রশ্ন করেছ তখন মিথ্যে বলব না, আমরা দুজনেই তার মালিক।

অলিভার। অর্ল্যাণ্ডো আমায় তোমাদের কাছে পাঠিয়েছে। আর যে যুবককে সে রোজালিন্দ বলে ডাকে তাকে সে এই রক্তমাখা রুমালটা দিতে বলেছে।

রোজালিন্দ। আমিই সেই যুবক। কিন্তু এর মানে আমরা কি করে বুঝব ?

অলিভার। এটা আমার পক্ষে সত্যিই বেশকিছুটা লজ্জার বিষয়। যখন জানতে পারবে আমি কে, কেন এবং কিভাবে এখানে এলাম এবং কোথায় এই রুমাল রক্তাক্ত হলো তখন তোমরা হয়ত আমাকেই লজ্জা দেবে।

সিলিয়া। আমি বলছি, তুমি তা বল।

অলিভার। অর্ল্যাণ্ডো যখন তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নেয় তখন সে এক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসবে বলে কথা দিয়েছিল। তিক্ত মধুর কল্পনা মনে ভাঁজতে ভাঁজতে সে বনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছিল। হঠাৎ পথের পাশে চোখ মেলে দেখে এক প্রকাণ্ড বুড়ো ওক গাছ যার কাণ্ড ও শাখাপ্রশাখা-গুলোতে সুদীর্ঘকালের বার্ধক্যের জন্য শ্যাওলা ধরে গেছে এবং যার মাথার উপরটা শুকিয়ে পাতা ঝরে গেছে, তার তলায় চুলদাড়িওয়ালা অপরিচ্ছন্ন একটি লোক চিৎ হয়ে শুয়ে আছে আর তার ঘাড়ের কাছে একটা সবুজ চকচকে সাপ ফণা দোলাচ্ছে আর লোকটা মুখ খুললেই তাকে ছোবল মারবে বলে সুযোগ খুঁজছে। কিন্তু হঠাৎ অর্ল্যাণ্ডোকে দেখতে পেয়েই সাপটা একটা ঝোপের মধ্যে চলে গেল। সেই ঝোপের মধ্যেও আবার একটা সিংহী ছিল দুই থাবা পেতে, মাটিতে মাথা রেখে বিড়ালের মত তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে ঘুমন্ত লোকটা কখন জাগবে তার অপেক্ষা করছিল। কারণ সিংহদের এমনই একটা রাজকীয় মেজাজ আছে যার জন্য তারা মৃতের মত দেখতে কোন প্রাণীকে শিকার করে না। এই দৃশ্য দেখে অর্ল্যাণ্ডো লোকটার দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখে লোকটা তার ভাই, তার বড় ভাই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সিলিয়া। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমরা তাকে সেই ভাইএর কথা অবশ্য বলতে শুনেছি। কিন্তু লোকটা এমনই অস্বাভাবিকভাবে নিষ্ঠুর যে তার তুলনা পাওয়াই যায় না।

অলিভার। তার বলার কোন দোষ নেই, সে ঠিকই বলেছে। আমিও জানি লোকটা সত্যিই অস্বাভাবিক।

রোজালিন্দ। কিন্তু অর্ল্যাণ্ডোর খবর কি? সে কি লোকটাকে সেই ক্ষুধার্ত সিংহীর মুখে একা ফেলে রেখে চলে এসেছে?

অলিভার। দু দুবার সে তাকে ফেলে চলে যাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু যে দয়া প্রতিশোধবাসনার থেকে সব সময়েই মহত্তর, যে স্বভাবসিদ্ধ উদারতা বাস্তব অবস্থার চাপের নাগালের অনেক ঊর্ধে, সেই দয়া আর উদারতাই তাকে সিংহীটার সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত করে। তবে সিংহীটাও খুব তাড়াতাড়ি জখম হয়ে পড়ে। তাদের লড়াইয়ের শব্দে আমি গভীর ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে উঠি।

সিলিয়া। তুমিই কি তার ভাই?

রোজালিন্দ। তোমাকেই সে কি উদ্ধার করেছে?

সিলিয়া। তুমিই কি এর আগে তাকে কতবার খুন করার চক্রান্ত করেছিলে?

অলিভার। আমিই অবশ্য সেই লোক; তবে সে হচ্ছে আগেকার আমি, এখনকার আমি নয়। এখন একথা স্বীকার করতে কোন লজ্জা নেই যে আমি আগে ওই ধরনের লোক ছিলাম বটে কিন্তু এখন আমি একেবারে পাল্টে গেছি, এখন আমি এক নতুন ও মধুর জীবনের আস্বাদ পেয়েছি।

রোজালিন্দ। কিন্তু রুমালটা রক্তাক্ত হলো কি করে?

অলিভার। একে একে বলছি। দুই ভাই-এর দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত জল ঝরতে লাগল দুজনের চোখে। আমি তাকে কেমন করে এই বনে এসেছি তা সংক্ষেপে বললাম। অবিরল অশ্রুধারায় পরিস্নাত হয়ে উঠল আমার প্রতিটি কথা। তারপর সে আমায় নিয়ে গেল ডিউকের কাছে। তিনি কিছু খাদ্য আর পোষাক দিয়ে আপ্যায়ন করলেন আমায়। ভ্রাতৃপ্রেমের বন্ধনে আমাদের দুই ভাইকে এক করে বেঁধে দিলেন তিনি। তারপর অর্ল্যাণ্ডো আমায় নিয়ে গেল তার গুহাতে। সেখানে গায়ের জামা খুলতেই দেখা গেল তার বাহু থেকে খানিকটা মাংস সিংহীটা ছিঁড়ে নিয়েছে; সমস্তক্ষণ তাই রক্ত ঝরছিল। এরপর সে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল এবং মূর্চ্ছার মাঝেই সে রোজালিন্দের নাম করছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি তাকে সুস্থ করে তুললাম, তার হাতটা বেঁধে দিলাম। আরও কিছুক্ষণ পর তার বুকের হৃৎপিণ্ডটা একটু সুস্থ সবল হয়ে উঠলে সে আমায় এখানে পাঠাল আপনাদের পুরোপুরি সব ঘটনাটা জানাবার জন্যে। আপনাদের সঙ্গে আমার কোন পরিচয় নেই কি না তাই সবকিছু খুলে বললাম। এবার আশা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করি আপনারা তাকে তার ভঙ্গ প্রতিশ্রুতির জন্য ক্ষমা করবেন। আর এই জন্য সে যাকে খেলাচ্ছলে রোজালিন্দ বলে ডাকে সেই রাখাল যুবককে তারই রক্তে ভেজা এই রুমালটা দেবার জন্যে দিয়েছে।

(রোজালিন্দ মূর্ছিত হয়ে পড়ল)

সিলিয়া। কি হলো, গ্যানিমীড। গ্যানিমীড কথা বলো।

অলিভার। রক্ত দেখলে অনেকেই মূর্ছা যায়।

সিলিয়া। এ ছাড়াও এর মধ্যে আরো ব্যাপার আছে। গ্যানিমীড বোন আমার।

অলিভার। দেখ, দেখ, সে সুস্থ হয়ে উঠছে।

রোজালিন্দ। আমায় ঘরে নিয়ে গেলে ভাল হত।

সিলিয়া। আমরা তোমাকে ঘরেই নিয়ে যাব। আমার অনুরোধ আপনি দয়া করে ওর হাতটা একবার ধরুণ।

অলিভার। মনটাকে চাঙ্গা করে তোল যুবক। তুমি একজন পুরুষ মানুষ। কিন্তু মনে তোমার পুরুষোচিত তেজ কোথায়?

রোজালিন্দ। হ্যাঁ, আমি স্বীকার করছি, আমার মনে তেজ নেই। কিন্তু যে কেউ দেখলেই বুঝতে পারবে আমি বেশ নিখুঁতভাবে ভান করেছিলাম। তোমার ভাইকে গিয়ে বলবে কেমন চমৎকারভাবে আমি মূর্ছার ভান করেছিলাম। হাঃ হাঃ হাঃ।

অলিভার। না না, এটাকে কখনই মূর্ছার ভান বলে না। তোমার চোখ মুখ দেখে বেশ বোঝা যায় তার প্রতি তোমার সহানুভূতি একেবারে খাঁটি।

রোজালিন্দ। না না, আমি বলছি এটা ভান।

অলিভার। ঠিক আছে, তাই যদি হয়, তাহলে এবার বেশ শক্ত হয়ে ভান করে পুরুষের মত পুরুষ হও।

রোজালিন্দ। তাই না হয় করছি। কিন্তু রাত্রির মত অন্ততঃ যদি নারী হতাম ত ভাল হত।

সিলিয়া। এই যে তোর মুখ ক্রমশই মলিন হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা মশাই, আপনিও দয়া করে আমাদের বাড়ির দিকে চলুন। আমাদের সঙ্গে চলুন।

অলিভার। হ্যাঁ, আমি যাব কারণ রোজালিন্দ, তুমি আমার ভাইকে ক্ষমা করেছ কি না সে খবরটা তাকে গিয়ে দিতে হবে।

রোজালিন্দ। উত্তর একটা যাহোক দেব। শুধে তোমাকে আমার মিনতি, তোমার ভাইকে যেন আমার ভান করার কথাটা ভালভাবে বুঝিয়ে বলো। তুমি কি আমাদের সঙ্গে যাবে? তাহলে এস।

(সকলের প্রস্থান)

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

☐ পঞ্চম অঙ্ক ☐

প্রথম দৃশ্য। বনভূমি।

টাচস্টোন ও অদারীর প্রবেশ

টাচস্টোন। ধৈর্য ধরো, লক্ষ্মী অদারী, আমরা বিয়ে করার অনেক সময় পাব।

অদারী। আমার মনে হয়, বুড়ো লোকটা যাই বলুক না কেন, পুরোহিতটা ভাল ছিল।

টাচস্টোন। না অদারী, অলিভার লোকটা দুষ্ট প্রকৃতির। মার্টেক্সট সত্যিই বদমায়েস। কিন্তু অদারী, এই বনেতে একটা ছোকরা আছে যে তোমার উপর তার দাবি জানাচ্ছে।

অদারী: ও. আমি জানি কে, আসলে আমার প্রতি তার কোন আগ্রহই নেই। তুমি যার কথা বলছ সে এখানেই আসছে।

উইলিয়মের প্রবেশ

টাচস্টোন। মদ আর মাংস পেলে যেমন হয় কোন ভাঁড়ের দেখা পেলে তেমনি আমার মনে হয়। আমি সত্যি করে বলছি, আমাদের যাদের বুদ্ধি আছে তারা তাড়াতাড়ি যেকোন কথার জবাব দিতে পারে। আমরা মানুষকে দেখলেই ঠাট্টা বিদ্রূপ করবই, আমরা চুপ করে থাকতে পারি না।

উইলিয়ম। কেমন, ভাল আছ ত অদারী!

অদারী। ঈশ্বরের কৃপায় আশা করি তুমিও ভাল আছ উইলিয়ম।

উইলিয়ম। মহাশয়, আপনাকে নমস্কার।

টাচস্টোন। নমস্কার বন্ধু। তবে শীগ্‌গির তোমার মাথা ঢাকা দাও। ঢাকা দাও না সত্যি বলছি, কথা শোন, মাথা আঢাকা রেখো না। তোমার বয়স কত হলো?

উইলিয়ম। পঁচিশ বছর।

টাচস্টোন। বয়সটা ঠিকই উপযুক্ত। তোমার নাম উইলিয়ম না?

উইলিয়ম। আমার নাম উইলিয়ম।

টাচস্টোন। তোমার নামটাও ভাল। তোমার জন্ম কি এই বনেই হয়েছে?

উইলিয়ম। আজ্ঞে হ্যাঁ, ঈশ্বরকে এজন্য ধন্যবাদ।

টাচস্টোন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, বাঃ খাসা উত্তর ত। তোমরা কি ধনী লোক?

উইলিয়ম। আজ্ঞে ধনী মানে, একরকম।

টাচস্টোন। একরকম। বেশ ভাল, খুব ভাল। তবে পুরোপুরি ধনী নয় বলে একেবারে ভালও বলা যায় না। কারণ ওরা একরকম ধনী। তোমার কি জ্ঞান বুদ্ধি আছে?

উইলিয়ম। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার জ্ঞানই বুদ্ধি আছে।

টাচস্টোন। কেন তুমি ভাল বললে। আমার একটা প্রবাদবাক্য মনে পড়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গেল, একমাত্র বোকারাই মনে করে তারা জ্ঞানী, কিন্তু যারা প্রকৃত জ্ঞানী তারা নিজেদের বোকা বোকা ভাবে। এক নাস্তিক দার্শনিক ছিলেন, তাঁর আঙ্গুর খাবার ইচ্ছে হলেই তাঁর মুখ হাঁ করতেন আর মুখে আঙ্গুরটা পুরে দিতেন। তার মানে তিনি বলতেন আঙ্গুরের জন্ম হয়েছে তাকে খাবার জন্যে আর ঠোঁটের ধর্ম হচ্ছে হাঁ করা। তুমি কি এই কুমারী মেয়েটিকে ভালবাস?

উইলিয়ম। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি ভালবাসি।

টাচস্টোন। দাও, তোমার হাত দাও। তুমি কি লেখাপড়া শিখেছ?

উইলিয়ম। আজ্ঞে না।

টাচস্টোন। তাহলে আমার কাছে শেখ। কোন কিছু চাওয়া মানেই পাওয়া নয়। আর একদিকে পাওয়া মানেই আর একদিকে না পাওয়া। অলঙ্কারশাস্ত্রের বিধিতে বলে, পেয়ালা থেকে গ্লাসে পানীয় জল ঢাললে গ্লাসটা ভর্তি হয় বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পেয়ালাটা খালি হয়। তার মানে একই সঙ্গে একই জিনিসকে দুজনে পেতে পারে না। সব পণ্ডিতরাই বলে থাকেন, অহং মানেই তিনি। এখন দেখ, তুমি অহং নও, আর তিনিও নও। আমি হচ্ছি অহং, সুতরাং আমিই তিনি।

উইলিয়ম। কে তিনি?

টাচস্টোন। সেই তিনি যিনি নারীকে বিয়ে করবেন। সুতরাং মূর্খ মশাই কেটে পড়ুন। মোটা কথায় বলতে গেলে বলতে হয় এই মেয়েটির সাহচর্য ত্যাগ করো, আর তোমাদের ভাষায় যার মানে হলো মেয়েটির সঙ্গ ছাড়ো। সব মিলিয়ে আসল কথা হলো, এই মেয়েটির সঙ্গ ছাড়ো আর যদি না ছাড়ো ত তুমি বিনষ্ট হয়েছ। যাতে আরো ভাল করে বুঝতে পার তারজন্য বলতে হয় তুমি মরবে। তার মানে আমি তোমাকে হত্যা করব, সরিয়ে ফেলব পৃথিবী থেকে, তোমার জীবনকে মৃত্যুতে পরিণত করব, তোমার স্বাধীনতাকে পরিণত করব বন্ধনে। আমি তোমায় বিষ প্রয়োগ করব অথবা লাঠিঘায়ে প্রহার করব অথবা কোন ইস্পাতের ছুরি দিয়ে তোমায় খতম করব। তোমার সঙ্গে ঝগড়ার খাতিরে তর্ক করব, তর্কে পরাস্ত করব। একটা দুটো নয়, আমি তোমায় দেড়শো উপায়ে মারব। সুতরাং ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সরে পড়।

অদারী। তাই কর লক্ষ্মী উইলিয়ম।

উইলিয়ম। ভগবান আপনাদের সুখী করুন। (প্রস্থান)

কোরিণের প্রবেশ

কোরিণ। আমাদের দাদাবাবু আর দিদিমণি তোমায় ডাকছে।

টাচস্টোন। চল চল, পা চালিয়ে তাড়াতাড়ি চল অদারী। যাচ্ছি যাচ্ছি।

(সকলের প্রস্থান)

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দ্বিতীয় দৃশ্য। বনভূমি।

অর্ল্যাণ্ডো ও অলিভারের প্রবেশ

অর্ল্যাণ্ডো। এই সামান্য পরিচয়ে ও আলাপেই তাকে তোমার ভাল লেগে গেল—এটা কি সম্ভব? দেখার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে ভালবেসে ফেললে? আর ভালবাসা মানেই তাকে প্রেমের কথা শোনানো, তার সম্মতি আদায় করা। তুমি কি সত্যিই তাকে পাবার জন্য চেষ্টা করবে?

অলিভার। দেখ, আমাদের স্বল্প পরিচয় থেকে তার প্রতি আমার কামনার তীব্রতা, তার সম্মতি এবং আমাদের আকস্মিক প্রেমবিনিময়—এসব বিষয়ে কোন প্রশ্ন করো না। শুধু আমার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বল আমি এ্যালিয়েনাকে ভালবাসি; আবার তার সঙ্গে এক কণ্ঠে বল, সে আমায় ভালবাসে। আমাদের দুজনের কথায় সায় দিয়ে বল, আমরা দুজনে যেন চিরদিনের জন্য সুখভোগ করে যেতে পারি। এতে তোমারও ভাল হবে। কারণ আমার পিতা স্যার রোলাণ্ড তাঁর উইলে বাড়ি ঘর ও যেসব বিষয় সম্পত্তির উল্লেখ করে গেছেন তা সব আমি তোমায় দিয়ে দেব আর আমি চিরকাল এই বনেই রাখালদের মত থেকে যাব।

অর্ল্যাণ্ডো। আমি মত দিলাম। কালই তোমাদের বিয়ে হয়ে যাক। এ বিয়েতে আমি ডিউক আর তাঁর সঙ্গীদের নিমন্ত্রণ করব। তুমি গিয়ে এ্যালিয়েনার সঙ্গে বোঝাপড়া করো। এখানে আবার ঐ দেখ, আমার রোজালিন্দ আসছে।

রোজালিন্দের প্রবেশ

রোজালিন্দ। ভগবান আপনাদের মঙ্গল করুন দাদা।

অলিভার। নমস্কার ভাই। (প্রস্থান)

রোজালিন্দ। ও আমার প্রাণের বন্ধু অর্ল্যাণ্ডো, তোমার বুকে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা দেখতে আমার কত কষ্ট হচ্ছে মনে।

অর্ল্যাণ্ডো। না, না, না বুক নয়ত, আমার হাত।

রোজালিন্দ। আমি ভেবেছিলাম সিংহের থাবায় তোমার বুকটা আহত হয়েছে।

অর্ল্যাণ্ডো। হ্যাঁ, আহত হয়েছে বটে তবে তা সিংহের থাবায় নয়, কোন এক নারীর দৃষ্টিশরে।

রোজালিন্দ। তোমার ভাই তোমাকে বলেছে তোমার রক্তমাখা রুমাল দেখে আমি কেমন মূর্ছার ভান করেছিলাম?

অর্ল্যাণ্ডো। হ্যাঁ বলেছে। কিন্তু তার থেকে আরো বিস্ময়ের কারণ আছে।

রোজালিন্দ। আমি জানি তুমি কি বলতে চাইছ। না না, সত্যিই এটা আশ্চর্যের কথা। সবচেয়ে দ্রুত আর আকস্মিক ব্যাপার হলো দুটো ভেড়ার মারামারি আর সীজারের রাজ্যজয়। সীজার দম্ভোক্তি করে বলতেন, 'আমি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এসেছি, আমি দেখেছি, আমি জয় করেছি।' এদের প্রেমের ঘটনাটাও ঠিক এমনি দ্রুত আর এমনি আকস্মিক। তোমার ভাই আর আমার বোন দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দুজনে দুজনের পানে নিবিড়ভাবে তাকিয়েছে, তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে ভালবেসেছে, ভালবাসতে না বাসতে দুজনে দুজনের বিরহে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে, সঙ্গে সঙ্গে তার কারণ জানতে চেয়েছে আর কারণ জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিকারের চেষ্টা করেছে। এইভাবে তারা ধীরে ধীরে প্রেমের সিঁড়ি বেয়ে বিয়ের সুউচ্চ স্তরে উঠে গেছে। তারা প্রেমের কোপে পড়ে গেছে এবং তারা মিলবেই। লাঠির আঘাতেও তাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না।

অর্ল্যাণ্ডো। ওদের কালই বিয়ে হবে এবং ডিউককে ডেকে এনে ওদের বিয়ে দেওয়াব! কিন্তু অপরের চোখ দিয়ে সুখকে দেখা যে কত দুঃখের তা যদি বুঝতে! আগামীকাল যতই ভাবব, আমার ভাই তার আকাংখিত বস্তুকে পেয়ে কত সুখী হয়েছে, ততই আরো দুঃখের ভারে ভারাক্রান্ত হব আমি।

রোজালিন্দ। কেন, কাল আমিও তোমার রোজালিন্দকে পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

অর্ল্যাণ্ডো। দেখ, শুধু একটা মানুষের কথা ভেবে ভেবে আর বাঁচতে পারি না।

রোজালিন্দ। আমি আর তাহলে তোমায় বৃথা কথা বলিয়ে ক্লান্ত করব না। তুমি জেনে রাখ এখন আমি সত্যিই কাজের কথা বলছি। আমি জানি তুমি ভদ্র ও সৎ মনোভাবাপন্ন। তুমি আমায় ভালভাবেই জান, সুতরাং নতুন করে তুমি আমার বুদ্ধির পরিচয় পাবে অথবা তুমি আমায় আরো বেশী করে শ্রদ্ধা করবে—এজন্য কিন্তু আমি একথা বলছি না। আমি শুধু তোমার ভাল করতে চাই এবং তার প্রতিদানে আমাকে কিছুই দিতে হবে না। তবে বিশ্বাস করো, আমি অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারি। আমার বয়স যখন তিন তখন থেকে এক ওস্তাদ যাদুকরের কাছে আমি যাদুবিদ্যা শিখে আসছি। লোকটা এ বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী, অথচ খারাপ নয়। সেই বিদ্যার বলে বলছি, যদি তুমি তোমার রোজালিন্দকে সমস্ত অন্তর দিয়ে নিবিড়ভাবে ভালবাস, তোমার হাবভাব দেখে যা মনে হয়, তাহলে কাল তোমার ভাই-এর সঙ্গে এ্যালিয়েনায় যখন বিয়ে হবে তখন রোজালিন্দকে তুমিও বিয়ে করতে পারবে। আমি জানি ভাগ্যের বিধানে আজ সে কি অবস্থার মধ্যে পড়েছে এবং তোমার যদি কোন অসুবিধা না থাকে তাহলে কাল তাকে সশরীরে নিরাপদে তোমার চোখের সামনে হাজির করানো আমার পক্ষে মোটেই অসম্ভব হবে না।

অর্ল্যাণ্ডো। ঠাট্টা করছ না ত? একথা সত্যি করে বলছ ত?

রোজালিন্দ। যদিও আমি নিজেকে যাদুকর বলে পরিচয় দিয়েছি তথাপি যে জীবন আমি সবচেয়ে ভালবাসি আমার সেই জীবনের নামে শপথ করে

www.BanglaBook.org

বলছি, একথা সত্য। সুতরাং ভাল পোষাক পরো, বন্ধুবান্ধবদের নেমন্তন্ন করো, কারণ যদি তুমি চাও তাহলে কাল তোমার সঙ্গে রোজালিন্দের বিয়ে হবেই।

সিলভিয়াস ও ফেবির প্রবেশ

ওই দেখ, এখানে আবার আমার একজন প্রেমিকা আর সেই প্রেমিকার একজন প্রেমিক আসছে।

ফেবি। আচ্ছা যুবক, আমি যে চিঠিটা তোমায় লিখেছিলাম, সেটা তুমি অপরকে দেখিয়ে আমার প্রতি অন্যায় করেছ।

রোজালিন্দ। যদি তা করে থাকি আমি তা গ্রাহ্য করি না। আমি ইচ্ছা করেই তোমার প্রতি অভদ্র ও অবজ্ঞাসূচক ব্যবহার করেছি। একজন বিশ্বস্ত রাখাল তোমাকে সত্যি সত্যিই ভালবাসে; তার দিকে তাকাও, তাকে ভালবাস, সে তোমার আরাধনা করেছে তোমায় পাবার জন্য।

ফেবি। লক্ষ্মী রাখাল, ভালবাসা কি জিনিস তা এই ছোকরাকে বুঝিয়ে দাও।

সিলভিয়াস। ভালবাসা মানেই শুধু দীর্ঘশ্বাস আর অশ্রুজল ফেলা। ফেবির জন্যে আমি তাই করে চলেছি।

ফেবি। আমিও গ্যানিমীডের জন্যে তাই করে চলেছি।

অর্ল্যাণ্ডো। আমিও রোজালিন্দের জন্যে তাই করে চলেছি।

রোজালিন্দ। আমি কিন্তু কোন নারীর জন্যে তা করছি না।

সিলভিয়াস। ভালবাসা মানেই অকুণ্ঠ বিশ্বাস আর অক্লান্ত সেবা। ফেবির জন্যে সে বিশ্বাস আর সেবায় পরিপূর্ণ আমার অন্তর।

ফেবি। গ্যানিমীডের জন্যে আমার অন্তরও তাই।

অর্ল্যাণ্ডো। রোজালিন্দের জন্যে আমারও সেই অবস্থা।

রোজালিন্দ। কোন নারীকেই আমার দেবার কিছু নেই।

সিলভিয়াস। প্রেম হচ্ছে স্বপ্ন দিয়ে রচনা করা অফুরন্ত কামনা বাসনা দিয়ে গড়া এক বস্তু। প্রেম শুধু আরাধনা, একনিষ্ঠ কর্তব্যপালন, ধৈর্য অধৈর্যে মেশা শুধু এক নম্রতা, তিতিক্ষা, পবিত্রতা আর শুধুই বশ্যতা। ফেবির প্রতি সেই প্রেমে ভরা আছে আমার অন্তর।

ফেবি। গ্যানিমীডের প্রতি সেই প্রেম আমার অন্তরে।

অর্ল্যাণ্ডো। রোজালিন্দের জন্য আমারও সেই অবস্থা।

রোজালিন্দ। কোন নারীর জন্য আমি কিন্তু কোন প্রেম অনুভব করি না।

ফেবি। (রোজালিন্দের প্রতি) তাই যদি হয় তাহলে তোমাকে ভালবাসার জন্য আমায় দোষ দিচ্ছ কেন?

সিলভিয়াস। তাই যদি হয় তাহলে তোমাকে ভালবাসার জন্য আমায় দোষ দিচ্ছ কেন?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অর্ল্যাণ্ডো। তাই যদি হয় তাহলে তোমাকে ভালবাসার জন্য আমায় দোষ দিচ্ছ কেন?

রোজালিন্দ। তুমিও আমায় একথা বলছ কেন, তোমাকে ভালবাসার জন্য আমায় দোষ দিচ্ছ কেন?

অর্ল্যাণ্ডো। আমি বলছি তাকে যে এখানে নেই আর যে আমার কথা শুনতে পাচ্ছে না।

রোজালিন্দ। যাক, দোহাই তোমাদের আর এসব কথা তুলো না। এ যেন চাঁদের পানে তাকিয়ে আইরিশ নেকড়েদের অবুঝ চীৎকার। (সিলভিয়াসের প্রতি) আমি সাধ্যমত তোমায় সাহায্য করব। (ফেবির প্রতি) যদি পারি ত তোমায় ভালবাসব। কাল আমার সঙ্গে তোমরা সবাই মিলে দেখা করবে। (ফেবির প্রতি) যদি আমি কোন নারীকে বিয়ে করি তাহলে কাল আমি তোমায় বিয়ে করব। (অর্ল্যাণ্ডোর প্রতি) যদি কখনো আমি কোন মানুষকে সন্তুষ্ট করে থাকি তাহলে কাল তোমায় সন্তুষ্ট করব। (সিলভিয়াসের প্রতি) কাল আমি তোমায় সন্তুষ্ট করব, অবশ্য যদি তোমার কামনার ধন পেলে সন্তুষ্ট হও। (অর্ল্যাণ্ডোর প্রতি) যেহেতু তুমি রোজালিন্দকে ভালবাস, কাল দেখা করো। (সিলভিয়াসের প্রতি) যেহেতু তুমি ফেবিকে ভালবাস দেখা করো। আর যেহেতু আমি কোন নারীকেই ভালবাসি না আমিও মিলিত হব। সুতরাং এখন বিদায়। তোমরা সব যাও, আমার যা বলার বলে দিয়েছি।

তৃতীয় দৃশ্য। বনভূমি।

টাচস্টোন ও অদারীর প্রবেশ

টাচস্টোন। কাল আমাদের পক্ষে খুবই আনন্দের দিন।

অদারী। কাল আমাদের বিয়ে হবে। সমস্ত অন্তর দিয়ে আমি এ বিয়ে চাই। আর কোন নারীর পক্ষে ঘরসংসার করতে চাওয়া খারাপ কিছু না। নির্বাসিত ডিউকের দুজন লোক এদিকে আসছে।

দুজন ভৃত্যের প্রবেশ

প্রথম ভৃত্য। দেখা হয়ে গেল ভালই হলো মশাই।

টাচস্টোন। সত্যিই ভাল হলো। বস বস, একটা গান করো।

দ্বিতীয় ভৃত্য। আমরা আপনার জন্যেই এসেছি। আপনি আমাদের দুজনের মাঝখানে বসুন।

১ম ভৃত্য। আমরা কি হাত দিয়ে তালি রাজাকে না চেলাবো? থুথু ফেলব না কি বলব আমাদের গলাটা আজ খারাপ। যারা বাজে গায়ক, যাদের গলা খারাপ তারা সাধারণতঃ গানের আগে এইসব ভূমিকা করে থাকে।

২য় ভৃত্য। ঠিক আছে শোন শোন, একই সঙ্গে চড়ে-খাওয়া দুটো বেদের মত আমরা দুজনে একসঙ্গে গলা মিলিয়ে গাই।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গান

এক যে ছিল প্রেমিক কিশোর প্রেমিকা কিশোরী
তাদের মুখে ছিল সকল সময় হাসির ছড়াছড়ি।
সবুজ ক্ষেতের বুকে বুকে
তারা পথ চলত হাসিমুখে
ক্ষেপা ফাগুন ছড়িয়ে দিত প্রেমের মাধুরী
হা হা হা, হি হি হি আহা মরি মরি॥
মাঠের চাষী থাকত শুয়ে যবের ক্ষেতের ধারে
প্রেমিক যেত মনের সুখে নীরব অভিসারে।
ভুলে যেত সকল কথা
সকল দুখ আর সকল ব্যথা
ভাসত সুখে নিরবধি এই কথাটি স্মরি
আহা জীবন যেন ফুলের মতন স্বপন-মঞ্জরি।
সবার চেয়ে আনন্দময় প্রেমিকযুগল ভাবে
মলয়পবন-রথে চড়ে ফাগুন আসে যবে।
এক যে ছিল প্রেমিক কিশোর প্রেমিকা কিশোরী
তাদের মুখে ছিল সকল সময় হাসির ছড়াছড়ি।
হা হা হা, হি হি হি, আহা মরি মরি॥

টাচস্টোন। সত্যি কথা বলতে কি তোমাদের গানের বাণীতে এমন কিছু বড় কথাবস্তু নেই, আবার সুরটাও মোটেই ভাল নয়।

১ম ভৃত্য। আপনি বুঝতে পারেননি মশাই। ঠিক সময়ে ধরেছি আর ছেড়েছি। একটুও তাল নষ্ট করিনি।

টাচস্টোন। তাই হলো। এইরকম বাজে গান শোনা মানেই সময় নষ্ট করা, তার উপর আবার তাল শুণতে যাব! ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন, তোমাদের গলাটা একটু ভাল করো।

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য। বনভূমি।

ডিউক সিনিয়র, এ্যামিয়েন্স, জ্যাক, অর্ল্যাণ্ডো, অলিভার ওসিলিয়ার প্রবেশ

ডিউক। তুমি কি মনে কর অর্ল্যাণ্ডো ছোকরাটা যা যা বলেছে তা সব পারবে?

অর্ল্যাণ্ডো। আমি কখনো বিশ্বাস করি, আবার কখনো বিশ্বাস করি না। ভয়ার্ত মানুষ যেমন কখনো আশা করে আবার কখনো বা ভয়ে কাতর হয়, আমারও ঠিক তেমনি অবস্থা।

রোজালিন্দ, সিলভিয়াস ও জৈবির প্রবেশ

রোজালিন্দ। একটু থামুন, ধৈর্য ধরুন, আমি আমার কথা রাখছি। আচ্ছা

www.BanglaBook.org

আপনি নাকি বলেছেন যদি আমি রোজালিন্দকে এখানে আনতে পারি আপনি তাহলে তাকে অর্ল্যাণ্ডোকে সমর্পণ করবেন।

ডিউক। হাঁা, আমি তা করব এবং আমার রাজ্য থাকলে আমার মেয়ের সঙ্গে তাকে তাও দিতাম।

রোজালিন্দ। আর তুমিও নাকি বলেছ, আমি তাকে আনলে তুমি তাকে গ্রহণ করবে?

অর্ল্যাণ্ডো। হাঁা, জগতের সমস্ত রাজ্যের রাজা হলেও আমি তাকে গ্রহণ করব।

রোজালিন্দ। (ফেবির প্রতি) আর তুমি নাকি বলেছ আমি ইচ্ছা করলে তুমি আমায় বিয়ে করবে?

ফেবি। হাঁা, ঠিক পরের মুহূর্তে মরে গেলেও আমি তোমাকে বিয়ে করব।

রোজালিন্দ। কিন্তু যদি তুমি আমাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করো কোন কারণে তাহলে কিন্তু এই বিশ্বস্ত রাখালকে তোমার স্বামীত্বে বরণ করতে হবে।

ফেবি। তাই অবশ্য কথা হয়েছে।

রোজালিন্দ। তুমি নাকি বলেছ সে চাইলে তুমি ফেবিকে গ্রহণ করবে?

সিলভিয়াস। তাকে পাওয়ার পর মৃত্যুকেও যদি বরণ করতে হয় তাতেও আমি রাজী আছি।

রোজালিন্দ। আমি এইসব সমস্যার সমাধান করব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। হে ডিউক, কন্যাদান করে আপনি আপনার কথা রাখুন, অর্ল্যাণ্ডো, তুমি তাঁর কন্যাকে গ্রহণ করে কথা রাখো। ফেবি, আমি বিয়ে না করলে বা আমাকে তুমি বিয়ে করতে না চাইলে এই রাখালকে বিয়ে করবে বলে যে কথা দিয়েছ সেকথা রাখো, সিলভিয়াস, আমাকে সে বিয়ে করতে না চাইলে তুমি ফেবিকে বিয়ে করবে বলে যে কথা দিয়েছ সেকথা রাখবে। তোমাদের সকলের সব সংশয় নিরসন করার জন্য আমি এখান থেকে একবার যাচ্ছি। (রোজালিন্দ ও সিলিয়ার প্রস্থান)

ডিউক। এই রাখাল যুবকের মধ্যে আমার মেয়ের চেহারার কিছু কিছু সাদৃশ্য খুঁজে পাচ্ছি।

অর্ল্যাণ্ডো। স্যার, আমি যখন ওকে প্রথম দেখি, তখন ভেবেছিলাম ও বোধ হয় আপনার মেয়ের আপন ভাই। কিন্তু স্যার, ও এই বনেই জন্মেছে এবং যাদুবিদ্যায় পারদর্শী, ওর এক কাকার কাছে যাদুবিদ্যা শিখেছে। এই বনের মাঝেই সীমাবদ্ধ ওদের জীবন।

টাচস্টোন ও অদারীর প্রবেশ

জ্যাক। সমস্যার জোয়ারে ভাসতে ভাসতে আর একজোড়া দম্পতি আমাদের এই সমাধানের তরীর দিকে এগিয়ে আসছে বলে মনে হচ্ছে। দেখে মনে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হচ্ছে যেন দুটি অদ্ভুত জন্তু, যদিও লোকে বলে ওরা ভাঁড়।

টাচস্টোন। আপনাদের সকলকে নমস্কার।

জ্যাক। স্যার, ওকে আহ্বান করুন। বিচিত্র মনোভাবের এই ভদ্রলোকের সঙ্গে বনে আমার প্রায়ই দেখা হত। ও নাকি বলে ও একদিন রাজসভার সভাসদ ছিল।

টাচস্টোন। আমার একথায় যদি কেউ সন্দেহ করে ত আমার কাছে নিয়ে আসুন, আমি তাকে শুধরে দেব। আমি একটি অন্ততঃ ভাল নাচ নেচেছি, আমি এক ভদ্রমহিলার স্তুতিগান করেছি, আমি আমার বন্ধুর সঙ্গে কূটনীতির খেলা খেলেছি, আবার শত্রুর সঙ্গে মোলায়েম ব্যবহার করেছি, আমি তিন তিনজন দর্জিকে অপ্রস্তুত করেছি। আমি চারটি ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছি এবং একটা ঝগড়ায় লড়াই করার জন্য আমি প্রস্তুত আছি।

জ্যাক। কেমন করে তুমি ঝগড়া করেছিলে?

টাচস্টোন। আমার প্রতিপক্ষের সঙ্গে দেখা হতেই বুঝতাম ঝগড়াটা হচ্ছে সপ্তম কারণ নিয়ে।

জ্যাক। সপ্তম কারণ আবার কি? স্যার, লোকটিকে পছন্দ করুন।

ডিউক। লোকটিকে আমার খুবই ভাল লেগেছে।

টাচস্টোন। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন স্যার, আপনাকেও আমার পছন্দ হয়েছে। অন্যান্য গ্রাম্য প্রণয়ী যুগলের মাঝে আমিও এখানে এসেছি বিয়ের শপথবাক্য উচ্চারণ করতে। মানুষ সাধারণতঃ বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং পরে রক্তের তাড়নায় সে বন্ধন নিজেই ছিন্ন করে। দরকার হলে আমিও তাই করব, আমার প্রতিশ্রুতি আমি নিজেই ভাঙ্গব। যাই হোক স্যার, এই বেচারী কুমারী মেয়েটিকে দেখতে খারাপ হলেও এ আমার নিজস্ব, যাকে অন্য কেউ গ্রহণ করবে না তাকে গ্রহণ করার জন্য আমার অদ্ভুত খেয়াল হয়েছে। নোংরা শুক্তির মাঝে যেমন মুক্তা থাকে তেমনি অনেক সময় কুরূপ মানুষের মাঝেও অমূল্য সততা বাস করে।

ডিউক। লোকটি ভাল কথা বেশ তাড়াতাড়ি বলতে পারে।

টাচস্টোন। চাটুকারী ভাঁড়দের কাছে এই কথার রোগ বড় মধুর স্যার।

জ্যাক। কিন্তু সপ্তম কারণের ব্যাপারটা কি? আর সপ্তম কারণ দিয়ে কি করেই বা ঝগড়া করলে?

টাচস্টোন। সাতবার একটা মিথ্যে কথা হাতবদল করা হয়েছিল। তোমার দেহটা একটু ভাল করে ঢেকে রাখো অরণ্যচারী। হ্যাঁ এইভাবে স্যার। কোন এক সভাসদের দাড়ির ছাঁট আমার ভাল লাগেনি। তিনি আমার জবাবে বললেন, আমার মতে তার দাড়ি ঠিক ছাঁটা না হলেও তাঁর মনে হচ্ছে ঠিকই ছাঁটা হয়েছে। একেই বলা হয় ভদ্র জবাব। এরপরেও আমি যদি বলতাম ঠিক ছাঁটা হয়নি তাহলে তিনি যদি বলতেন তিনি নিজেকে খুশি করার জন্যই

www.BanglaBook.org

ওইভাবে ছেঁটেছেন তাহলে সেটা হত বিনীত জবাব। এর পরেও যদি বলতাম ঠিক হয়নি তাহলে তিনি তর্কে আমার বিচারশক্তিকে পরাস্ত করতেন এবং সেটা হত ক্রুদ্ধ জবাব। এরপর আমি ঠিক হয়নি বললে তিনি যদি উত্তর করতেন আমি সত্য কথা বলছি না তাহলে সেটা হত বীরের জবাব। তারপর আমি একথা বললে উনি বলতেন আমি মিথ্যা বলছি এবং সেটা হত বিবাদী জবাব এবং এইভাবে আমরা চলে যেতাম ঘটনাচক্রজনিত মিথ্যা থেকে প্রত্যক্ষ মিথ্যার প্রসঙ্গে।

জ্যাক। আর কতবার বলেছিলে যে তার দাড়ির ছাঁট ঠিক হয়নি?

টাচস্টোন। ঘটনাচক্রজনিত মিথ্যার পর আমি আর এগোতে সাহস করিনি আর তিনিও আমায় প্রত্যক্ষ মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করতে সাহস পাননি। যাই হোক আমরা তাড়াতাড়ি করে সরে পড়েছিলাম।

জ্যাক। তুমি কি মিথ্যার শ্রেণীবিভাগটা ঠিকমত সাজিয়ে দিতে পার?

টাচস্টোন। আপনাদের ভদ্র আচরণ শেখার জন্য বই আছে, আমাদেরও তেমনি ঝগড়া শেখার জন্য বই আছে। আর সেইমতই আমরা ঝগড়া করি। প্রথমে হলো ভদ্র মিথ্যা, তারপর হলো বিনীত মিথ্যা, তৃতীয় হলো ক্রুদ্ধ মিথ্যা, চতুর্থ বারের বা অহঙ্কারী মিথ্যা, পঞ্চম হলো বিবাদী মিথ্যা, ষষ্ঠ হলো ঘটনাচক্রজনিত মিথ্যা, সপ্তম হলো প্রত্যক্ষ মিথ্যা, একমাত্র প্রত্যক্ষ মিথ্যা ছাড়া আর সব মিথ্যাকেই আপনি এড়িয়ে চলতে পারেন। তবে এই প্রত্যক্ষ বা সুস্পষ্ট মিথ্যাকেও আপনি 'যদি' এই কথাটা দিয়ে এড়িয়ে যেতে পারেন। আমি জানি সাতজন বিচারক কোন এক ঝগড়ার মীমাংসা করতে পারেনি। কিন্তু বাদী বিবাদীরা যখন মিলিত হলো তখন তাদের একজন এক 'যদির' আমদানি করল। অর্থাৎ বলল, যদি তুমি ওকথা বলে থাক তাহলে আমিও একথা বলছি। এইভাবে ঝগড়ার অবসান হলো এবং তারা করমর্দন করে 'ভাই ভাই' বলে চলে গেল। তাহলে দেখা যাচ্ছে যদির মধ্যে অনেক গুণ আছে, এই 'যদি'ই প্রকৃত শান্তি স্থাপনকারী।

জ্যাক। স্যার, সত্যিই লোকটি বিরল বুদ্ধির অধিকারী। কিন্তু ও পেশায় হলো ভাঁড়।

ডিউক। ও নির্বুদ্ধিতাকে এক মায়াময় ঘোড়ার মত ব্যবহার করে এবং সেই ঘোড়ার ভিতর থেকে ও বুদ্ধির শাণিত বাণ নিক্ষেপ করে।

হাইমেন, রোজালিন্দ ও সিলিয়ার প্রবেশ

গান

হাইমেন। আনন্দ তুফান জাগে স্বর্গের নন্দন কাননে
হিংসা ভুলে মানুষ যবে ধরা দেয় প্রীতির বন্ধনে
ডিউক, তোমার কন্যাকে আজ এনেছি তোমার পাশে
স্বর্গ হতে এনেছি তাকে অনেক দিনের শেষে।

www.BanglaBook.org

যার অন্তরে বাঁধা আছে অন্তর তাহার
তারই হাতে দাওগো সঁপে কন্যারে তোমার।

রোজালিন্দ। (ডিউকের প্রতি) আপনার চরণে আজ আমি সঁপে দিলাম নিজেকে। কারণ আমি আপনারই। (অর্ল্যাণ্ডোর প্রতি) আমি তোমার কাছে আমার প্রাণ মন সমর্পণ করলাম, কারণ আমি তোমারি।

ডিউক। চোখে যা দেখছি তা যদি সত্য হয় তাহলে তুমি আমার কন্যা।

অর্ল্যাণ্ডো। যা দেখছি তা যদি সত্য হয় তাহলে তুমি আমার রোজালিন্দ।

ফেবি। আমার দৃষ্টি আর তোমার অবয়ব যদি সত্য হয় তাহলে আমার প্রেমকে বিদায়।

রোজালিন্দ। আপনি যদি আমার পিতা না হন তাহলে আমার পিতাই নেই। তুমি যদি আমার সেই মনের মানুষ না হও তাহলে আমার কোন স্বামীই নেই। আর তুমি যেহেতু সেই ফেবি সেই হেতু কোন মেয়েমানুষকে বিয়ে করা সম্ভব নয় তোমার পক্ষে।

হাইমেন। সব চুপ করো। সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। এবার আমার শেষ কথা বলি। কত অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল তোমাদের চোখের সামনে। আট আটজন যুবক যুবতী এসে এই হাইমেনের কাছে আবদ্ধ হলো বিয়ের বন্ধনে। তবে তোমাদের এই বন্ধনের মধ্যে যদি কিছুমাত্র সত্য থাকে তাহলে যেন তোমরা কেউ কারো প্রতি অবিশ্বস্ত হয়ো না কোনদিন। তোমরা যেন পরস্পরের অন্তরে অন্তরে চিরদিনের জন্য বাঁধা থেকো। মেয়েরা, যেন চিরদিন অবিচল থেকো স্বামীপ্রেমে। আবার পুরুষরা, তোমরা যেন কোনদিনের জন্য অন্য কোন নারীর স্পর্শে তোমাদের পবিত্র দাম্পত্য-শয্যাকে কলুষিত করো না। তোমাদের যদি কারো পরস্পরের কাছ থেকে জানার কিছু থাকে তাহলে প্রশ্নের দ্বারা তা জেনে নিতে পার। এর ফলে আপন বিস্ময়ের ঘোরটা কেটে গিয়ে পরস্পরের পরিচয় আরও পরিষ্কার হয়ে উঠবে পরস্পরের কাছে। মনে রেখো, তোমাদের সব কাজ শেষ করে তোমাদের পবিত্র বিবাহোৎসবের জয়গান গাইছে হাইমেন।

গান

বিবাহবন্ধন জেনো দৈব ভূষণ
সংসার পবিত্র হয় দাম্পত্য শয়ন।
প্রতি গাঁয়ে জনপদে যেখানেই যায়
বিবাহের জয়গান হাইমেন গায়।
বিবাহেই সুখ আর অপার সম্মান
বিবাহ না করে যারা পশুর সমান।

ডিউক। আমার স্নেহের ভাইঝি, কাছে আয়। রোজালিন্দ মা আমার, তুইও কাছে আয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফেবি। (সিলভিয়াসের প্রতি) আমি আমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করব না। এখন আমি তোমায় গ্রহণ করব; তুমি আমার। তোমার স্বপ্ন ও বিশ্বস্ততা সত্য করে তুলেছে তোমার প্রেমকে।

জ্যাক দ্য বয়ের প্রবেশ

জ্যাক দ্য বয়। দয়া করে আমায় দু একটা কথা বলতে দিন। আমি হচ্ছি স্যার রোলাণ্ডের দ্বিতীয় পুত্র। আপনাদের এই উৎসব ও আনন্দ সমাগমের মাঝে আমি কিছু সুসংবাদ এনেছি। ডিউক ফ্রেডারিক যখন শুনলেন, দিনের পর দিন রাজ্যের বহু যোগ্যতাসম্পন্ন গণ্যমান্য লোক এই বনভূমিতে এসে ভীড় করছেন নির্বাসিত ডিউকের পাশে, দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে নির্বাসিত ডিউকের সম্মান, তখন তিনি এক বিশাল পদাতিক বাহিনী নিয়ে এই বনভূমির এক প্রান্তে এসে হাজির হলেন নির্বাসিত ডিউককে হত্যা করার জন্য। কিন্তু এই বনপ্রান্তে সহসা এক প্রবীণ সাধকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হতে আমূল পরিবর্তন দেখা দিল তাঁর চরিত্রে। তিনি হয়ে উঠলেন অন্য মানুষ। তিনি শুধু তাঁর বর্তমানের কুটিল সংকল্পই ত্যাগ করলেন না, সঙ্গে সঙ্গে সংসার ও রাজ্য ত্যাগ করে পূর্ণ বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। তিনি তাঁর রাজমুকুট মাথা হতে খুলে দিলেন তাঁর নির্বাসিত ভাইএর জন্য আর সঙ্গে সঙ্গে নির্বাসিত ডিউকের যেসব সঙ্গীদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল তাও ফিরিয়ে দিয়েছেন। এই সত্য সংবাদ বয়ে আনার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে আমায়।

ডিউক। স্বাগত যুবক! তুমি তোমার ভাইএর বিয়ের সময় এসে খুবই ভাল করেছ। একদিন অর্ল্যাণ্ডো আর আমি দুজনেই ছিলাম হতভাগ্য। কিন্তু আজও অর্ল্যাণ্ডো তার জমি জায়গা থেকে বঞ্চিত আছে আর আমি বিষয়-সম্পত্তির সঙ্গে আমার জমিদারি ফিরে পেয়েছি। এখন আমাদের এই কাজগুলো করতে হবে। যারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে এই বনের মাঝে কত দুঃখের দিন আর রাত্রি কাটিয়েছে তাদের প্রত্যেককে তাদের আপন আপন সম্পত্তির পরিমাণ অনুসারে যথাযথভাবে তাদের পাওনাগণ্ডা ভাগ করে দিতে হবে। তবে ইতিমধ্যে তোমরা তোমাদের হারানো সম্মান ফিরে পেয়েছ বলে বিচলিত হয়ে পড়ো না। আপাততঃ সেসব কথা ভুলে গিয়ে গ্রাম্য চাষীর মত সরল আনন্দ উৎসবে গা ভাসিয়ে দাও। গান বাজনা করো। বর-কনেরা, নাচতে থাক। আনন্দে উত্তাল হয়ে নাচতে থাক।

জ্যাক। আচ্ছা স্যার, দয়া করে একটা কথার উত্তর দেবেন? আপনি যা বলেছেন তা যদি সত্যি হয় তাহলে ডিউক তাঁর ঐশ্বর্যময় রাজকীয় জীবন ও রাজসভা ত্যাগ করে বৈরাগ্যধর্ম গ্রহণ করেছেন। এটা কি সত্যি?

জ্যাক দ্য বয়। হ্যাঁ, সত্যিই তিনি তাই করেছেন।

জ্যাক। তাহলে আমিও তাঁর মত তাই করব। এই সব কুসঙ্গ ত্যাগ করে

www.BanglaBook.org

আমি চলে যাব সেইখানে, যেখানে অনেক কিছু জানবার ও শোনবার আছে। (ডিউকের প্রতি) আপনি আপনার সম্মান ও গৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হোন। আপনার ধৈর্য সহিষ্ণুতা ও বিভিন্ন গুণাবলী প্রমাণ করে দিয়েছে আপনি সে সম্মানের ও গৌরবের যোগ্য। অর্ল্যাণ্ডোর প্রতি তুমি তোমার প্রেমাস্পদকে লাভ করো। প্রেমে তোমার বিশ্বস্ততা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। (অলিভারের প্রতি) তুমি তোমার দেশে তোমার প্রেমাস্পদকে নিয়ে ফিরে যাও। বহু মিত্রশক্তিসহ সুখে শান্তিতে বাস করো। (সিলভিয়াসের প্রতি) তুমিও দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর দীর্ঘদিন ধরে দাম্পত্য সুখ উপভোগ করো। (টাচস্টোনের প্রতি) তোমার ভাগ্যে আছে শুধু ঝগড়া আর তর্ক। তোমার প্রেমের তরীর আয়ুষ্কাল হলো মাত্র দুমাস। তোমরা সবাই আনন্দ উৎসব করো। আমার কিন্তু ওসব নাচগান চলবে না।

ডিউক। জ্যাক, থাক থাক, যেও না।

জ্যাক। থেকে কি করব, আমি ত আপনাদের নাচ গান দেখতে পারব না। আপনারা যাকিছু করবেন আপনারা চলে গেলে পরে তা আমি জানব।

(প্রস্থান)

ডিউক। নাও নাও, চালাও। আমরা এবার অনুষ্ঠান শুরু করব। আশা করি এইসব অনুষ্ঠান আনন্দের মধ্য দিয়েই শেষ হবে। (নৃত্য ও সকলের প্রস্থান)

উপসংহার

রোজালিন্দ। নাটকের শেষে নায়িকার মুখে উপসংহার টানার কোন রীতি নেই। কিন্তু তাই যদি হয়, নাটকের প্রারম্ভে নায়কের মুখে প্রস্তাবনা আরও অশোভন। ভাল মদের যদি খড়ের ঢাকনির প্রয়োজন না হয় তাহলে ভাল নাটকের শেষে উপসংহারেরও কোন প্রয়োজন থাকতে পারে না। তবু যেমন ভাল মদের বোতল খড়জড়ানো থাকে তেমনি ভাল নাটকের শেষে ভাল উপসংহার জোড়া থাকলে তা আরও উপভোগ্য হয়ে ওঠে। তাহলে আমি কে বলুন ত—আমি উপসংহারের জন্যও আসিনি, অথবা ভাল নাটকের স্বপক্ষে কোন কিছু বলতেও আসিনি। আমার বেশভূষা দেখে যে আমায় কোনমতে ভিখারিণী বলে মনে হবে না; সুতরাং ভিক্ষা চাওয়া আমার সাজবে না। আমার কাজ হচ্ছে আপনাদের মুগ্ধ করা আর এই উদ্দেশ্যেই আমি মেয়েদের নিয়ে শুরু করব আমার কথা। আমি মেয়েদের বলি, তোমাদের মনের মানুষদের প্রতি যে ভালবাসা অনুভব করো তার খাতিরে আমি বলছি এই নাটকের যতটুকু তোমাদের ভাল লাগে ততটুকুই উপভোগ করো। আর পুরুষদেরও বলছি, তোমাদের প্রিয়তমাদের প্রতি যে পরিমাণ ভালবাসা তোমরা অনুভব করো—আর মুখের হাসি দেখে মনে হয় তোমরা তাদের মোটেই ঘৃণা কর না—সেই ভালবাসার খাতিরে তোমরা সবাই মিলে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একজোটে দেখলে নাটকটি ভাল লাগবে তোমাদের। আমি যদি নারী হতাম, তাহলে যাদের মুখে বেশ ভাল আমার পছন্দমত দাড়ি আছে, যাদের গায়ের রং ভাল আর যাদের নিঃশ্বাস আমার মোটামুটি খারাপ লাগে না তাদের আমি চুম্বন করতাম। তবে আমার বিশ্বাস, এখানে যত জনের মুখে সুন্দর দাড়ি আছে, যাদের মুখশ্রী সুন্দর আর যাদের নিঃশ্বাস সুগন্ধি ও মিষ্টি সেইসব ভদ্রমহোদয়গণ আমার অভিবাদন গ্রহণ করে আমার বিদায় সম্ভাষণ জানাবেন।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG